উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮১,৫৮৩.৩০ (-২১২.৮৫)
নিফটি : ২৪,৮৫৩.৪০ (-৯৩.১০)

একযোগে বাতিল ৭ উড়ান
একদা আকাশের মহারাজার এখন গলদঘর্ম দশা। শুধুমাত্র মঙ্গলবারই আহমেদাবাদ-লন্ডন, দিল্লি-প্যারিস, মুম্বই-সান ফ্রান্সিসকো সহ মোট সাতটি আন্তর্জাতিক উড়ান বাতিল করেছে এয়ার ইন্ডিয়া। » ৭

উদ্বেগ বাড়ছে ইরানিদের
যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের খবর শুনে মন ভারাক্রান্ত হয়ে আসে। হাজার হাজার মাইল দূরে থেকেও বুক ধড়ফড় করে, চোখে ঘুম নামে না। ঠিক এমনই অবস্থা দিল্লিতে পড়াশোনা করা ইরানি পড়ুয়াদের। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩২°	৩১°	৩২°	৩১°
সর্বনিম্ন	২৫°	২৬°	২৬°	২৬°

আইপিএলের সময় নেতৃত্ব ছাড়ার সিদ্ধান্ত » ১১

৩ আষাঢ় ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 18 June 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 31

ওবিসি তালিকা স্থগিত, কলেজে ভর্তিতে শঙ্কা

রিমি শীল ও নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৭ জুন : অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি) তালিকা নিয়ে ফের ধাক্কা রাজ্য সরকারের। ১৪০টি জনগোষ্ঠীকে ওবিসি চিহ্নিত করে রাজ্য সরকারের সদ্য প্রকাশিত তালিকায় স্থগিতাদেশ দিল হাইকোর্ট। ৩১ জুলাই পর্যন্ত বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ স্থগিতাদেশ দেওয়ায় বুধবার থেকে কলেজে ভর্তির প্রক্রিয়ায় জটিলতা দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু মঙ্গলবারই চলতি শিক্ষাবর্ষে স্নাতক স্তরে কেন্দ্রীয়ভাবে কলেজে ভর্তির জন্য পোর্টালের উদ্বোধন করে ওবিসিদের জন্য কোনও সমস্যার সম্ভাবনা খারিজ করে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'বিচারাধীন ওবিসি সংরক্ষণ মামলার জন্য ভর্তিতে বাধা হবে না।' যদিও তাঁর কথায় জটিলতার ইঙ্গিত স্পষ্ট। শিক্ষামন্ত্রীর ভাষায়, 'আদালতের নির্দেশে ওবিসি সংক্রান্ত সমস্যা হলে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সেই ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু অবশ্য ব্রাত্য বলেননি। তবে আইনজীবী মহলের ব্যাখ্যা, ২০১০ সালের আগে ওবিসি তালিকাভুক্ত ৬৬টি জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা হবে না। কিন্তু ১৪০টির মধ্যে বাকি গোষ্ঠীগুলির ক্ষেত্রে জটিলতার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। এতে শুধু কলেজে ভর্তি নয়, বিভিন্ন নিয়োগ প্রক্রিয়া, এমনকি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে স্কুল সার্ভিস কমিশনের অধীনে শিক্ষক নিয়োগে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'গত ১৫ বছর ধরে ওবিসি সুবিধা দিয়ে এসেছে রাজ্য। কিন্তু আইন অনুযায়ী ১০ বছর অন্তর যে সমীক্ষা করতে হয়, তা করেনি।' ১৪০টি জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে সম্প্রতি নতুন ওবিসির তালিকা প্রকাশকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের মামলায় রাজ্যের ভূমিকায় প্রশ্ন তোলে হাইকোর্ট। রাজ্যের কোনও আবেদনই মঙ্গলবার গ্রাহ্য করেনি দুই বিচারপতির বেঞ্চ।

কেন্দ্রের তরফে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল অশোককুমার চক্রবর্তী বলেন, 'ওবিসি নিয়ে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিবর্তন করা হয়েছে। এর ফলে ডেঞ্জারাস ডেমোগ্রাফিক এফেক্ট হবে।'

এরপর দশের পাতায়

এল বৃষ্টি ঝেঁপে।।

খুদের আনন্দ তখন বাঁধভাঙা। মঙ্গলবার তাজমহলে। -পিটিআই

নির্মল নামে প্রহসন

শৌচাগারের জন্য লক্ষাধিক আবেদন

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৭ জুন : আট বছর আগেই নির্মল জেলা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল কোচবিহারকে। অথচ প্রশাসনের হিসাবেই দেখা যাচ্ছে গত ৫ বছরে জেলায় বাড়িতে শৌচাগার তৈরি করার জন্য আবেদন করেছেন লক্ষাধিক মানুষ। এরমধ্যে প্রশাসন ৭০ হাজার ৫০০টি শৌচাগারের অনুমোদন দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, ২০১৭ সালে কি তাহলে কোচবিহার জেলা সত্যি সত্যিই নির্মল হয়েছিল? নাকি খাতায়-কলমে নির্মল ঘোষণা করা হয়েছিল।

স্যানিটেশন নিয়ে মঙ্গলবার কোচবিহার জেলা পরিষদে রিভিউ বৈঠক হয়। সেখানেই এমন তথ্য উঠে এসেছে। তবে এখানেই শেষ নয়, বৈঠক সূত্রে আরও খবর, রাজ্য থেকে পাঠানো ২৪ জনের (জেলার প্রতিটি ব্লকে ২ জন করে) তৃতীয় পক্ষের একটি টিম গত ১২-১৪ জুন তিনদিন ধরে জেলায় সমীক্ষা চালায়। তাদের সেই সমীক্ষা রিপোর্টেও উঠে এসেছে, জেলায় এখনও বেশ কিছু কাঁচা শৌচাগার রয়েছে। এছাড়া বেশ কিছু শৌচাগার রয়েছে যেগুলি ব্যবহার করা হয় না।

কয়েক বছর আগে কোচবিহার নির্মল জেলা হিসাবে ঘোষণা হওয়ার পরেও শৌচাগারের জন্য জেলায় এত আবেদন প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে জেলা পরিষদের অ্যাডিশনাল এগজিকিউটিভ অফিসার (এইও) সোমেন দত্ত বলেন, 'অনেক পরিবার ভেঙে গিয়েছে। সে কারণেই এত আবেদন বলে আমাদের ধারণা।'

ফলে সবমিলিয়ে শৌচাগার নিয়ে কোচবিহার জেলা যে খুব একটা ভালো জায়গায় রয়েছে তা বলা যাবে না। মঙ্গলবারের রিভিউ বৈঠকে স্বচ্ছ ভারত মিশনের ডিরেক্টর সন্তোষা গুব্বি, যুগ্ম সচিব পীযূষ গোস্বামী, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা, অতিরিক্ত জেলা শাসক সোমেন দত্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সূত্রের খবর, কোচবিহার জেলায় ১ লক্ষ ১৩ হাজার বাংলার বাড়ি তৈরি হচ্ছে। সেগুলিতে যাতে শৌচাগার থাকে তা দেখতে বলা হয়েছিল। কিন্তু বাংলার বাড়ি যারা সমীক্ষা করেছে, তারা হিসাব দিয়েছে এর মধ্যে প্রায় ৩৬ হাজার বাড়িতে কোনও শৌচাগার নেই। এতেই চমকে ওঠে জেলা প্রশাসন। যদিও সমীক্ষার সেই রিপোর্ট তাদের বিশ্বাস হয়নি। এই অবস্থায় সপ্তাহখানেক আগে প্রশাসনের তরফে জেলার বিডিওদের নির্দেশ দেওয়া হয় এই ৩৬ হাজার বাড়ি আবার সমীক্ষা করে দেখতে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত প্রায় ১৯-২০ হাজার বাড়ি সমীক্ষা করা হয়েছে। তাদের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী এর মধ্যে তিন হাজারের মতো বাড়িতে শৌচাগার নেই। সমীক্ষা সম্পূর্ণ হলে এই সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বা তার বেশি হবে বলাই যায়। এর থেকেই পরিষ্কার যে, জেলায় এখনও কয়েক হাজার বাড়িতে শৌচাগারের বন্দোবস্ত নেই।

বাস্তব চিত্র

- ৮ বছর আগে কোচবিহারকে নির্মল জেলা ঘোষণা
- গত পাঁচ বছরে জেলায় বাড়িতে শৌচাগার তৈরির আবেদন লক্ষাধিক
- ব্লকভিত্তিক সমীক্ষাতেও জানা গিয়েছে বহু বাড়িতে কাঁচা শৌচাগার রয়েছে
- বাংলার বাড়ি প্রকল্পের সমীক্ষাতেও ৩৬ হাজার বাড়িতে শৌচাগার নেই

দুর্ঘটনাতেও হুঁশ ফেরে না রেলের

চলতি কা নাম 'রেলগাড়ি'

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৭ জুন : রোদ-বৃষ্টিতে মুছেছে রক্তের দাগ। দু-একটি চাকা ইতিউতি ছড়িয়ে থাকলেও কালের নিয়মে আবছা হয়েছে গত বছরের ভয়ংকর ট্রেন দুর্ঘটনার স্মৃতি। কুণ্ডলী পাকানো দেহগুলি যেখানে পড়েছিল, সেখানে এখন সবুজ ঘাস হাওয়ায় খেলে বেড়াচ্ছে। পাশ দিয়ে একটু পরপরই ছুটে চলেছে রেলগাড়ি। যাত্রীদের কেউ আর সেদিকে ফিরেও তাকাচ্ছেন না।

দিনটা ছিল ১৭ জুন, ২০২৪। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় শিরোনামে উঠে এসেছিল রাঙ্গাপানির ছোট নির্মলজোতের নাম। অখ্যাত এই গ্রামে ছুটে এসেছিলেন খোদ রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে কাঁটাছেড়াও হয়েছিল বেশ। কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি (সিআরএস)-এর রিপোর্টে উঠে এসেছিল রেলের একাধিক গাফিলতির কথা। সেইসঙ্গে তুলে ধরা হয়েছিল পরিকাঠামোর অভাবও। যাত্রীসুরক্ষা নিশ্চিত করতে কী কী পদক্ষেপ প্রয়োজন তা সেই রিপোর্টের পরতে-পরতে তুলে ধরা হলেও ছবিটা কিন্তু বদলায়নি এতটুকু। বরং সেই দুর্ঘটনার বর্ষপূর্তিতে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে বলেই তুলে ধরছেন রেলকর্মীরা।

গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকটি বড় দুর্ঘটনার মুখে পড়েছে ভারতীয় রেল। রাঙ্গাপানির দুর্ঘটনা তার মধ্যে একটি। এই দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল রেলের সিগন্যালিং ব্যবস্থায় বড় গলদের কথা। সিআরএসের দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ২০ জুন পর্যন্ত কাটিহার ডিভিশনে ২৭৫ বার স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছিল। এই ধারা এখনও বজায় রয়েছে বলেই জানাচ্ছেন রেলকর্মীরা। যদিও তা মানতে নারাজ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা। তিনি বলছেন, 'রেলকর্মীদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ওয়াকি-টকি দেওয়া হচ্ছে। কবচ সিস্টেম চালু করার জন্য আর্থিক বরাদ্দও হয়েছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।'

বাস্তব অবশ্য বলছে অন্য কথা। রেল সূত্রেই খবর, গত এক বছরে কাটিহার ডিভিশনেই অন্তত ৫০ বার স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে। আলিপুরদুয়ার ডিভিশনেও এমন ঘটনা ঘটেছে একাধিকবার। কাটিহার ডিভিশনের কাটিহার স্টেশনে ২৬০টি ওয়াকি-টকি থাকার কথা। কিন্তু ২০২৪ সালে সেটা ছিল মাত্র ৭২টি।

এরপর দশের পাতায়

যা হয়নি

স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং ব্যবস্থা চালু হলেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি লোকোপাইলটদের

কাটিহার ডিভিশনের অধিকাংশ জায়গায় পর্যাপ্ত ওয়াকি-টকি নেই

এখনও পর্যন্ত চালু করা যায়নি কবচ প্রযুক্তি

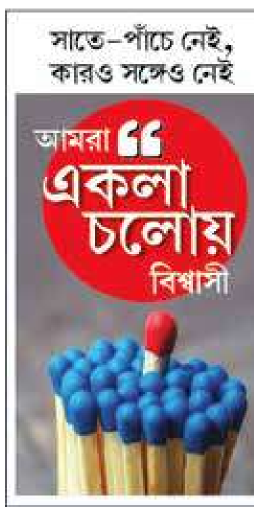

রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত স্কুল পড়ুয়াশূন্য

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ১৭ জুন : পরিস্থিতি পুরোটাই বদলে গিয়েছে। একসময়ের রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত স্কুল আজ পড়ুয়াশূন্য। অথচ এমনটি হওয়ার কিন্তু কোনও কথাই ছিল না। এই স্কুল থেকে পড়াশোনা করে অনেকে শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, আইনজীবী হয়েছেন। পরে একটা সময় স্কুলের খুঁড়িয়ে চলা শুরু হয়। গত বছর দুজন ছাত্র থাকলেও এবছর এপ্রিল মাস একজন ছাত্র ছিল। তুফানগঞ্জ পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত তুফানগঞ্জ টাউন বিদ্যাসাগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সবেধন নীলমণি সেই ছাত্রও পরে অন্য স্কুলে চলে যায়।

একা শিক্ষিকা স্কুলে এসে বসে থাকেন। কিন্তু এভাবে দিনের পর দিন ধরে ফাঁকা বসে থাকতে কারই বা ভালো লাগে! স্কুলের ইনচার্জ অপর্ণা নন্দীর কথায়,

'২০২৪ সালে এই স্কুলে যোগ দিই। সেবার দুজন পড়ুয়া ছিল। এবছর তা কমে একজনে গিয়ে দাঁড়ায়। একা একা পড়াশোনা করতে তার ভালো না লাগায় ওই পড়ুয়াকে অন্য স্কুলে ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়েছে। আমিও অন্য স্কুলে চলে যেতে চাই। গোটা বিষয়টি ওপরমহলকে জানানো হয়েছে।' তুফানগঞ্জ-২ সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রিয়ংবদা মুখোপাধ্যায় বললেন, 'সবকিছু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। তারা যেভাবে নির্দেশ দেবে সেইমতো পদক্ষেপ করা হবে।'

১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি এই প্রাথমিক স্কুলের পথচলা শুরু। এই স্কুল তৈরিতে শিক্ষানুরাগী ভানুপ্রকাশ দে মূল ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত তুফানগঞ্জ টাউন গভর্নমেন্ট প্রাইমারি স্কুলে সকালে এই বিদ্যালয়ে পঠনপাঠন চলত। পরবর্তীতে ৫ নম্বর ওয়ার্ডে স্থায়ীভাবে স্কুল ভবন তৈরি করা হয়। সেসময় তুফানগঞ্জ পুরসভার সমস্ত ওয়ার্ড থেকেই কমবেশি ছাত্রছাত্রী এখানে ভর্তি হত। স্কুলের দারুণ সুনাম ছড়ানো শুরু করে। ১৯৯৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসে তৎকালীন প্রধান শিক্ষক ভানুপ্রকাশ দে দিল্লি থেকে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার নিয়ে আসেন। রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের পাশাপাশি এই স্কুলের সাফল্যের ঝুলিতে আরও অনেক পুরস্কার রয়েছে। ভানুবাবু ২০০৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি এই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব সামলেছেন। সে সময় স্কুলে ৪০০-রও বেশি পড়ুয়া, সাতজন শিক্ষক।

এরপর দশের পাতায়

পড়ুয়া নেই, খাঁখাঁ করছে স্কুল চত্বর। -সংবাদচিত্র

> আমার নিজের হাতে তৈরি করা স্কুলটিকে যে করেই হোক টিকিয়ে রাখতে হবে। সুস্থ থাকলে এই স্কুলটিকে বন্ধ হতে দিতাম না।
>
> **ভানুপ্রকাশ দে**
> *প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক*

তেহরান খালির বার্তা ট্রাম্প, নেতানিয়াহুর

তেহরান ও তেল আভিভ, ১৭ জুন : যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজার বীভৎস ছবিটাই যেন ফুটে উঠছে তেহরানে। ইরানের রাজধানী ক্রমেই ধ্বংসস্তূপের চেহারা নিচ্ছে। পরমাণু হামলা না হলেও তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। রাষ্ট্রসংঘ নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক শক্তি নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র জানিয়েছে, ইরানের নাতানজ পরমাণুকেন্দ্রটি ইজরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাতে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

এছাড়া শুধু সোমবার সারাদিকে ইজরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা হয়েছে তেহরানের অন্তত ৮০টি জায়গায়। বেশ কয়েকটি বহুতল ধূলিসাৎ। সরকারিভাবে মৃতের সংখ্যা ২২৮। নিহতদের মধ্যে ৭০ জন মহিলা ও শিশু। আহতের সংখ্যা ১,২০০ ছাড়িয়েছে।

আরও বড় ধাক্কা ইরান সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক মেজর জেনারেল আলি শাদমানির মৃত্যু। মাত্র তিনদিন আগে সেনাপ্রধানকে তেল আভিভ খতম করায় শাদমানি ওই পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তেহরানের প্রাণকেন্দ্রে ইরানি সেনার সদর দপ্তর ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিধ্বস্ত দশা ইরানের সরকারি টেলিভিশন কেন্দ্রের। সম্প্রচার চলাকালীনই হামলা হয়। সংবাদপাঠককে বিস্ফোরণের

এরপর দশের পাতায়

আমার উত্তরবঙ্গ

রেলপথে হাতি রুখতে প্রযুক্তি

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জুন : ট্রেনের ধাক্কায় হাতিমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে একাধিকবার। অনেক হাতি জখমও হয়েছে। সেটা রুখতে রেলের ভরসা ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম (আইডিএস)। ইতিমধ্যে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের মাদারিহাট থেকে নাগরাকাটা রুটে ৫২ কিলোমিটারে এই প্রযুক্তির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি নাগরাকাটা থেকে সেবক এবং মাদারিহাট থেকে আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন সংলগ্ন রাজাভাতখাওয়া পর্যন্ত আরও ৯৪ কিলোমিটার অংশে কাজ শুরু হয়েছে। এপ্রিল মাস থেকে প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শুরু হয়ে যায়।

বিশেষ করে কুনকি হাতি দিয়ে ট্রায়াল রানের পর আইডিএস ব্যবহারের সবুজ সংকেত মেলে। এখন পরিকাঠামোগত বিষয়ের কাজ শুরু হয়েছে বলে রেল সূত্রে খবর। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে জঙ্গল রুটে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের কাজ

৯৪ কিমিতে কাজ শুরু

শেষ করতে চাইছে রেলমন্ত্রক। কারণ শীতকালে এবং আমন ধান পাকার সময় হাতির রেললাইনে পারাপারের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কুয়াশাজনিত কারণে অনেকসময় ট্রেনের চালক রেললাইনে হাতির উপস্থিতি ঠাহর করতে পারেন না। ফলে রেল-হাতি সংঘাতের সংখ্যা বাড়ে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের চিফ পাবলিক রিলেশন অফিসার (সিপিআরও) কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে নতুন করে ৯৪ কিমি রেললাইনে আইডিএস-এর কাজ শুরু হয়েছে। চলতি বছরেই কাজ শেষ করার লক্ষ্য রয়েছে।' ২০২৩ সালে রাজাভাতখাওয়া থেকে ১২৬ নম্বর লেভেল ক্রসিং গেট সংলগ্ন এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় তিনটি হাতির মৃত্যুর ঘটনার পর আইডিএস ব্যবহারের দাবি জোরালো হয়। তারপরেই আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে শিলিগুড়ি জংশন পর্যন্ত জঙ্গল রুটে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ নেয় রেলমন্ত্রক। আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে প্রায় ১৪৬ কিমি আইডিএসের কাজ শেষ হলে রেললাইনে এবং লাইন সংলগ্ন হাতির উপস্থিতি জানা সম্ভব হবে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলে এর জন্য বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ২৫ কোটি টাকা।

সুইডেন, নিউজিল্যান্ডে যাচ্ছে মালদার আম

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১৭ জুন : জেলা উদ্যানপালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের উদ্যোগে এবছরই প্রথম সুইডেন ও নিউজিল্যান্ডে পাড়ি দিল মালদার বিখ্যাত তিন প্রজাতির আম। আরও দুই দেশে ব্যবসার পথ খুলে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি মালদার আম ব্যবসায়ীরা। পাশাপাশি, আমেরিকার বাজার ধরতে উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন প্যাক হাউসের দাবি উঠতে শুরু করেছে জেলাজুড়ে।

এই মরশুমে মালদায় প্রায় ৩১ হাজার হেক্টর জমিতে আমের ফলন হয়েছে। আড়াই থেকে তিন লক্ষ মেট্রিক টন আম উৎপাদনের আশা করা হচ্ছে। এবছর বেশ কয়েকটি ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশের পাশাপাশি মালদার আম পাড়ি দিয়েছে সুইডেন ও নিউজিল্যান্ডে। দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর সামন্ত লায়েক বলেন, 'মালদার আম বিদেশে রপ্তানির জন্য আমরা প্রথম থেকেই উদ্যোগ নিয়েছিলাম। সম্পূর্ণ জৈব পদ্ধতি মেনে এবং ব্যাগিং সিস্টেমের মাধ্যমে বেশ কিছু বাগানে আম চাষ করা হয়েছিল। যার ফল আমরা পেয়েছি। নতুন দুটি দেশ থেকে আমের অর্ডার এসেছে।' ইতিমধ্যে সুইডেনে হিমসাগর, ল্যাংড়া ও আম্রপালি এই তিন প্রজাতির ৬৫০ কেজি আম রপ্তানি করা হয়েছে। নিউজিল্যান্ডে হিমসাগর ও ল্যাংড়া আম ৪০০ কেজি পাঠানো হচ্ছে।

নয়া অটিজম থেরাপি

কলকাতা, ১৭ জুন : বিশ্ব অটিস্টিক প্রাইড দিবস উপলক্ষ্যে ডিসান হাসপাতাল এবং বেঙ্গালুরুভিত্তিক বিহেভিয়ার মোমেন্টাম ইন্ডিয়া (বিএমআই) একত্রে পূর্ব ভারতে প্রথমবার অ্যাপ্লায়েড বিহেভিয়ার অ্যানালিসিস (এবিএ) থেরাপি চালুর কথা ঘোষণা করল। ডিসান এবং বিএমআইয়ের যৌথ উদ্যোগে গঠিত হয়েছে 'মাইন্ডস্পেস অ্যাকাডেমি' নামের অটিজম এবং নিউরোডেভেলপমেন্ট সাপোর্ট সেন্টার। সেখানে প্রাথমিক স্ক্রিনিং, নৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক আচরণভিত্তিক থেরাপি, অভিভাবক সহায়তা এবং সহকারী বিহেভিয়ার টেকনিসিয়ান প্রশিক্ষণ থাকবে। বিএমআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা তথা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবিএ বিশেষজ্ঞ ডঃ স্মিতা আবাস্তি বলেন, 'এটা শুধুমাত্র একটি থেরাপি চালু করা নয়, এর মাধ্যমে বৈজ্ঞানিকভাবে অটিজম মোকাবিলার ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।' ডিসান হাসপাতালের নিউরোডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভের ডিরেক্টর শাওলি দত্তও একই কথা বলেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে আগামী ২০-৬-২৫ ইং তারিখে বিকাল ৩ ঘটিকায় কোচবিহার ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে জোড়াদিঘি ও চৌরঙ্গী (বড়দিঘি) পুকুর দুটি শর্তসাপেক্ষে চুক্তিভিত্তিক ইজারা প্রদান করা হইবে। উক্ত ইজারায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রত্যেককে উক্ত সময়ের পূর্বে কোচবিহার ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে যার্ডের উন্নতকরণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৪৭/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১৩-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ২১-এপি-I-২০২৫। কাজের নামঃ যার্ডের উন্নতকরণ- জামালদহ গোপালপুর, মাথাভাঙ্গা এবং চাপগুড়ি যার্ড। টেন্ডার রাশিঃ ৮৩,২৬,৩৯২.৭৯/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৬৬,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবেঃ ০৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ব্যবসা/বাণিজ্য

যে কোনও ধরনের বিজ্ঞাপন যেমন- কোর্ট নোটিশ, পাত্র-পাত্রী, জন্মদিনের শুভেচ্ছা, অ্যাফিডেভিট ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-রমেন দে, মাধব মোড়, আলিপুরদুয়ার। ফোন নম্বর-৮৬১৭৬৬৪২১৯ / +91 9474591866. (C/116828)

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে স্টাফ কোয়ার্টারের নির্মাণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৫৩/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখঃ ১৩-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নংঃ ১৫-এপি-II-২০২৫। কাজের নামঃ এসএসই ডব্লিউ/II/আলিপুরদুয়ার জং. অধিক্ষেত্রের অধীনে অফিসার্স কলোনিতে ২ ইউনিট টাইপ-৫ কোয়ার্টারের নির্মাণ এবং অফিসার্স কলোনিতে জরাজীর্ণ কোয়ার্টারের পরিবর্তে ৬ ইউনিট টাইপ-II ডবল স্টোরি স্টাফ কোয়ার্টারের নির্মাণ। টেন্ডার মূল্যঃ ২,৮৯,৩৫,৪৯১.৭৮ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৯৪,৭০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৭-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ০৭-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Army Public School, Bengdubi

VACANCY FOR LOCAL SCREENING BOARD (LSB III)

S.No	Post	Subject	Nature of Appointment
(A) Teaching Staff			
1)	PGT	Physics	Adhoc
2)	TGT	English, Hindi, Maths, Science,Social Science	Adhoc
3)	PRT	All Subjects	Adhoc
4)	PPRT	All Subjects	Adhoc
(B) Non Teaching Academic Staff			
1)	Asst. Librarian		Contractual
C) Non Teaching Adm Staff			
1)	LDC		Contractual

1) Details of vacancies, eligibility criteria and format of application are available on school website "www.apsbengdubi.org". Interested candidates can download the application form from school website. Application form alongwith demand draft of Rs. 250/- in favour of Army Public School, Bengdubi and all educational & experience certificates duly self attested must be sent to Army Public School, Bengdubi on or before 21 Jun 2025 by 1400hrs. Thereafter no applications will be accepted. Application forwarded through e-mail will not be accepted.
2) Age limit not exceed 40yrs in respect of candidates who do not have any teaching/work experience. Candidates between 40 to 57 years should have minimum teaching/work experience of 05 years in appropriate category.
3) A written test for language teachers (English & Hindi), non-teaching academic staff (Asst Librarian) and adm staff (LDC), computer literacy test for all candidates will be held at APS Bengdubi on the date of interview.
4) Salary shall be as per School norms.
5) Decision of SAMC (School Administration & Management Committee) will be final and abiding.
6) For further details please see our website www.apsbengdubi.org & contact School Office 0353- 2480238 & Mob No 8207070238, (Army No through Military Exchange Extn 6375).

হারানো/প্রাপ্তি

আমি কৌশল্যা দাস বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকের পতিরাম শাখাতে ফিক্সড ডিপোজিটের সার্টিফিকেট (যার নাম্বার-৫৪২২১৪০০৬০২৮৮) হারিয়ে গেছে। কেউ যদি পেয়ে থাকেন তবে ৭৯০৮৫০৭২৫৪ নম্বরে যোগাযোগ করুন। (C/116949)

অ্যাফিডেভিট

I Shri Basudeb Sarkar, Son of Pabitra Kumar Sarkar, residing in Matigara Police Qtr, Ramkrishna Para, Matigara, District Darjeeling, do hereby state that my name has been wrongly / mistakenly written on my son's Secondary Education (Class - X) Certificate as Basudev Sarkar. Therefore by affidavit sworn before the Ld. Notary Public at Siliguri on 12/06/2025 I declare that Basudeb Sarkar and Basudev Sarkar is same and one identical person, i.e. myself. (C/116942)

•

আমার ভোটার I. Card নং WB/01/005/507508 নাম ভুল থাকায় গত 16.6.25, সদর, কোচবিহার J.M. 1st Court-এ অ্যাফিডেভিট বলে আমি Thelo Barman এবং Sabita Burman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি, হিসেবে পরিচিত হলাম। হাড়িভাঙ্গা, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/115972)

কর্মখালি

ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের জন্য স্টাফ চাই (প্রমাণপত্র সহ)। বেতন 9,000/-। যোগাযোগ ঃ 'মিউজিকা', ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/116827)

•

Gangtok Mall, Hotel & Dis. Company, বিভিন্ন পদে পরিশ্রমী লোক চাই। 94341-17292. (C/116827)

•

ফ্যাক্টরির জন্য গার্ড/সুপারভাইজার চাই। বেতন 12,500/-, PF+ESI, থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি। M :- 8653609553. (C/116828)

বিক্রয়

শিলিগুড়ির বাগরাকোটে উত্তম চালু অবস্থায় ১৫-২০টি বিভিন্ন কোম্পানির ৬০০ ওয়াটের ইউপিএস বিক্রি করা হবে। আগ্রহীরা বেলা এগারোটা থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন। ৯৬৭৮০৭২০৮৭

•

3 BHK, ফ্ল্যাট ও গ্যারাজ বিক্রি। নতুনপাড়া, জলপাইগুড়ি। মো. নং- 8001260008. (C/116934)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি সোমা গোস্বামী Chain Sale deed No 5616 Date-8-08.2013 এই নম্বর দলিলটি 04/06/2025 তারিখে হারিয়ে যায়। যদি কেউ পেয়ে থাকেন তাহলে 7602345354 No. যোগাযোগ করবেন। (C/116943)

•

আমি সুশান্ত দত্ত Chain Gift Deed No-12397 Date-7/9/1983 এই নাম্বার দলিলটি গত 12/05/2025 তারিখে হারিয়ে যায়। যদি কেউ পেয়ে থাকেন তাহলে 8670249189 নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। (C/116944)

•

আমি, জোতরাম আগরওয়াল, রামজিলাল আগরওয়ালের ছেলে, দর্শনা ভিলা (সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের পিছনে), জ্যোতিনগর, ডন বসকো স্কুলের কাছে, পি.ও. সেবক রোড, পি.এস. ভক্তিনগর, জেলা জলপাইগুড়ি, পিন নং 734001-এ থাকি, আমার নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল, ১৯৯৫ সালের বিয়িং নং ১-২৭৩৮, ২০১২ সালের বিয়িং নং ৫৬১, নিবন্ধিত জেনারেল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি (বাংলা আমমোক্তারনামা), হারিয়ে গেছে। জিডি (বিকেএন আরএস জিডিই নং ৮৭০ তারিখ : ১৬.০৬.২০২৫) পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার ভক্তিনগর থানায় দায়ের করা হয়েছে। যদি কেউ পেয়ে থাকলে যোগাযোগ করতে পারেন : শ্রী জোতরাম আগরওয়াল, রামজিলাল আগরওয়ালের পুত্র, দর্শনা ভিলায় (সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের পিছনে), জ্যোতিনগর, ডন বসকো স্কুলের কাছে, পি.ও. সেবক রোড, পি.এস. ভক্তিনগর, জেলা জলপাইগুড়ি, পিন নং 734001 মোবাইল নং 9609901874. (C/116947)

সংশোধনী

এই কার্যালয়ের অধিসূচনা নং. ই/২৫৪/কিউ/টিচার তারিখঃ ১১-০৬-২০২৫ এর আংশিক সংশোধনী মর্মে, অনুগ্রহ করে অধিসূচনাটির পারা ২ এ বাণীমন্দির উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিবর্তে বাণী মন্দির উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় রূপে পড়বেন।

ডিআরএম (পি) কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইয়ার্ডের উন্নয়ন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৪৬/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখঃ ১৩-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.: ২০-এপি-I-২০২৫। কাজের নামঃ ইয়ার্ড উন্নয়ন - নিউ ময়নাগুড়ি, বেটগারা, ধূপগুড়ি, সালবাড়ী, ফালাকাটা, ঘোকসাডাঙ্গা ও নিউ দোমোহনি ইয়ার্ড এবং ইয়ার্ড উন্নয়ন - নিউ দোমোহনি, নিউ ময়নাগুড়ি, সালবাড়ী, ফালাকাটা, ঘোকসাডাঙ্গা ও ফকিরাগ্রাম ইয়ার্ড। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,৪৯,৫৫,৩০৩.৪১ টাকা; বায়নার ধনঃ ৩,২৪,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ০৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পৃষ্ঠভাগের প্রস্তুতকরণ এবং পরবর্তী পরিষ্কারকরণের কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিবিডব্লিউএস-এনআইটি-০৯-২০২৫-২৬ তারিখঃ ১৩-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপে ২ বৎসরের জন্যে ডিপিটি হেতু পৃষ্ঠভাগের প্রস্তুতকরণ এবং পরবর্তী পরিষ্কারকরণের কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ৩৫,৫৫,৬১০.১২/- টাকা @১৮% জিএসটি সহিত। বায়না রাশিঃ ৭১,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৫-০৭-২০২৫ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবেঃ ০৫-০৭-২০২৫ তারিখের ১২.৩০ ঘণ্টায় উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, ডিব্রুগড়-৭৮৬০০১ কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৫-০৭-২০২৫ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিডব্লিউএম, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, ডিব্রুগড়
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পথের স্থায়ী রক্ষণাবেক্ষণ এবং আনুষঙ্গিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৫২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১৩-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ১৭-এপি-III-২০২৫। কাজের নামঃ এডিইএন/এমবিজেড অধিক্ষেত্রের অধীনের এসএসই/পি.ওয়ে/এমবিজেডের ৯.০০ কিলোমিটার থেকে ৫০.৭০ কিলোমিটার পর্যন্ত ট্র্যাকের সুরক্ষা হেতু পথের স্থায়ী রক্ষণাবেক্ষণ এবং আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ২,৩৪,৪৩,৮০১.৫০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৬৭,২০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৭-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবেঃ ০৭-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

NOTICE

Ref: O.A Case No. 235 of 2018 in the matter of Sri Arun Kumar Jha & 02 others Vs Sri Suklal Roy & 26 others.

Take notice that as per the order dated 18.11.2024 of the Hon'ble W.B.L.R.T.T, 3rd Bench, Kolkata in O.A No. 235 of 2018, a date of hearing has been fixed on 24.06.2025 at 12.00 hrs at the Office of the S.D.L & L.R.O, Siliguri, Kutchery Road, P.S- Siliguri. In this regard, all concerned parties are directed to remain present at the venue of hearing with all connected papers as per the mentioned schedule The land schedule involved in the instant matter is as follows:

LR plot no. 257, Area 1.62 acres Mouza- Palash, J.L No. 43 Block Matigara, Dist- Darjeeling. Dated 13-06-2025

Sd/
Deputy Director and
Sub Divisional Land & Land
Reforms Officer
Siliguri, Dist- Darjeeling

Office of the Block Development Officer Tufanganj - I Dev Block Tufanganj, Cooch Behar

NOTICE INVITING TENDER

E-tender are invited vide this office Memo No. 1955, Dated : 17-06-25, NIT - 02(BDO)/2025-26, Last date of Bid submission are 02-07-2025 Intending tenderers may contact this Office for details.

Sd/-
Block Development Officer
Tufanganj - I Development Block

NIT NO- DDP/N-09/2025-26

e-Tenders for 14 (Fourteen) no. of works under 15th FC, BEUP & 5th SFC invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT No-DDP/N-09/2025-26 is 26/06/2025 at 13.00 Hours. Details of NIT can be seen in **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Additional Executive Officer, Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank

ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : ২, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
টেলি: (০৩৫৩) ২৪৩১১৪৮, ২৫২৫৫৩৮, ২৫২১২৯৪, * ই-মেল : Z748@indianbank.co.in

ই-অকশন ০৭/০৭/২০২৫ তারিখে সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকেল ০৫:০০ টা

সারফায়েসি অ্যাক্ট ২০০২ এর অন্তর্ভুক্ত "যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা কিছু আছে এবং যেখানে যাই থাকুক" ভিত্তিতে ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com এর দ্বারা প্রদত্ত ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে হবে।

[illegible]

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১. শ্রী সুমন কুমার, অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং : ৯০৮৩৭০১৮১৫
২. কুমার মণীশ, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মোবাইল নং : ৭০২১৬১৭৯৪৯

তারিখ : ১৭.০৬.২০২৫, স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

কাটিহারে হাল্কা উন্নীতকরণ এবং অন্যান্য কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/৩৯ অফ ২০২৫ তারিখঃ ১০-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. [illegible]

... উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পিএসআই নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণ ও অনির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

বিড নং.: জিইএম/২০২৫/বি/৬৩৪২৯৯০, তারিখ : ১৩-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ কাজের নাম ঃ দুই বছর (২৪ মাস) সময়ের জন্য কাটিহার ডিভিশন অধিক্ষেত্রের অধীনে পিএসআই ডিপো কাটিহার, সামসি, আরারিয়া, বুনিয়াদপুর ও রায়গঞ্জের পিএসআই নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণ ও অনির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,০৯,০৭,৬০৭.৭২ টাকা; বায়নার ধনঃ ৩,০৪,৬০০.০০ টাকা। বিড সমাপ্তির তারিখ ১০-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা। বিড খোলার তারিখ ১০-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টা। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১০-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত https://www.Gem.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি ও জিএম/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজ টিভিতে

গয়নার বাক্স রাত ১০.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ আবিষ্কার, দুপুর ১.০০ সঙ্গী, বিকেল ৪.০০ গ্রেফতার, সন্ধে ৭.০০ বড়বউ, রাত ১০.০০ গয়নার বাক্স, ১.০০ কালপুরুষ

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.১৫ শুধু তোমার জন্য, বিকেল ৩.০৫ আশ্রিতা, সন্ধে ৬.৩০ দাদা, রাত ১০.০০ বরবাদ

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ একাই একশো, দুপুর ১.৩০ সুখ দুঃখের সংসার, সন্ধে ৭.৩০ ত্রিনয়নী, রাত ১০.৩০ একান্ত আপন

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কলকাতা ৭১

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বকুল প্রিয়া

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ রূপসী দোহাই তোমার

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৫৩ সূর্যবংশী, দুপুর ২.৪৬ গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি, বিকেল ৫.৪৯ রাউডি নম্বর ওয়ান, রাত ৮.০০ গদর-টু, ১১.২৮ খাকি

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : বেলা ১১.১৫ মহেঞ্জোদারো, দুপুর ২.১৫ গুড লাক জেরি, বিকেল ৪.১৫ নিউ ইয়র্ক, সন্ধে ৬.৪৫ হিরো, রাত ৯.০০ অকিরা, ১১.১৫ বরফি

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.৩০ সরকার-থ্রি, ২.৪৫ বব বিশ্বাস, বিকেল ৫.০৫ বদলা, সন্ধে ৭.০৬ অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার, রাত ৯.০০ দ্য কাশ্মীর ফাইলস, ১১.৪৬ তুফান

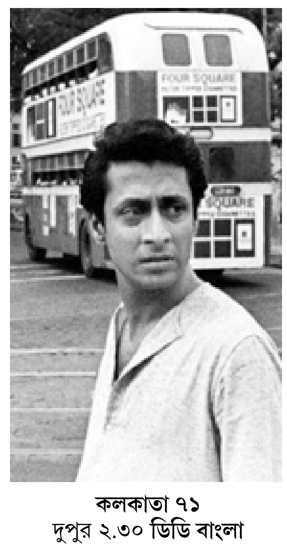

কলকাতা ৭১
দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

কিসি কা ভাই কিসি কি জান
দুপুর ২.৫০ অ্যান্ড পিকচার্স

রমেডি নাউ : দুপুর ১২.১২ পেনেলাপ, ১.৪১ ডাউন উইথ লভ, বিকেল ৩.২২ বুকস্মার্ট, সন্ধে ৬.৪৬ ইট প্রে লভ, রাত ১০.৩৭ মি বিফোর ইউ

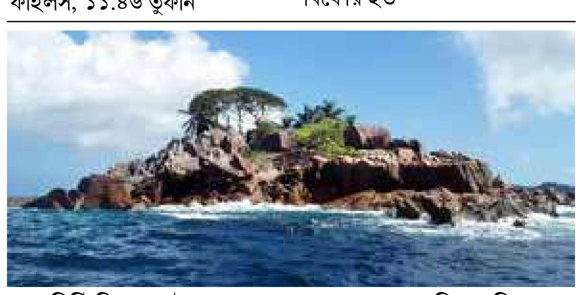

মিস্টিরিয়াস আইল্যান্ডস রাত ১১.৩০ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯০৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯৫৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৭৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৭৫৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অতি উৎসাহে কোনও হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। পরিবারের কিছু সদস্য আপনার বিরুদ্ধে যেতে পারেন। **বৃষ :** কোমর ও ঘাড়ের ব্যথার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হতে পারে। অভিনয়, সংগীতশিল্পীরা ভালো সুযোগ পাবেন। **মিথুন :** পেটের কারণে কোনও পারিবারিক অনুষ্ঠানে যাওয়া বাতিল করতে হতে পারে। বকেয়া অর্থ ফেরত পাবেন। **কর্কট :** দীর্ঘকালীন আর্থিক বিনিয়োগে সুফল পেতে পারেন। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। **সিংহ :** নিজের শ্রম, বুদ্ধির দ্বারা কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর পেতে পারেন। আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি। **কন্যা :** পথেঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। বাবা-মায়ের পরামর্শে সংসারে শান্তি ফিরবে। একাধিক উপায়ে আয়ের সম্ভাবনা। **তুলা :** সামান্য ভুলে প্রচুর অর্থ নষ্ট হতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। **বৃশ্চিক :** বিকেলের পর বাড়িতে আত্মীয় সমাগম। কর্মক্ষেত্রে আশাতীত সাফল্য পেতে পারেন। **ধনু :** কোনও সহৃদয় ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হতে পারে। জরুরি কাগজপত্র বাইরের কাউকে দেখাবেন না। **মকর :** সামান্য অলসতায় কোনও বহুজাতিক কোম্পানিতে সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণায় সাফল্য পাবেন। **কুম্ভ :** বন্ধুর দ্বারা আর্থিক প্রতারণার শিকার হতে পারেন। সন্তানের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটবে। **মীন :** পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ মেটার সম্ভাবনা আছে। অতি সাহসে কোনও কাজে বাধা পড়তে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩ আষাঢ় ১৪৩২, ভাঃ ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৮ জুন, ২০২৫, ৩ আহার, সংবৎ ৭ আষাঢ় বদি, ২১ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।২২। বুধবার, সপ্তমী দিবা ১০।৩৩। পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ৯।৫৪। প্রীতিযোগ দিবা ৬।৭ পরে আয়ুষ্মানযোগ রাত্রি ৩।৩৩। ববকরণ দিবা ১০।৩৩ গতে বালবকরণ রাত্রি ৯।৩৪ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, অপরাহ্ণ ৪।১০ গতে মীনরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ৯।৫৪ গতে অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে-ত্রিপাদদোষ, দিবা ১০।৩৩ গতে দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ৯।৫৪ গতে দোষ নাই। কালবেলাদি ৮।১৭ গতে ৯।৫৮ মধ্যে ও ১১।৩৯ গতে ১।১৯ মধ্যে। কালরাত্রি ২।১৭ গতে ৩।৩৬ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৬।৫৭ গতে বায়ুকোণে নৈর্ঋতেও নিষেধ, দিবা ১০।৩৩ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যরোপণ ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ১০।৩৩ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪২ গতে ১১।১৫ মধ্যে ও ১।৫৫ গতে ৫।২৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।৫৫ মধ্যে ও ১২।৩ গতে ১।২৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ৩ C 3 ১৮ জুন ২০২৫

অসমাপ্ত পথে দুর্ভোগ

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

পূর্ব বাকলায় বন্ধ রয়েছে রাস্তার কাজ।

বক্সিরহাট, ১৭ জুন : বছরখানেক আগে রাস্তার কাজের সূচনা হয়েছিল মহিষকুচি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব বাকলা গ্রামে। বাসিন্দারা ভেবেছিলেন, অবশেষে পাঁচ দশকের দুর্ভোগ মিটবে। কিন্তু রাস্তায় পাথর বিছানোতেই কাজের ইতি! গত এক বছর ধরে ওই কাজের বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থার কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এদিকে, পাথরের রাস্তা দিয়ে যাতায়াতে হোঁচট খাচ্ছেন এলাকাবাসী। ঠিকাদারের সাফাই, আর্থিক অনটনের জেরে কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। এলাকাবাসীর অসুবিধার কথা জেনেও, কেন সংস্থার লাইসেন্স বাতিল করে নতুন করে রাস্তার টেন্ডার দেওয়া হল না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা।

তুফানগঞ্জ-২'এর বিডিও দালাকি লামা বলেন, 'কাজ বন্ধের কারণ জানতে ঠিকাদারি সংস্থাকে শোকজ করা হয়েছিল। বরাদ্দের টাকা এখনও ছাড়া হয়নি। কাজ শুরু করতে ওই ঠিকাদারি সংস্থার সঙ্গে কথা বলব। দ্রুত কাজ শুরু না হলে বিকল্প ব্যবস্থা করা হবে।' গত বছর অগাস্টে পথশ্রী প্রকল্পে বাকলার মাঝিপাড়া থেকে মহিষকুচি বালাবাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পাকা করার কাজের সূচনা হয়। তুফানগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির তরফে বরাদ্দ হয় ২৯ লক্ষ ৫০ হাজার ৩২৯ টাকা। সেই কাজের বরাত পায় স্থানীয় এক এজেন্সি। বছরখানেক আগে রাস্তাটিতে পাথর বিছানো হয়। গ্রামবাসী বীরেশ বর্মন বলেন, 'পাথর বিছানো পর্যন্তই কাজ হয়েছে। তাছাড়া কিছু হয়নি। এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতে প্রচণ্ড ভোগান্তি হচ্ছে।' আরেক বাসিন্দা দীনেশ বর্মনের মন্তব্য, 'রাস্তায় শুধু পাথর ফেলেই কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে কেন, বুঝতে পারছি না। তারপর থেকে আর ঠিকাদারি সংস্থার কাউকে দেখাও যাচ্ছে না এলাকায়। পাথর বিছানো রাস্তা দিয়ে বাইক, সাইকেল নিয়ে চলাচলে খুবই সমস্যা, টোটোচালকরা ঢুকতে চান না ওই রাস্তায়।'

বাকলা বাজার বা মহিষকুচি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যাওয়ার একমাত্র রাস্তাও এটি। পাথর বিছানোর আগে কাঁচা রাস্তার জন্য ভোগান্তি পোহাতে হত। এখন পাথর বিছিয়ে দেওয়ার পর চলাচল করতে গিয়ে হোঁচট খেতে হচ্ছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন স্থানীয়রা।

এই রাস্তায় পড়ে একটি প্রাথমিক এবং হাইস্কুল। ফলে রোজ এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হয় শতাধিক পড়ুয়াকে। মাঝেমধ্যেই পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ছে তারা, বড়রাও বাদ যাচ্ছেন না। এমনটাই অভিযোগ গ্রামবাসী জহিরউদ্দিন মিয়াঁর। দ্রুত কাজ শুরু না হলে বর্ষায় ভোগান্তি বাড়বে বলে আশঙ্কা করছেন তিনি।

যদিও ঠিকাদারি সংস্থার কর্ণধার রাজু দাসের কথায়, 'বলা হয়েছিল কাজ সম্পন্ন হলেই টাকা মিলবে। আমি সাংসারিক অশান্তিতে ভুগছি এবং আর্থিক অনটনের জেরে পাথর বিছানোর পর নতুন করে আর কাজ শুরুই করতে পারিনি।' বিডিওর তরফে তাঁকে শোকজ করা হয়। সেই চিঠির জবাবও তিনি দিয়েছেন বলে জানান ঠিকাদার।

বন্ধ কাজ

- গত বছর অগাস্টে পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা পাকা করার কাজের সূচনা হয়েছিল
- তুফানগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির তরফে বরাদ্দ হয় ২৯ লক্ষ ৫০ হাজার ৩২৯ টাকা
- সেই কাজের বরাত পায় স্থানীয় এক এজেন্সি
- বছরখানেক আগে রাস্তাটিতে পাথর বিছানো হয়
- তারপর থেকে ওইভাবেই পড়ে আছে, কাজ আর এগোয়নি

চোর সন্দেহে গণধোলাই

শীতলকুচি, ১৭ জুন : শীতলকুচি ব্লকের আবুয়ারপাথার গ্রামে মঙ্গলবার চোর সন্দেহে দুই ব্যক্তিকে গণধোলাই দিল স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগ, গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে ঘুরে ঘুরে তারা ঝাড়ফুঁক ও তাবিজ বিক্রির চেষ্টা করছিল। তাতেই সন্দেহ হয় বাসিন্দাদের। ব্যাংডাকি গ্রামের বেশ কিছু বাড়িতেও ওই দুই ব্যক্তি ঢোকে বলে অভিযোগ। পরে শীতলকুচি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের আটক করে থানায় নিয়ে আসে। ওই দুই ব্যক্তির নাম খালবুল ইসলাম ও তাহেজুল হক। বাড়ি ধূপগুড়িতে।

আবুয়ারপাথার গ্রামের বাসিন্দা স্বপন আচার্য বলেন, 'আমার বাড়িতে ওরা বাইক নিয়ে আসে। তাদের চালচলনে সন্দেহ হওয়ায় আটক করি। কথায় অসংগতি থাকায় বাসিন্দারা মারধর করে।' ধৃত খালবুল যদিও বলেন, 'ওই বাড়ির লোক আগে পাথর নিয়েছিল। তাই খোঁজ নিতে এসেছিলাম। কিন্তু তিনি লোকজন ডেকে আমাদের মারেন।' শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি হোড়োর বক্তব্য, 'সন্দেহভাজনভাবে কেউ এলাকায় ঘোরাঘুরি করলেই হুজুগে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া ঠিক নয়। সেক্ষেত্রে পুলিশে খবর দেওয়া উচিত।'

নার্সদের জন্য স্কুটার-এসি-ওয়াটার পিউরিফায়ার

টেন্ডারের প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণার ফাঁদ

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৭ জুন : ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের নার্সদের দেওয়া হবে স্কুটার। ঘরে বসবে এসি-ওয়াটার পিউরিফায়ার। খুব গোপনে নাকি কয়েক লক্ষ টাকার এমন টেন্ডার হয়েছে। এই টেন্ডার পেতে গেলে নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে পাঠাতে হবে মাত্র ১৯ হাজার টাকা। এমন কথা বলে কয়েকদিন ধরে ফোন যাচ্ছিল ডিলারদের কাছে। ফালাকাটা বাদেও ফোন যায় কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারে ব্যবসায়ীদের কাছেও। কিন্তু ডিলাররা বিষয়টি নিয়ে সরাসরি হাসপাতালে যোগাযোগ করলেই পর্দা ফাঁস হয়ে যায়। ভুয়ো টেন্ডারের প্রলোভন দেখিয়ে একটি প্রতারণাচক্র মোটা টাকা হাতানোর ফন্দি এঁটেছিল বলেই প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ফালাকাটা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে।

আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের থেকে একটি নির্দিষ্ট অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি আমরা গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করছি।' ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার শুভাশিস শী বলেন, 'আমাদের সঙ্গে অনেক ব্যবসায়ী স্কুটার, এসি, ওয়াটার পিউরিফায়ারের টেন্ডারের বিষয়ে যোগাযোগ করেন। কিন্তু আমরা তাঁদের স্পষ্ট জানিয়েছি, স্বাস্থ্য দপ্তরের সবকিছু কেন্দ্রীয়ভাবেই টেন্ডার হয়। কিন্তু পরে বুঝতে পারি স্বাস্থ্য দপ্তরের নাম ব্যবহার করে কেউ বা কারা প্রতারণার ফাঁদ পেতেছে। তাই আমরা থানায় লিখিত অভিযোগ করি'।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, 'দিন কয়েক ধরেই তাদের সঙ্গে ফালাকাটা, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারে বেশ কিছু ডিলার, ব্যবসায়ী যোগাযোগ করছেন। তাদের নাকি দুটি নির্দিষ্ট নম্বর থেকে ফোন করে হাসপাতালে গোপন টেন্ডারের বিষয়ে বলা হচ্ছে। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে কর্মরত নার্সদের নাকি একেবারে আশাকর্মীদের মতো স্কুটার দেওয়া হবে। তাঁদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য এই স্কুটার দেওয়া হবে। এছাড়া নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের ঘরে বসানো হবে এসি এবং পানীয় জলের জন্য ওয়াটার পিউরিফায়ার। এজন্য নাকি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ গোপনে কয়েক লক্ষ টাকার টেন্ডার দিয়েছে। এই টেন্ডার পাইয়ে দেওয়ার নাম করেই দুটি নম্বর থেকে ফোন আসে। কোনও ব্যবসায়ীকে এসির জন্য, কাউকে স্কুটার আবার কাউকে বলা হয় ওয়াটার পিউরিফায়ারের টেন্ডার পাইয়ে দেওয়া হবে।

> আমাদের সঙ্গে অনেক ব্যবসায়ী স্কুটার, এসি, ওয়াটার পিউরিফায়ারের টেন্ডারের বিষয়ে যোগাযোগ করেন। কিন্তু আমরা তাঁদের স্পষ্ট জানিয়েছি, স্বাস্থ্য দপ্তরের সবকিছু কেন্দ্রীয়ভাবেই টেন্ডার হয়। কিন্তু পরে বুঝতে পারি স্বাস্থ্য দপ্তরের নাম ব্যবহার করে কেউ বা কারা প্রতারণার ফাঁদ পেতেছে। তাই আমরা থানায় লিখিত অভিযোগ করি।
>
> **শুভাশিস শী** সুপার, ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল

ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, তাঁদের বলা হয় একেকটি সামগ্রীর বরাত পেতে গেলে তাদের দেওয়া অ্যাকাউন্ট নম্বরে মাত্র ১৯ হাজার ৫০০ টাকা পাঠাতে হবে। তা হলেই তিনি হাসপাতালের টেন্ডার পেয়ে যাবেন। এই টোপেই পা দেয় আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকার একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। ওই কোম্পানির কর্ণধার মিঠু আগরওয়াল বলেন, 'ফালাকাটার হাসপাতালে স্কুটির জন্য গোপন টেন্ডারের কথা আমাকে জানানো হয়। এর জন্য আমাকে একটি অ্যাকাউন্ট নম্বরও দেওয়া হয়। আমি প্রায় ৩৮ হাজার টাকার একটি ডিসিআরও কাটি। কিন্তু টাকা জমা করার আগে হাসপাতালে খোঁজ নিই। পরে বুঝতে পারি যে কোনও প্রতারণাচক্রের খপ্পরে পড়তে চলেছিলাম। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতাতেই বেঁচে যাই।' কোচবিহারের একটি স্কুটারের শোরুমের মালিক দেবাশিস সরকার বলেন, 'গত শুক্রবার হাসপাতাল সুপারের নাম করে আমার কাছে ফোন আসে। বলা হয় ২৮টি স্কুটি লাগবে। আমি দিতে পারব কি না। একটি গোপন টেন্ডারের কথাও বলা হয়। তবে বিষয়টি নিয়ে আমার সন্দেহ হওয়ায় আমি আমার ডিলার এবং সুপারের সঙ্গে যোগাযোগ করি। পরে বুঝতে পারি টাকা হাতাতেই একটি চক্র আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করছিল।'

এদিকে স্বাস্থ্য দপ্তরে বিভিন্ন সময় টেন্ডার দুর্নীতির খবর পাওয়া যায়। যদিও এখন বেশিরভাগ টেন্ডারই হচ্ছে কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইনে। এতে দুর্নীতি অনেকটাই কমানো গিয়েছে বলেই স্বাস্থ্য দপ্তর দাবি করেছে। তবে ফালাকাটায় ভুয়ো টেন্ডারের প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণা এটা একেবারেই নতুন বলেই স্বাস্থ্য দপ্তর মনে করছে। পুলিশ মনে করছে, যেভাবে প্রতারকরা ছক কষে নেমেছে তাতে মনে হচ্ছে এর জাল বহুদূর বিস্তৃত। তবে পুলিশ অভিযোগ পাবার পরেই তদন্তে নেমেছে।

জগন্নাথ মন্দিরের জন্য জমি দান

হলদিবাড়ি, ১৭ জুন : বালাডাঙ্গা-শিমুলতলি রথযাত্রা কমিটি সোমবার জগন্নাথ মন্দির তৈরির জন্য বৈঠক করল। মন্দির তৈরির প্রয়োজনীয় জমি দান করার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন কমিটির এক বরিষ্ঠ সদস্য আনন্দ সরকার। সম্প্রতি দিঘায় জগন্নাথধামের উদ্বোধন করা হয়েছে। তাতেই অনুপ্রাণিত হয়ে হলদিবাড়ি ব্লকে প্রথম জগন্নাথ মন্দির তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে বালাডাঙ্গা-শিমুলতলি রথযাত্রা কমিটি। কমিটির সভাপতি অরুণ সরকার বলেন, 'এখানের রথযাত্রা এবার ৫৫তম বর্ষে পদার্পণ করবে। মেলা শেষ হলে দান করা জমিতে জগন্নাথ মন্দির গড়ে তোলার কাজ শুরু করা হবে। এর জন্য বাসিন্দাদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করা হবে।'

রথযাত্রাকে ঘিরে এলাকায় ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে সাজোসাজো রব। সাজানো হচ্ছে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার রথ। বালাডাঙ্গা-শিমুলতলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠেই মেলার আয়োজন করা হয়। রথযাত্রা কমিটির সম্পাদক মানবেন্দ্রনাথ মণ্ডল বলেন, 'বাংলাদেশের ঢাকা জেলার ধামরাইয়ের অনুকরণে আজও এখানে রথযাত্রা উৎসবের আয়োজন করা হয়। সেখানকার মহারাজা এই মেলার সূচনা করেন। দেশ ভাগের পর ওই এলাকার প্রচুর মানুষ এপারে এসে এই এলাকায় বসবাস শুরু করেন।' স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, মুল্লুকচান মণ্ডল, দয়াল সরকার, সর্বমোহন মণ্ডল, ধেনুরাম সরকারদের উদ্যোগেই ধামরাইয়ের রথের অনুকরণে প্রতিবছর রথযাত্রার আয়োজন করা হয়। বর্তমানে এরা সকলেই মৃত বলে জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

ঘনঘটা।। দিনহাটা শহরে ভাস্কর সেহানবিশের তোলা ছবি। মঙ্গলবার।

ট্রাফিক পুলিশকে সামগ্রী বিতরণ

মাথাভাঙ্গা, ১৭ জুন : কোচবিহার জেলা পুলিশের উদ্যোগে মঙ্গলবার মাথাভাঙ্গা থানায় ট্রাফিক পুলিশকর্মীদের হাতে তাঁদের ব্যবহারের জন্য ছাতা, রেইনকোট তুলে দেওয়া হয়। মাথাভাঙ্গা জোনের ৬টি থানার ট্রাফিক ওসি এবং সিভিক ভলান্টিয়ারদের হাতে ওই সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। এদিন এই কর্মসূচিতে মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই, ট্রাফিক ডিএসপি অঙ্কুর সিংহ রায়, মাথাভাঙ্গা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সমরেন হালদার সহ অন্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই বলেন, 'কোচবিহার জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে ৩০টি সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।'

কাফ সিরাপ সহ গ্রেপ্তার ১

সিতাই, ১৭ জুন : আদাবাড়িঘাট এলাকার গাড়ানাটা গ্রামে একটি বাড়ি থেকে সোমবার ৪০টি বস্তায় ভর্তি করা প্রায় ১২ হাজার বোতল কাফ সিরাপ উদ্ধার করল স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের শিলিগুড়ি ইউনিট। লতিফ মিয়াঁ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে সিতাই পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

চা বাগান বন দপ্তরের জমিতেই : গৌতম

শিলিগুড়ি, ১৭ জুন : তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের মধুরভাষা অঞ্চলে বিতর্কিত চা বাগান আসলে বন দপ্তরের জমির ওপরে ছিল বলে দাবি করলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। ওই জমি দখল করে অবৈধভাবে চা বাগান করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। তাই ভারতীয় বন আইন অনুযায়ী ওই ১০ বিঘা জমি রাজ্য বন দপ্তর অধিগ্রহণ করেছে বলে দাবি তাঁর। মঙ্গলবার শাসকদলের হয়ে শিলিগুড়িতে পূর্ত দপ্তরের ইনস্পেকশন বাংলোয় সাংবাদিক বৈঠক করেন গৌতম। সেখানে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এবং দার্জিলিং জেলা আইএনটিটিইউসির সভাপতি নির্জল দে ছিলেন। বৈঠক থেকে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষকে আক্রমণ করেন গৌতম। উত্তরবঙ্গে পাহাড় ও ডুয়ার্স মিলিয়ে পাঁচটি চা বাগান কেন্দ্রের নজরদারিতে থাকা সংস্থার অধীনে থাকলেও সেগুলি দৈন্যদশায় রয়েছে বলে দাবি গৌতমের।

অবস্থান বিক্ষোভ

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জুন : 'পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ নয়, চাই মুক্ত প্যালেস্তাইন', এই স্লোগানকে সামনে রেখে সোমবার বিকেলে আলিপুরদুয়ারে পালিত হল জাতীয় প্যালেস্তাইন সংহতি দিবস। এদিন মাধব মোড় সংলগ্ন গান্ধিমূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ অবস্থানে শামিল হল বামপন্থী বিভিন্ন সংগঠন। প্যালেস্তাইনের প্রতি আন্তর্জাতিক সহমর্মিতা জানিয়ে ব্যানার, প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে কর্মসূচিতে অংশ নেন দলীয় নেতা-কর্মীরা।

দন্ত বিভাগের পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১৭ জুন : দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের একজন মাত্র দাঁতের ডাক্তার উচ্চশিক্ষার কোর্স করতে যাওয়ায় দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল এই বিভাগ। তবে কয়েকমাস আগে গোসানিমারি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এক চিকিৎসক আসায় সেই বিভাগ পুনরায় খুলছে। যদিও হাসপাতাল সূত্রে খবর, এই বিভাগে দুজন স্থায়ী ডাক্তার থাকার কথা থাকলেও সেই জায়গায় বর্তমানে একজনও স্থায়ী চিকিৎসক নেই। এক অস্থায়ী চিকিৎসক সপ্তাহে তিনদিন করে বসছেন। তাতে রোগীদের সমস্যা যে মিটেছে, তা নয়। রোগীদের অভিযোগ, দাঁতের সাধারণ চিকিৎসা হলেও দাঁত তোলা হচ্ছে না। আরও অভিযোগ, সপ্তাহে তিনদিন মাত্র চিকিৎসক বসছেন, ফলে বাকি দিনে সমস্যা হলে ভরসা বাইরের চেম্বারগুলি। বিশেষ করে দাঁতের মতো ব্যয়বহুল চিকিৎসা বাইরে করাতে গিয়ে অনেক রোগীই বিপাকে পড়ছেন।

ভুক্তভোগী দিনহাটা শহরের ঝুড়িপাড়ার বাসিন্দা পুলিনচন্দ্র সরকার বলেন, 'দু'দিন আগে দাঁত তুলতে গেলে চিকিৎসক জানান মেশিন বিকল রয়েছে, তাই আর দাঁত তোলা হয়নি। সরকারি মেশিন থাকার পরেও দাঁত তোলা যাচ্ছে না, তাহলে এরকম পরিষেবা থেকে লাভ কী?' মঙ্গলবার দাঁতের ব্যথা নিয়ে আসা শ্যামল রায়ের কথায়, 'আজ দাঁতের ডাক্তার বসেননি। ফলে বাইরে দেখিয়ে নিই। পরবর্তীতে শুনতে পাই উনি তিনদিন বসেন। প্রশ্ন জাগছে, ওই তিনদিন ছাড়া অন্যদিন সমস্যা হলে রোগীরা তাহলে কোথায় যাবেন? বিশেষ করে যাঁরা আর্থিকভাবে সচ্ছল নন, তাঁদের ক্ষেত্রে এটা বিরাট সমস্যা।' তাই প্রতিদিন যাতে সময়মতো চিকিৎসক বসে এ বিষয়ে হাসপাতাল প্রশাসনের নিশ্চিত করা দরকার বলে বক্তব্য তাঁর।

যদিও হাসপাতাল সুপার রণজিৎ মণ্ডল দাঁত না তোলার অভিযোগ মানতে চাননি। তিনি বলেন, 'মেশিন বিকল নেই। সপ্তাহে তিনদিন বসা অস্থায়ী চিকিৎসক দাঁত তুলছেন। তবে দাঁতের কিছু আধুনিক চিকিৎসা করা হয় না।' তাঁর সংযোজন, দন্ত বিভাগে দুজন স্থায়ী চিকিৎসকের আসন থাকলেও বর্তমানে একজনও নেই। তবে গত কয়েকমাস থেকে একজন চিকিৎসক অস্থায়ীভাবে সংশ্লিষ্ট বিভাগে বসায় কিছুটা সমস্যা মিটেছে।

হাসপাতাল সুপার রণজিৎ মণ্ডল বলেন, 'আমরা চিকিৎসক সংকটের বিষয়টি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে জানিয়েছি। সংশ্লিষ্ট বিভাগে স্থায়ী চিকিৎসক এলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

চিকিৎসক আসেননি। দন্ত বিভাগের সামনে রোগীদের অপেক্ষা।

বধূকে ধর্ষণ

শামুকতলা, ১৭ জুন : প্রতিবেশী বধূকে বাড়িতে একা পেয়ে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল এক তরুণের বিরুদ্ধে। শামুকতলা থানা এলাকার ঘটনা। অভিযুক্ত পলাতক। এই ঘটনার পর বধূর স্বামী তাঁকে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। নির্যাতিতা বধূ বাপের বাড়িতে আশ্রয় নেন। সেখান থেকেই গত সোমবার তিনি অভিযুক্ত তরুণের বিরুদ্ধে শামুকতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে শামুকতলা থানার পুলিশ মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ওই তরুণের খোঁজে তল্লাশি শুরু করা হয়েছে।

স্মারকলিপি

দিনহাটা, ১৭ জুন : শুকারুরকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা মঙ্গলবার ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে থরাইখানা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সংস্কারের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করেন। তাঁদের অভিযোগ, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। এদিনের স্মারকলিপিতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জরুরি সংস্কার, পর্যাপ্ত সংখ্যক চিকিৎসক, নার্স নিয়োগের পাশাপাশি ২৪ ঘণ্টা জরুরি স্বাস্থ্যসেবা চালুর মতো একাধিক দাবি তুলে ধরা হয়। বামনহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাস্থ্য আধিকারিক মানস দাসের কথায়, 'গ্রামবাসীদের অভিযোগ ও দাবি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।' তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবেন বলে আশ্বাস দেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা পূর্ণিমা সর্দার - কে 28.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 56C 18357 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমি প্রায়শই ডিয়ার লটারির মাধ্যমে অনেককে কোটিপতি হওয়ার খবর শুনেছি কিন্তু আমি কোনদিন কল্পনা করতে পারিনি এটি আমার সাথে ঘটবে। একদিন আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলাম, কারণ টিকিটের মূল্য খুবই স্বল্প ছিল এবং বর্তমানে আমি একজন কোটিপতি, প্রথম পুরস্কার জয়লাভের মধ্য দিয়ে। আমার জীবনে এমন একটি পরিবর্তন ঘটানোর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ফের ট্রাকের দৌরাত্ম্যে আতঙ্ক চ্যাংরাবান্ধায়

চ্যাংরাবান্ধা, ১৭ জুন : বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য চ্যাংরাবান্ধায় ট্রাকের যাতায়াত লেগেই থাকে। কিন্তু সময় না মেনে অবৈধভাবে ট্রাক পার্কিংয়ে ঢোকানোর জন্য আকছার দুর্ঘটনা ঘটছে। সোমবার প্রায় রাত ৩টা নাগাদ মেখলিগঞ্জ ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের সামনে একটি ট্রাক ইলেক্ট্রিক পোলে ধাক্কা মেরে গুঁড়িয়ে দেয়। যে কারণে অফিসের অনলাইন পরিষেবা ব্যাহত হয়। পরবর্তীতে বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে পোলটি মেরামত করা হয়। এশিয়ান হাইওয়ের উপর ট্রাকের এই দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে চ্যাংরাবান্ধা বিবেকানন্দপাড়ার বাসিন্দাদের জীবন।

স্থানীয় বাসিন্দা দীপক গুহ বলেন, 'কিছুদিন আগেই রাতে আমাদের এখানে একটি বাড়িতে ট্রাক ধাক্কা মেরেছিল। তা নিয়ে আমরা মেখলিগঞ্জ ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও আজ অবধি কোনও পদক্ষেপ করেনি প্রশাসন। যেভাবে ট্রাকগুলি চলাচল করে রাতে আমরা ঘুমোতে পারি না।' তাঁর সংযোজন, রাস্তার নর্দমা থেকে ডিভাইডার সমস্তকিছু নষ্ট করে দিচ্ছে নিয়ম না মেনে চলা ট্রাকগুলি। যেখানে ভোরের দিকে টার্মিনাসে ট্রাক ঢোকানোর নিয়ম রয়েছে, সেখানে পুলিশ থাকলেও ট্রাকের এত বাড়বাড়ন্ত কেন, প্রশ্ন তুলেছেন দীপক।

মেখলিগঞ্জে এসডিপিও আশিস পি সুব্বা বলেন, 'আমাদের নিয়মিত নজরদারি চলে। তারপরও কেন এরকম হচ্ছে তা খোঁজ নিয়ে দেখা হবে। যে ট্রাক এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সেটিকে আমরা আটক করেছি। তবে চালক পলাতক, তার খোঁজ চলছে।'

ট্রাকের ধাক্কায় হেলে গিয়েছে খুঁটি।

ইয়াবায় আসক্তি বাড়ছে তরুণদের

পাচারকারীদের দৌরাত্ম্য ঠেকাতে নজরদারি বাড়ানোর দাবি

মাদকের কারবার

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৭ জুন : কোচবিহারের তরুণ প্রজন্মের একটি বড় অংশ ইয়াবা ট্যাবলেটে আসক্ত হয়ে পড়ছে। প্রায় সাত-আট বছর ধরে কোচবিহারকে করিডর করে ইয়াবা ট্যাবলেট পাচার চলছে। সেই পাচারের ফাঁকে প্রচুর ইয়াবা ট্যাবলেট কোচবিহারের অলিগলিতে ছড়িয়ে পড়ছে। সেখান থেকে নানা চক্রের মাধ্যমে সেই ট্যাবলেট তরুণ প্রজন্মের হাতে পৌঁছাচ্ছে। সম্প্রতি বেশ কয়েকটি ঘটনায় পুলিশ ও গোয়েন্দাদের হাতে এরকম চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। সোমবার রাতে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে লক্ষাধিক টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছে। সেইসঙ্গে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। মঙ্গলবার পুলিশ সুপারের দপ্তরে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কৃষ্ণগোপাল মিনা সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সেখানে তিনি বলেন, 'দিনহাটার শুকারুরকুঠির বাসিন্দা জাহিদুল আলি ও তুফানগঞ্জের বলরামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শৌলধুকড়ির বাসিন্দা জাহিদুল মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শৌলধুকড়ি এলাকায় ইয়াবা ট্যাবলেট পাচারের সময় ওই দুজনকে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ হাতেনাতে ধরে। জাহিদুল মণ্ডল অসম থেকে ইয়াবা ট্যাবলেট নিয়ে এসেছিল। তুফানগঞ্জের জাহিদুল আলিকে সেগুলি হস্তান্তর করার সময় পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে।' ১৭০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট পাওয়া গিয়েছে। যার বাজারমূল্য ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। এছাড়া ধৃতদের কাছ থেকে দুটি মোবাইল ফোন ও নগদ চার লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে।

কোচবিহার পুলিশ সুপারের অফিসে সাংবাদিক বৈঠক। মঙ্গলবার। -জয়দেব দাস

পুলিশ ও গোয়েন্দা সূত্রে খবর, মায়ানমার ও বাংলাদেশে ইয়াবা ট্যাবলেটের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। নেশার জন্য তাদের অন্যতম মাধ্যম হালকা গোলাপি রঙের ছোট এই ট্যাবলেট। তবে মায়ানমার, বাংলাদেশ ছাড়িয়ে বর্তমানে শিলিগুড়ি, কলকাতা সহ বড় শহরগুলিতে ইয়াবা ট্যাবলেট পাচারের জাল ছড়িয়েছে। চাহিদার কথা মাথায় রেখে পাচারকারীরাও ইয়াবা ট্যাবলেট নিয়ে 'ব্যবসা'-য় নেমেছে। তবে শুধু পাচার নয়, বর্তমানে নেশার কাজেও যে ইয়াবা ট্যাবলেট ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তা পুলিশও স্বীকার করে নিয়েছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের (সদর) কথায়, 'পাচারকারীরা ছোট ছোট নেটওয়ার্ক তৈরি করে এই কাজগুলি করে। আমরা এরকম অনেক পাচারকারীকে ধরেছি। পাচারকারীদের সঙ্গে আর কারা জড়িত ছিল তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা করা হয়েছে।'

বর্তমানে পরিস্থিতি এমন যে পাচার রুখতে পুলিশের পাশাপাশি স্পেশাল টাস্ক ফোর্সকেও ময়দানে নামতে হয়েছে। অসম-বাংলার আন্তঃরাজ্য সীমানা ও ভারত-বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে প্রচুর ইয়াবা ট্যাবলেট মিলেছে।

তবে সব ইয়াবা ট্যাবলেট কি শুধু পাচারের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে? পুলিশ জানিয়েছে, কোচবিহার দিয়ে পাচারের সময় অনেক ইয়াবা ট্যাবলেট এখানে থেকে যাচ্ছে। ব্রাউন সুগারের পাশাপাশি ইয়াবা ট্যাবলেট চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। এক-একটি ট্যাবলেট ১০০-২৫০ টাকা দামে বিক্রি হয়। নেশার চক্র বন্ধ করতে পুলিশের তরফে নিয়মিত অভিযান ও ধরপাকড় চলে বলে দাবি করা হয়েছে। পুলিশি নজরদারি আরও বাড়ানো প্রয়োজন বলে সাধারণ মানুষ মনে করছেন।

চিন্তার কারণ

- কোচবিহার দিয়ে পাচারের সময় অনেক ইয়াবা ট্যাবলেট এখানে থেকে যাচ্ছে
- নানা চক্রের মাধ্যমে সেই ট্যাবলেট তরুণ প্রজন্মের হাতে পৌঁছাচ্ছে
- ব্রাউন সুগারের পাশাপাশি ইয়াবা ট্যাবলেট চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে

টুকরো খবর

ধর্না

মাথাভাঙ্গা, ১৭ জুন : স্ত্রীর মর্যাদার দাবিতে মঙ্গলবার মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের ছাট জোরপাটকি এলাকায় এক তরুণের বাড়িতে ধর্নায় বসেন এক তরুণী। শেষে পুলিশ এসে ওই তরুণীকে থানায় নিয়ে যায়। দুই পরিবারের সদস্যদের নিজেদের মধ্যে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেন আইসি হেমন্ত শর্মা।

বছরদুয়েক আগে ওই তরুণের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয় তরুণীর। তাঁরা বিয়েও করেন। এমনকি বাড়িতে না জানিয়ে দুজন হায়দরাবাদে কাজ করতে চলে যান। সেই সময় থানায় নিখোঁজের মামলা দায়ের হয়েছিল। এরপর বাড়িতে ফিরেও আসেন তাঁরা। তরুণীর অভিযোগ, ফেরার পর থেকে তাঁকে স্ত্রীর যোগ্য মর্যাদা দিচ্ছেন না ওই তরুণ। ঘটনাটি নিয়ে সালিশি সভাও বসে। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। অভিযুক্ত তরুণের বাবা মোস্তফা মিয়াঁ বলেন, 'ছেলেকে মেয়ের বাড়ির লোকেরাই ফুসলিয়ে হায়দরাবাদে যেতে বাধ্য করেছিল।'

রথ দর্শন

চ্যাংরাবান্ধা, ১৭ জুন : হরিদ্বারের শান্তিকুঞ্জ থেকে অখণ্ড জ্যোতি কলস রথযাত্রা সোমবার হলদিবাড়ি হয়ে চ্যাংরাবান্ধায় পৌঁছায়। বাজার কালীবাড়িতে বিশেষ আরতির পর রথটি নতুন হনুমান মন্দির হয়ে বিন্নাগুড়ির উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে। রথটি দেখতে ভক্তরা ভিড় করেন। কালীবাড়ির পূজারি পবনকুমার ঠাকুর বলেন, 'গায়ত্রী কুণ্ডের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে অখণ্ড জ্যোতি নিয়ে সারা ভারতে ২৭টি রথ পরিক্রমা করবে। যাত্রা শেষে ফিরে যাবে হরিদ্বারে।'

শোকমিছিল

চ্যাংরাবান্ধা, ১৭ জুন : চ্যাংরাবান্ধা বাজারে মঙ্গলবার শোকমিছিল করল চারটি শ্রমিক সংগঠন। সিটু, আইএনটিইউসি, আইএনটিটিইউসি ও টিইউসিসি সদস্যরা ওই মিছিলে অংশ নেন। আইএনটিইউসি নেতা লুৎফর রহমান বলেন, 'শ্রমিক সালাম মহম্মদ রবিবার রাতে বার্ধক্যজনিত কারণে মারা যান। তাঁর স্মৃতিতেই এই শোকমিছিল।'

মোহনের মৃত্যু

কোচবিহার, ১৭ জুন : বাণেশ্বরের ঐতিহ্যবাহী শিবদিঘিতে মঙ্গলবার ফের মৃত্যু হল এক মোহনের। বাণেশ্বর মোহন রক্ষা কমিটির তরফে বিষয়টি বন দপ্তরকে জানানো হলে তারা মোহনের দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

সিতাই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এই জলাধার থেকে মেলে না জল।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অমিল পানীয় জল

অমৃতা দে

সিতাই, ১৭ জুন : গোদের ওপর বিষফোড়া হয়তো একেই বলে। ৩০ বেডের সিতাই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিস্থিতি অনেক আগে থেকেই বেহাল হয়ে পড়ে ছিল। এই পরিস্থিতিতেই এখানে কোনওভাবে চিকিৎসা পরিষেবা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তবে গত কয়েক বছর হল এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পানীয় জলের সমস্যাও প্রকট হয়েছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিস্রুত পানীয় জলের অভাবে অনেকেই সমস্যায় পড়েছেন। বাধ্য হয়ে এখানে ভর্তি হওয়া রোগী ও তাঁদের আত্মীয়পরিজনদের বাইরে থেকে পরিস্রুত পানীয় জল কিনে খেতে হচ্ছে। সমস্যা মেটানো হবে বলে অবশ্য কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছে। কোচবিহার জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রিকুমার আড়ি বললেন, 'সমস্যার বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হবে। কোনও সমস্যা থাকলে সেগুলি মেটানোর চেষ্টা করা হবে।'

সিতাই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপর এখানকার বাসিন্দাদের একটি বড় অংশ নির্ভর করেন। চিকিৎসা পরিষেবার জন্য সিতাইয়ের পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দাদের কাছে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ভরসার বড় জায়গা। কিন্তু দিনকে দিন এখানকার পরিকাঠামো যেভাবে বেহাল হয়ে পড়ছে তাতে অনেকেই সমস্যায় পড়েছেন। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জলের জন্য একটি জলাধার রাখা থাকলেও দীর্ঘদিন ধরেই সেটা বেহাল এবং অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ফলে ওই জলাধার থেকে সহজে জল মেলে না। স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে পরিস্রুত পানীয় জলের একটি মেশিন থাকলেও দীর্ঘদিন ধরে সেটিও খারাপ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ফলে সেটি থেকেও পানীয় জল পাওয়া যায় না। এই পরিস্থিতিতে এখানকার রোগী ও তাঁদের আত্মীয়স্বজনরা খুবই সমস্যায় পড়েছেন। পরিস্থিতির চাপে পড়ে তাঁদের বাইরে থেকে জল কিনে খেতে হচ্ছে। তবে যাঁদের আর্থিক সংগতি কম, তাঁদের ভোগান্তি বাড়ছে। অনেকে প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বেশি পরিমাণে পানীয় জল নিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু এভাবে বেশি করে জল আনতে গিয়ে অনেকেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছেন।

এক রোগীর আত্মীয় শিবনাথ রায় বললেন, 'চিকিৎসাকেন্দ্রে এমন ভোগান্তির কথা চিন্তাই করা যায় না। জলের অভাবে এভাবে দুর্গতিতে পড়ার বিষয়টিও সহজে মেনে নেওয়া যায় না।' তাঁর সুরে আরও অনেকেই সরব হন। স্থানীয় বাসিন্দা রমণী বর্মন বললেন, 'যেভাবে সমস্যা বাড়ছে তাতে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপর নির্ভর করা মুশকিল। চিকিৎসার জন্য আমরা দিনহাটায় যাই।'

বাড়ছে ক্ষোভ

- কয়েক বছর হল এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পানীয় জলের সমস্যা প্রকট হয়েছে
- জলের জন্য একটি জলাধার রাখা থাকলেও দীর্ঘদিন ধরেই সেটা বেহাল
- স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে পরিস্রুত পানীয় জলের একটি মেশিন থাকলেও দীর্ঘদিন ধরে সেটিও খারাপ
- রোগী ও তাঁদের আত্মীয়পরিজনদের বাইরে থেকে পরিস্রুত পানীয় জল কিনে খেতে হচ্ছে

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

প্রকৃত ও প্রতিবিম্ব।।
বক্সায় ছবিটি তুলেছেন রাজদীপ দে।

জমি দখলের অভিযোগ

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ১৭ জুন : এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে অন্যের খতিয়ানভুক্ত জমি জবরদখল করে সরকারি প্রকল্পের ঘর তৈরির অভিযোগ উঠল। নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্বখণ্ড বামুনিয়ায়। অভিযুক্তের নাম বেলাল প্রধান। বেলাল তৃণমূলের নয়ারহাট অঞ্চল কোর কমিটির সদস্য। সম্প্রতি ওই জমির অন্যতম ওয়ারিশ মোস্তাফিজুর রহমান প্রধানের নামে মাথাভাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। একই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে মাথাভাঙ্গা-১ বিডিও দপ্তরেও। মাথাভাঙ্গা-১ বিডিও শুভজিৎ মণ্ডল অভিযোগ প্রাপ্তির বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, 'এবিষয়ে ভূমি সংস্কার আধিকারিকদের সঙ্গে দ্রুত বৈঠক করা হবে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, মোস্তাফিজুরদের ওই জমিটি বেলালের বাড়ির লাগোয়া। চলতি মাসের ২ তারিখ তাঁদের নজরে পড়ে বেলাল বিনা অনুমতিতে ওই জমিতে ঘর তৈরি শুরু করেছেন। সুবিচারের আশায় তাঁরা থানা ও বিডিও-র দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

এদিকে, নিজের নামে জমি না থাকা সত্ত্বেও কেউ সরকারি প্রকল্পের ঘর পান কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযুক্ত বেলালের কথায়, 'মোস্তাফিজুরদের চার-পাঁচ শতক জমি অনেকদিন ধরে আমাদের দখলে রয়েছে। আমরাই চাষাবাদ করি। আমি সরকারি প্রকল্পের একটা ঘর পেয়েছি। তাই আমার কাছে দুই শতক জমি বিক্রি করার জন্য মোস্তাফিজুরদের কাছে আবেদন করি। ওঁরা রাজি থাকায় ওই জমির একাংশে একটি ঘর তৈরির কাজ শুরু করেছি। এখন ওঁরা বেঁকে বসেছেন। আমার নামে অপবাদ দিচ্ছেন।'

> জমির মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বেলালকে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে।
>
> **হিমাদ্রি বর্মা** *তৃণমূলের নয়ারহাট অঞ্চল সভাপতি*

এদিকে, খোদ রাজ্যের শাসকদলের স্থানীয় নেতার বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগ ওঠায় দলের মধ্যে কিছুটা হলেও অস্বস্তি বেড়েছে। তৃণমূলের নয়ারহাট অঞ্চল সভাপতি হিমাদ্রি বর্মার বক্তব্য, 'জমির মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বেলালকে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে।' মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে।

ভুল করে ভারতীয়কে বাংলাদেশে 'পুশব্যাক'

নিউজ ব্যুরো

১৭ জুন : এ যেন সীমান্ত পারের এক্কাদোক্কা। বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশের সমস্যা দীর্ঘদিনের। কিন্তু দুই পারের বাঙালির ভাষা ও নামের মিলটাই যেন সব গোলমাল করে দিচ্ছে। গোলমালের সেই গোলকধাঁধায় পড়ে এপার বাংলার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জীবনও কখনও হয়ে উঠছে ফুটবলের মতো দুর্বিষহ। অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশিকে ওপারে পুশব্যাক করে পাঠানোর ঘটনা এর আগে একাধিকবার ঘটেছে। কিন্তু ভুল করে ভারতীয়কেই বাংলাদেশে 'পুশব্যাক' করে ফের এই দেশে প্রত্যর্পণ করানোর মতো ঘটনা খুব একটা শোনা যায়নি। গত দু'দিনে ঘটে যাওয়া এমনই দুটি ঘটনা জন্ম দিয়েছে নানা প্রশ্নের।

উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা এলাকার তরুণ দম্পতি ফজের মণ্ডল ও তসলিমা মণ্ডল সম্প্রতি মুম্বই গিয়েছিলেন পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতে। সেখানেই তাঁদের নাম ও ভাষা শুনে সন্দেহ হয় মুম্বই পুলিশের। গত ১০ জুন বাংলাদেশি সন্দেহে তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করে তুলে দেওয়া হয় বিএসএফের হাতে। এরপর বিএসএফ তাঁদের বাংলাদেশে 'পুশব্যাক' করে দেয়। পরিবারের লোকজন বিষয়টি জানতে পেরে স্থানীয় প্রশাসনের দ্বারস্থ হন। সোমবার বিএসএফ ও বিজিবি'র ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের পর ভারতীয় দম্পতিকে বাগদা ও রায়গঞ্জ থানার পুলিশের হাতে প্রত্যর্পণ করা হয়। পরিবারের লোকেরা এসে তাঁদের বাড়ি নিয়ে যান। এই প্রসঙ্গে ফজেরের বাবা তাহাজুল মণ্ডল বলেন, 'আমার ছেলে ও বৌমা বৈধ আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড দেখিয়েও রেহাই পায়নি। তাদেরকে জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বাংলাদেশে। পরিবারের লোক পুরো ঘটনা জানতে পেরে দ্বারস্থ হন প্রশাসনের। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর অবশেষে বিএসএফ ও বিজিবি'র ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের মাধ্যমে দুই ভারতীয় শ্রমিক ঘরে ফিরে আসেন। কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরের সীমান্ত দিয়ে তাঁদের প্রত্যর্পণ হয়। বিজিবি'র হাত থেকে মুক্তি পেয়ে দুই

ভারতে প্রত্যর্পণের মুহূর্তে মায়ের সঙ্গে ফজের মণ্ডল।

পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন, সাংসদ মমতা ঠাকুর ও রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় ছেলে-বৌমাকে ফিরে পেলাম।' প্রায় একই ঘটনা ঘটে মুর্শিদাবাদের দুই পরিযায়ী শ্রমিকের ক্ষেত্রেও। মুম্বইয়ে কর্মরত মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার দুই পরিযায়ী শ্রমিক শামিম খান ও নাজিমুদ্দিন মণ্ডলকে বাংলাদেশি সন্দেহে গ্রেপ্তার করে মুম্বই পুলিশ। তড়িঘড়ি তাঁদের 'পুশব্যাক' করে শ্রমিক বলেন, 'দেশে ফিরে আজ যেন আমরা খোলা আকাশের নীচে শ্বাস নিচ্ছি বলে মনে হচ্ছে।'

অন্যদিকে, দক্ষিণ দিনাজপুরের বাংলাদেশ সীমান্তে আবার ঘটল উলটো ঘটনা। তিন বাংলাদেশিকে আটক করে অনুপ্রবেশ রুখে দিল বিএসএফ। সোমবার রাতে তেলাইন ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় তিন বাংলাদেশি নাগরিক ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল।

জিরানপুরের রাস্তা ডোবার সমান

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ১৭ জুন : প্রায় চার কিমি রাস্তার বিভিন্ন অংশের পিচের আস্তরণ উঠে পাথর বেরিয়ে পড়েছে। এর ফলে রাস্তাজুড়ে খানাখন্দ তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি বৃষ্টির জল জমে সেগুলি যেন ডোবার চেহারা নিয়েছে। কোচবিহার-১ ব্লকের জিরানপুর চৌপথি থেকে নাজিরগঞ্জ চৌপথি পর্যন্ত রাস্তার এমনই বেহাল দশা। একপ্রকার বাধ্য হয়ে বিস্তীর্ণ এলাকার অসংখ্য বাসিন্দা প্রতিদিন এই রাস্তায় যাতায়াত করছেন। শীঘ্রই রাস্তা সংস্কারের দাবি উঠেছে। দাবি পূরণ না হলে স্থানীয় বাসিন্দারা আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন। গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তা সংস্কারে প্রশাসন উদাসীন বলে অভিযোগ। যদিও জেলা পরিষদের স্থানীয় সদস্য লিপিকা ভৌমিক সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, '২০২০ সালে পথশ্রী প্রকল্পে ওই রাস্তা সংস্কার হয়েছিল। ফের রাস্তা সংস্কারের প্রয়োজন থাকলে পদক্ষেপ করা হবে।' বিষয়টি নিয়ে তিনি স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলার আশ্বাস দিয়েছেন।

বাম আমলে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় এই রাস্তাটি তৈরি হয়। কোচবিহার সদর ও দিনহাটা মহকুমার মধ্যে যাতায়াতে এর গুরুত্ব অনেক। দিনহাটা মহকুমার নাজিরহাট, বাসন্তীরহাট ও শালমারা বুড়িরহাট এলাকার বাসিন্দারা জেলা সদর অভিমুখে যাতায়াতে এই রাস্তার ওপর নির্ভরশীল। এদিকে, জেলা সদর থেকে দিনহাটা অভিমুখে বিভিন্ন গন্তব্যে যাতায়াতের ক্ষেত্রে এই রাস্তা সাধারণ মানুষের অত্যন্ত পছন্দের। বিভিন্ন পণ্যবাহী গাড়ি এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করে। কিন্তু প্রায় দু'বছর ধরে রাস্তা সংস্কার না হওয়ায় এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ। স্থানীয় বাসিন্দা মণীন্দ্র বর্মনের কথায়, 'সামান্য বৃষ্টিতে রাস্তার গর্ত ডোবার চেহারা নেয়। ফলে রাস্তা দিয়ে নিরাপদে চলাচলের উপায় থাকে না। রাতেরবেলা সেই সমস্যা আরও বাড়ে।' বুড়িরহাট এলাকার সুজয় দে প্রতিদিন বাইকে চেপে এই পথে কোচবিহার শহরে কর্মস্থলে যাতায়াত করেন। রাস্তার বেহাল দশায় তিনি বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ। তাঁর বক্তব্য, 'এই রাস্তায় যে কোনও সময় দুর্ঘটনা হতে পারে। তাই রাস্তা সংস্কারে অবিলম্বে প্রশাসনিক পদক্ষেপ প্রয়োজন।'

নীলিমা রায়, আশিক আলম ও বাপি দে'র মতো নিত্যযাত্রীদেরও একই দাবি। তা না হলে আন্দোলনকে তাঁরা দাবি পূরণের পথ হিসাবে বেছে নেবেন।

রাস্তার গর্তে জল জমে রয়েছে। জিরানপুরে।

বেহাল কালভার্টের ওপর স্থানীয়দের জটলা। গেন্দুগুড়ির ধর্মতলায়।

বেহাল কালভার্ট, এলাকায় বিক্ষোভ

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ১৭ জুন : বেহাল কালভার্টের জায়গায় নতুন কালভার্ট তৈরির দাবিতে স্থানীয়দের একাংশ আন্দোলনে নামলেন। দ্রুত কালভার্টের কাজ শুরু করা না হলে ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোট বয়কটের হুমকিও দেওয়া হয়েছে। বাসিন্দারা মঙ্গলবার দুপুরে জরাজীর্ণ কালভার্টের ওপর দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের গেন্দুগুড়ির ধর্মতলার ঘটনা। এলাকার জেলা পরিষদ সদস্যা সুজাতা বর্মনের কথায়, 'ওখানে কালভার্ট তৈরির প্রস্তাব আগেই জেলা পরিষদে পাঠানো হয়েছে। এখনও এ বিষয়ে অনুমোদন আসেনি।'

গেন্দুগুড়ির ধর্মতলায় শতাধিক পরিবারের বসবাস। জরাজীর্ণ কালভার্টটিই স্থানীয় সুটুঙ্গা ও সাতধাপরা নদী দিয়ে ঘেরা ওই পাড়ায় যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম। অন্তত বছর ১৩ আগে সাতধাপরা নদীর ওপর ওই কালভার্ট তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, তৈরির পর থেকেই সেটি কার্যত বেহাল হয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দা সুখীনাথ বর্মনের বক্তব্য, 'গরমকালে কোনওরকমে যাতায়াত চললেও বর্ষায় নদীর জলস্তর বেড়ে গেলে কালভার্টটি জলমগ্ন হয়ে পড়ে। তখন কলার ভেলায় নদী পারাপার করতে হয়।'

বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনের নজরে থাকলেও নতুন কালভার্ট তৈরিতে তাদের কোনও হেলদোল না থাকায় এলাকায় ক্ষোভ বাড়ছে। স্থানীয় বাসিন্দা নগেন্দ্র বর্মন ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে আমরা যাতায়াতের যন্ত্রণা ভোগ করলেও তা দেখার কেউ নেই। বর্ষায় কালভার্ট ডুবে গেলে ঠিকমতো বাজারহাট যেতে পারি না। পড়ুয়ারা স্কুলে যেতে পারে না। এলাকায় বেশ কয়েকটি টোটো ও বাইক রয়েছে। বর্ষায় সবাইকে চরম দুর্দশায় পড়তে হয়। বাধ্য হয়ে আন্দোলনে নেমেছি।'

> ওখানে কালভার্ট তৈরির প্রস্তাব আগেই জেলা পরিষদে পাঠানো হয়েছে। এখনও অনুমোদন আসেনি।
>
> **সুজাতা বর্মন** *জেলা পরিষদ সদস্য*

স্থানীয় বাসিন্দা পরেশ বর্মনের বক্তব্য, 'দীর্ঘদিন কেটে গেলেও কালভার্ট তৈরিতে কেউই কোনও উদ্যোগ নেননি। ক্ষোভে পাড়ার বাসিন্দারা বিধানসভা ভোট বয়কট করলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।' নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মাম্পি বর্মন বলেন, 'কালভার্ট তৈরির বিষয়টি পরবর্তী বাজেটে ধরা হবে।'

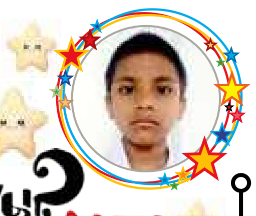

ছোট্ট তারা

আশিক বর্মন তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের রমনীকান্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি সে ভালো আবৃত্তি করতে পারে।

বিদ্যুৎ বিভ্রাট

দেওয়ানহাট, ১৭ জুন : সামান্য বৃষ্টি হলেই কোচবিহার-১ ব্লকের কেদারহাট, চিলকিরহাট এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ থাকে। সমস্যা সমাধানের দাবিতে মঙ্গলবার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন বিদ্যুৎ দপ্তরের আক্রারহাট সাব-স্টেশনে একটি চিঠি দিলেন।

প্রতারকের বাড়িতে ইডি'র হানা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৭ জুন : সাধারণ মানুষের তথ্য দিয়ে একাধিক ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট তৈরি করে তা বিভিন্ন অনৈতিক কাজে ব্যবহার করার জন্যে আগেই শিলিগুড়ি পুলিশ অভিযান চালিয়েছিল। এবার অভিষেক বনসল নামে ওই প্রতারকের বাড়ি, তার কাকার বাড়ি, এজেন্টদের বাড়ি ও অফিস সহ মোট ৬টি জায়গায় অভিযান চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের নতুনপাড়া, ৮ নম্বর ওয়ার্ডের খালপাড়া, ৯ নম্বর ওয়ার্ডে এমজি রোড, ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের লেকটাউনের মোট ছয়টি জায়গায় অভিযান চালিয়েছে ইডি। কেন্দ্রীয় বাহিনীর সশস্ত্র জওয়ানদের প্রতিটি লোকেশনে নিরাপত্তার জন্যে রাখা হয়েছিল। অভিযুক্তের খোঁজ না পেলেও তার কাকা সহ পরিবারের বাকি সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন ইডি'র কর্তারা।

অভিযুক্তের সঙ্গে ফাঁসিদেওয়ার মহম্মদ সহিদুলের যোগও খতিয়ে

শিলিগুড়ির ৫ নম্বর ওয়ার্ডের নতুনপাড়ায় ইডি'র হানা।

দেখছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রে খবর, সাধারণ মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে কোটি কোটি টাকার নয়ছয় হয়েছে। সেই সূত্র ধরেই তদন্তে এসেছেন কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকরা। অভিযুক্ত এই মুহূর্তে পালিয়ে দুবাইয়ে রয়েছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে তদন্তকারী সংস্থার কোনও আধিকারিকই মন্তব্য করতে চাননি। অভিযুক্তের পরিবারের তরফেও কোনও বক্তব্য মেলেনি।

অভিযুক্ত অভিষেক বনসলের বিরুদ্ধে এর আগেও শিলিগুড়ি পুলিশ এবং কলকাতা পুলিশে মামলা হয়েছে। শিলিগুড়ি পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তের গোপন ঠিকানা থেকে প্রচুর ব্যাংকের পাসবই, চেকবই, এটিএম কার্ড উদ্ধার করেছিল। নতুনপাড়ার ওই ঠিকানা দিয়েই এদিন অভিযান শুরু করে ইডি। এরপর অভিযুক্তের বাড়ি, অফিস, এজেন্টদের বাড়ি, কাকার বাড়ি এবং অফিসে অভিযান চালান ইডি'র আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে, শহর এবং গ্রামের বিভিন্ন মানুষের আধার এবং প্যান কার্ডের তথ্য রয়েছে অভিযুক্তদের কাছে। সেই তথ্য দিয়ে একেক জনের নামে ১০ থেকে ১২টি করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তৈরি করা হয়েছে। সেগুলির মাধ্যমে কালো টাকা হাতবদল করা হত বলে অভিযোগ। পরিবর্তে ওই অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের কিছু টাকা দেওয়া হত। সমস্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকত অভিযুক্তদের কাছেই। শহরে বেশ কয়েকজন এজেন্ট অভিযুক্তের হয়ে এই কাজ করত। নতুনপাড়া এলাকার দুটি বাড়িভাড়া নিয়ে এই কাজ করা হত। এর আগে সেখানে কয়েক হাজার ব্যাংকের পাসবই পেয়েছিল শিলিগুড়ি পুলিশ। তখনই অভিষেক বনসল পালিয়ে দুবাই চলে যায়। কিন্তু সেখানে বসেও সে এই র‍্যাকেট চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। তার ভিত্তিতেই এদিন অভিষেক ও তার আত্মীয়দের ঠিকানায় হানা দেয় ইডি।

রথ তৈরির ব্যস্ততা। মঙ্গলবার মানিকতলার ক্যানাল স্ট্রিটে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

চিকিৎসা ব্যয় লাগামে বিল

আলোচনায় পিছিয়ে বিজেপি

কলকাতা, ১৭ জুন : রাজ্যে বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলিতে চিকিৎসার খরচে লাগাম টানতে চলতি আইনের সংশোধন করে বিল পাশ করল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার বিধানসভায় এই লক্ষ্যে পাশ হয়েছে 'দ্য ওয়েস্টবেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্টস (রেজিস্ট্রেশন, রেগুলেশন অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি) সংশোধিত বিল ২০২৫'। বিলের মোদ্দা কথা, প্যাকেজে চিকিৎসা হলে নির্ধারিত টাকার বেশি রোগীর কাছে দাবি করা যাবে না। যদিও বিরোধীদের দাবি, এই বিলে অনেক খামতি রয়েছে।

এই বিল পাশকে কেন্দ্র করে আরজি কর সহ রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে সরকারের সমালোচনার সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারল না বিজেপি। বালুরঘাটের বিধায়ক অশোক লাহিড়ি ছিলেন এদিনের মূল বক্তা।

বিলে আরও স্বচ্ছতার দাবি করে তিনি বলেন, 'বেসরকারি হাসপাতালে রোগীর চিকিৎসা ও খরচ সংক্রান্ত রেকর্ড যদি রাখা সম্ভব হয়, তাহলে সরকারি হাসপাতালে তা প্রযোজ্য হবে না কেন?'

জবাবি ভাষণে চন্দ্রিমা বলেন, 'সরকার নিখরচায় চিকিৎসা পরিষেবা দেয়। তাই সরকারি হাসপাতালে ওই রেকর্ডের প্রয়োজন নেই। এই বিলের উদ্দেশ্য বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থায় লাগামহীন খরচে রাশ টানার চেষ্টা।'

তবে বেসরকারি হাসপাতাল নিয়ে একাধিক অভিযোগ এদিন উঠে এসেছে শাসকদলের থেকেই। বিধানসভার স্বাস্থ্য বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান নির্মল মাজি বলেন, 'কিছু নেতার মদতে কিছু নার্সিংহোম গজিয়ে উঠেছে। এমন খবর আসে, যেখানে একবার সিটি স্ক্যান প্রয়োজন সেখানে তিনবার করা হয়। ভেন্টিলেশনে ডেডবডি রেখে দেওয়া হয় মৃত ঘোষণা না করে।

তবে নির্মলের এই সমালোচনাকে দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব হিসেবেই দেখছে বিজেপি। তাই কুকুরের ডায়ালিসিসের প্রসঙ্গ তুলে তাকে খোঁচা দিতে ছাড়েননি বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল। চন্দ্রিমার মতে, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার সবটা সরকারের পক্ষে এককভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। সেই কারণে গরিব মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষায় এই ধরনের বিলের মাধ্যমে কিছুটা লাগাম টানার চেষ্টা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ফের প্রাথমিকে নিয়োগে সুযোগ

কলকাতা, ১৭ জুন : ফের এনআইওএস থেকে ডিএলএড উত্তীর্ণদের ২০২২ সালের প্রাথমিক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশ দেন, এই বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ মামলকারীদের সুযোগ দেবে। ৩০ মে নথি যাচাইয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল। তারপরই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এনআইওএস থেকে ডিএলএড উত্তীর্ণ একাধিক চাকরিপ্রার্থী। বিচারপতি আগেই তাঁদের আবেদনে সম্মতি দিয়েছিলেন।

এদিন আরও চাকরিপ্রার্থীদের আবেদনে বিচারপতির নির্দেশ, পর্ষদ এই চাকরিপ্রার্থীদের অন্যান্য সমস্ত নথি যাচাই করবে। সেখান থেকে যোগ্যদের যাচাই করে মেধাতালিকা তৈরি করবে। মেধা তালিকায় থাকা প্রার্থীদের নিয়োগে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। সেইসঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য দু'বছর ডিএলএড কোর্স বাধ্যতামূলক।

আইনজীবী সেল

কলকাতা, ১৭ জুন : রাজ্যের জেলাস্তরে শাসকদল তৃণমূলের আইনজীবী সেলের সব ধরনের কমিটি ভেঙে দেওয়া হল। নতুন করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে কমিটি গড়া হবে। তার ওপর বিস্তারিত আলোচনা করতে বুধবার টাউন হলে তৃণমূলের আইনজীবী সেলের সব সদস্যকে বৈঠকে ডেকেছেন নতুন চেয়ারপার্সন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

বিধানসভায় হিসাব পরিবহণমন্ত্রীর

'রাজ্যে কমছে পথ দুর্ঘটনা'

কলকাতা, ১৭ জুন : গত কয়েক বছরে রাজ্যে পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা অনেক কমেছে। মঙ্গলবার বিধানসভায় শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের প্রশ্নের উত্তরে এই কথা জানালেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। ২০১৫ সালে যেখানে রাজ্যে ১৭ হাজারেরও বেশি দুর্ঘটনা হয়েছিল, সেখানে গত বছর ১৩ হাজারের কম পথ দুর্ঘটনা হয়েছে।

এদিন স্নেহাশিস বলেন, 'ব্ল্যাক স্পটে বিধিনিষেধ জোরদার করা হয়েছে। স্পিড ম্যানেজমেন্ট পলিসি এনেছে রাজ্য সরকার। যদিও আমরা চাই না একটি দুর্ঘটনাও ঘটুক। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' কর্মসূচির জন্যই পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা কমানো সম্ভব হয়েছে। কোন রাস্তায় কত গতিতে গাড়ি চলতে পারবে, তা নিয়েও রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে দিয়েছে। দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ ও প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারিও জোরকদমে চলছে।'

এদিন বিধানসভায় রীতিমতো পরিসংখ্যান তুলে ধরে পরিবহণমন্ত্রী বলেন, '২০১৫ সালে রাজ্যে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা ছিল ১৭৫৫৫টি। ২০২৩ সালে দুর্ঘটনার সংখ্যা কমে হয়েছে ১৩৯৯৫টি। ওই বছর সড়ক দুর্ঘটনার জেরে ১৫১ জনের মৃত্যু হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে রাজ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় মোট ৫৯৬৩ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ক্ষতিগ্রস্তদের ১৯২৩টি আবেদন খতিয়ে দেখে রাজ্য ইতিমধ্যেই ৩৮ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছে।' মন্ত্রী বলেন, 'স্কুল, কলেজে সচেতনতামূলক প্রচার, ব্ল্যাক স্পট চিহ্নিতকরণ ও নিয়মিত রোড সেফটি কমিটির বৈঠকের ফলেই দুর্ঘটনা কমানো সম্ভব হয়েছে। কলকাতাতেও দুর্ঘটনার হার কমেছে। বিমানবন্দরের সঙ্গে সংযোগকারী ১০টি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় গাড়ির গতিবিধির ওপর নজরদারি চালাতে একটি অ্যাপ্লিকেশন পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে চালু করা হয়েছে।'

> স্কুল, কলেজে সচেতনতামূলক প্রচার, ব্ল্যাক স্পট চিহ্নিতকরণ ও নিয়মিত রোড সেফটি কমিটির বৈঠকের ফলেই দুর্ঘটনা কমানো সম্ভব হয়েছে।
>
> **স্নেহাশিস চক্রবর্তী**
> *পরিবহণমন্ত্রী*

বেতন-রিপোর্ট প্রকাশে নির্দেশ

কলকাতা, ১৭ জুন : ষষ্ঠ বেতন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ১ জুলাইয়ের মধ্যে রাজ্যের বেতন কমিশনের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে সুপারিশ প্রকাশ করতে বললেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। দেবপ্রসাদ হালদার নামে এক সরকারি কর্মী এই নিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন। অভিযোগ, অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এই সংক্রান্ত কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি। কিন্তু বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মামলায় রাজ্য দাবি করেছে, তারা ষষ্ঠ পে কমিশন মেনে চলছে। মঙ্গলবার এই মামলায় বিচারপতি সিনহা প্রশ্ন করেন, 'কবে জনসমক্ষে রিপোর্ট আসবে? পাবলিক ডোমেনে রিপোর্ট সামনে আনা হচ্ছে না কেন?' তারপরই সুপারিশ প্রকাশ করার নির্দেশ দেন বিচারপতি।

তিনি এদিন মন্তব্য করেন, 'বেতন কমিশনের সুপারিশ লুকোনোর বিষয় নয়। কোনও গোপন নথি নয়। তাহলে এত গোপনীয়তা কেন? যদিও রাজ্যের তরফে কোনও সদুত্তর দেওয়া হয়নি।

রাজ্যের ষষ্ঠ বেতন কমিশনের প্রথম, দ্বিতীয় ও পুরো অংশের সুপারিশ এখনও পর্যন্ত সামনে আনা হয়নি। আবেদনকারী তথ্যের অধিকার আইনে অর্থদপ্তরের কাছে এই সুপারিশ সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রশ্ন, বিধানসভায় যদি রিপোর্ট পেশ না হয়ে থাকে, তাহলে অর্থদপ্তর কোন রিপোর্টের ভিত্তিতে কার্যকর করল ও সেই সুপারিশের কপিটি কোথায়? উল্লেখ্য, অর্থনীতিবিদ অভিরূপ সরকারের নেতৃত্বে কাজ করে ষষ্ঠ বেতন কমিশন। রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা ষষ্ঠ বেতন কমিশনের হিসেবে বেতন ও ডিএ পেয়ে থাকেন।

একদিনেই ৭০০ আবেদন এসএসসি-তে

কলকাতা, ১৭ জুন : স্কুল সার্ভিস কমিশন নতুন নিয়োগের জন্য অনলাইন আবেদন নিতে শুরু করেছে সোমবার। চাকরিহারা 'যোগ্য' শিক্ষকরা আবেদন করবেন না তা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেও এসএসসি সূত্র বলছে, ইতিমধ্যেই আবেদন করেছেন ৭০০ জনের বেশি। মঙ্গলবার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও এই তথ্যকে সমর্থন করেছেন। তার মধ্যেই এদিন নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির জন্য সহকারী শিক্ষকের শূন্যপদ নিয়ে তালিকা তৈরি করে এসএসসি-কে পাঠিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। নবম-দশম স্তরে বিষয়ভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা ২৩ হাজারেরও বেশি। একাদশ-দ্বাদশ স্তরে শূন্যপদ রয়েছে ১২ হাজারেরও বেশি।

নবম-দশম স্তরে মোট ঘোষিত ১১টি বিষয়ের শূন্যপদের মধ্যে সবথেকে বেশি শূন্যপদ রয়েছে ভৌত বিজ্ঞানে। সেখানে শূন্যপদের সংখ্যা ৪৩৫২। গণিতে ৩৯২২টি, ভূগোলে ১৮৪০টি, বাংলায় ৩০২৪টি, ইংরেজিতে ৩৩৩৬টি, ইতিহাসে ২১৪৯টি ও জীবন বিজ্ঞানে ৩৯১১টি শূন্যপদ রয়েছে। একাদশ-দ্বাদশ স্তরে ঘোষিত ৩৫টি বিষয়ের শূন্যপদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শূন্যপদ রয়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে। এখানে শূন্যপদের সংখ্যা ১৩৭৩। জীববিদ্যায় ৯১৯টি, বাংলায় ৩৯০টি, অর্থনীতিতে ৫০৬টি, ইতিহাসে ৫৭২টি, ইংরেজিতে ৫৯৪টি, পদার্থবিদ্যায় ৮৮১টি, গণিতে ৭৮৫টি, রসায়নে ১১৯৪টি ও এডুকেশনে ১১৪৭টি শূন্যপদ রয়েছে।

৩৫ হাজারেরও বেশি শূন্যপদ থাকলেও কতজন নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আবেদন করবেন, সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সোমবার বিকাল ৫টায় আবেদন প্রক্রিয়া শুরুর কথা থাকলেও ওয়েবসাইট খোলে প্রায় ৫ ঘণ্টা দেরিতে। সেই নিয়েও সমালোচনার মুখে পড়েছে এসএসসি।

অনশনেই শিক্ষকরা

কলকাতা, ১৭ জুন : পুনর্নিয়োগ পরীক্ষায় বসতে নারাজ অধিকাংশ 'যোগ্য' শিক্ষক। মঙ্গলবার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু তাঁদের এই সিদ্ধান্তকে 'হঠকারী' বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর পরামর্শ, 'এটা সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন বিষয়। যাঁরা পরীক্ষায় বসতে চান না, তাঁরা সরাসরি উচ্চ আদালতের সঙ্গে গিয়ে যোগাযোগ করুন। ইতিমধ্যেই স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ পরীক্ষায় আবেদন করা শুরু করে দিয়েছেন অনেকেই।'

অবশ্য এদিনও 'যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ'-এর প্রতিনিধিরা শিক্ষামন্ত্রী ও এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারকে চিঠি পাঠিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, 'সকলের চিঠির রিসিভ কপি বিকাশভবন না দিলেও বেশ কিছু জনের চিঠি গ্রহণ করেছে।'

এদিন বিধাননগর (উত্তর) থানার তরফে আবারও শিক্ষক কৃষ্ণকান্ত রায়কে তলব করা হয়। তিনি হাজিরা দিয়েছেন। ১০ জন শিক্ষক অনশন শুরু করার প্রায় ৪৮ ঘণ্টা পেরোনোর পরেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তবু অনশন আন্দোলন প্রত্যাহার করেননি চাকরিহারারা। বিকাশভবনের অনতিদূরে সেন্ট্রাল পার্কের অনশন মঞ্চে এদিন অনশনে যোগ দিয়েছেন মুর্শিদাবাদের দিয়ারা হাজি নেসারত মল্লিক হাইস্কুলের দৃষ্টিহীন শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ সাহা। তাঁর মত, 'শিক্ষামন্ত্রীকে বলুন, অযোগ্যদের আলাদা করে তালিকা প্রস্তুত করতে। তবেই আমরা পরীক্ষায় বসব।'

কালিগঞ্জে প্রচারে সুকান্ত ও শুভেন্দু

কলকাতা, ১৭ জুন : কালিগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনে প্রচারের শেষদিনে সুকান্ত মজুমদার-শুভেন্দু অধিকারীর জোড়া ফলাতেও লোক টানতে পারল না বিজেপি। তবে সেই খামতি পুষিয়ে দিতে ভোটের মুখে ওবিসি মামলায় আদালতের অন্তর্বর্তী রায়কেই এদিন হাতিয়ার করেছেন সুকান্ত-শুভেন্দু।

১৯ জুন কালিগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচন। তার আগে এদিনই ছিল প্রচারের শেষদিন। সেই উপলক্ষ্যে দলীয় প্রার্থী আশিস ঘোষের সমর্থনে এদিন একসঙ্গে মিছিল করেন সুকান্ত-শুভেন্দু। কিন্তু মিছিলে আশানুরূপ লোক হয়নি বলে আক্ষেপ বিজেপির একাংশের। দলের স্থানীয় কর্মীদেরও সেভাবে চোখে পড়েনি। অভিযোগ কার্যত স্বীকার করে নিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'আবহাওয়া খারাপ ছিল। দলের কর্মীদের বলেছি ভিজে অসুস্থ হয়ে না পড়ে এলাকায় থাকুন। নাহলে ভোটের দিন তৃণমূলের চোরেরা ভোটলুট করবে।' কালিগঞ্জের ভোটে আসন জেতা বিজেপির লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য বিগত লোকসভার ভোটে দলের ৪৩ শতাংশ ভোট ধরে রাখা। আপাতত কালিগঞ্জের এই উপনির্বাচনই বিজেপির কাছে অ্যাসিড টেস্ট।

সাফাই মন্ত্রীর

কলকাতা, ১৭ জুন : খিদিরপুরের অরফ্যানগঞ্জ বাজার ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ার জন্য সরকারের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে অভিযোগের আঙুল উঠেছিল। এদিন বিধানসভায় দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু বলেন, 'আগুন লাগার পর প্রথম খবর আসে রাত ২টো ৫ মিনিটে। তার ১০ মিনিটের মধ্যে দমকলের তিনটি গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। পরে মোট ২০টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যায়।' ফলে দমকল দেরিতে পৌঁছেছিল এই দাবি সঠিক নয়।

চটি কাণ্ডে সরব তৃণমূল

শেষপর্যন্ত ক্ষমা চাইলেন সুকান্ত

কলকাতা, ১৭ জুন : চটি কাণ্ডে ধাক্কা খেয়ে শেষপর্যন্ত ক্ষমা চাইতে হল বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে। যদিও এদিন শিখ সম্প্রদায়ের একাংশকে কাজে লাগিয়ে ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামে বিজেপি। এই ইস্যুতে ভোটের আগে শিখ সম্প্রদায়ের আবেগকে কাজে লাগাতে চেয়েছে তৃণমূল। এমনটাই দাবি বিজেপির।

মহেশতলা অভিযানের দিন জিঞ্জিরা বাজারে পুলিশের কাছে বাধা পেয়ে কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন সপার্ষদ সুকান্ত। কিন্তু শেষপর্যন্ত পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হতে হয় সুকান্ত সহ বিজেপি নেতাদের। গ্রেপ্তারের সময় পুলিশকে লক্ষ্য করে কাগজের তৈরি চটি ছোড়েন সুকান্ত।

> এই অনিচ্ছাকৃত ঘটনায় যদি কোনও শিখ ভাই বা বোনের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লেগে থাকে তবে আমি বিনম্রভাবে তাঁদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।
>
> **সুকান্ত মজুমদার**

এরপরই তৃণমূল অভিযোগ করে, পাগড়ি পরা এক শিখ সম্প্রদায়ের পুলিশকে চটি ছুড়েছেন সুকান্ত। সোমবার বিধানসভায় এই প্রসঙ্গ তুলে সুকান্তকে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে, অমৃতসরের শিরোমণি গুরদোয়ারা প্রবন্ধক কমিটির সভাপতি হরজিন্দর সিং ধামি এক প্রেস বার্তায় এই ঘটনার জন্য সুকান্তকে তীব্র আক্রমণ করেন। রাজ্যের সমস্ত শিখ সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সুকান্ত ও বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হওয়ার আবেদনও জানান তিনি।

ধামির এই প্রেস বার্তার পরই নড়েচড়ে বসেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। ভবানীপুরের মতো এলাকার শিখ সম্প্রদায়ের একাংশও বিজেপি নেতৃত্বের কাছে তাঁদের ক্ষোভ জানিয়ে বার্তা পাঠান। এরপরই এদিন এক্স হ্যান্ডেলে শিখ সম্প্রদায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন সুকান্ত।

তিনি লেখেন, 'পুলিশের উদ্দেশে ছোড়া একটি প্ল্যাকার্ড দুর্ঘটনাবশত আমার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক সিআইএসএফ কর্মীর পবিত্র পাগড়ির ওপর পড়ে। এই অনিচ্ছাকৃত ঘটনায় যদি কোনও শিখ ভাই বা বোনের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লেগে থাকে তবে আমি বিনম্রভাবে তাঁদের কাছে আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা করছি।' সমাজমাধ্যমে এই পোস্ট করার পরই এদিন সন্ধ্যায় ভবানীপুরের বিজেপি প্রভাবিত শিখ সম্প্রদায়ের একাংশের উদ্যোগে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে রঘুবীর সিং নামে জনৈক শিখ সম্প্রদায়ের এক নেতা বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য এই ঘটনাকে ইস্যু করতে চাইছে। তা সত্ত্বেও শিখ সম্প্রদায়ের আবেগকে সম্মান করে সুকান্ত মজুমদার ক্ষমা চাওয়ার জন্য আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।'

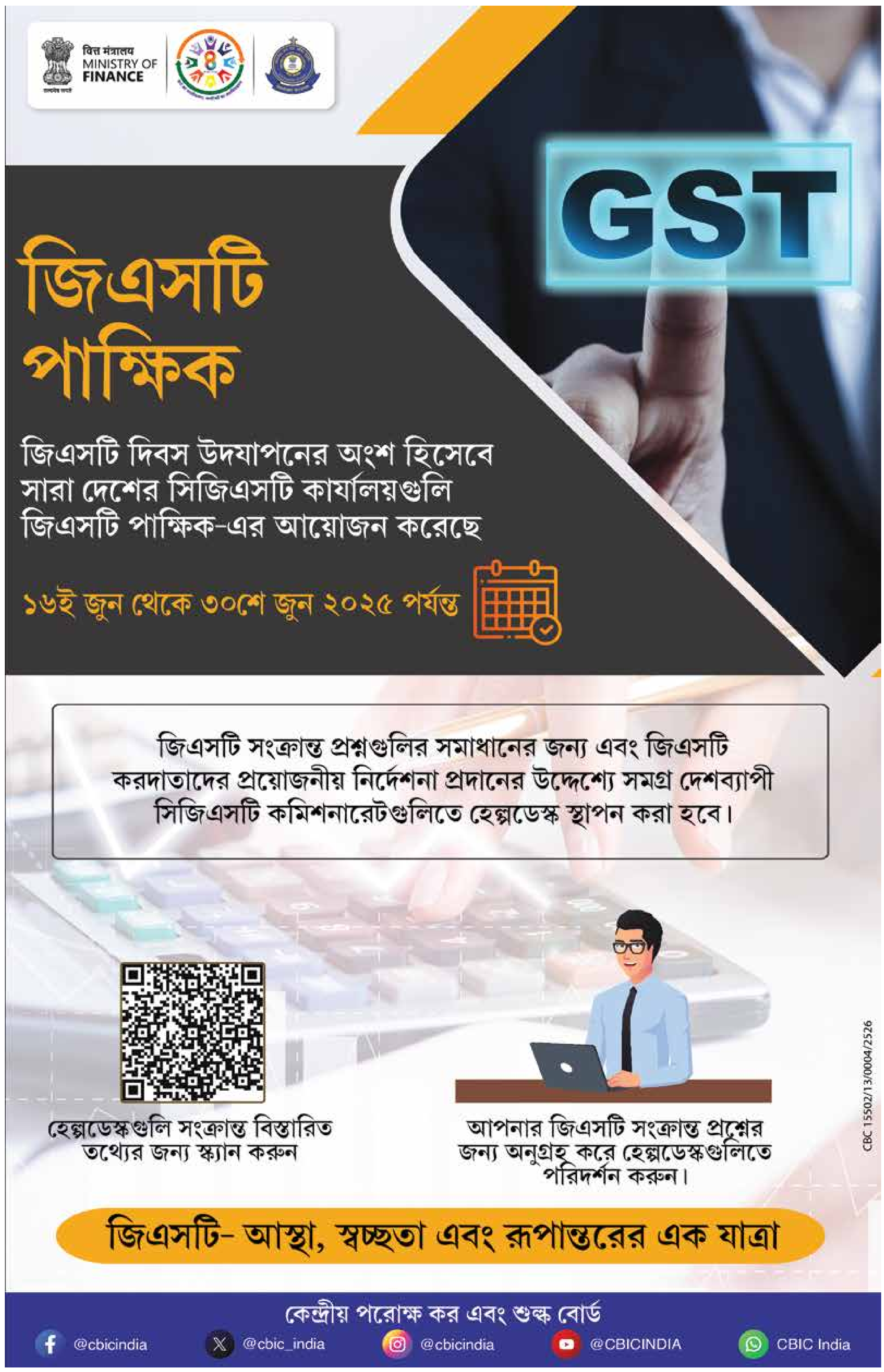

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩১ সংখ্যা, বুধবার, ৩ আষাঢ় ১৪৩২

বিপজ্জনক কারবার

পরিচয়ের ব্যবসা। নির্দিষ্ট করে বললে পরিচয়পত্রের কারবার। কথায় আছে টাকা দিলে বাঘের দুধও পাওয়া যায়। তাহলে পরিচয়পত্র কোন ছাড়! নগদ ছাড়লেই নাগরিকত্ব কেনা যায়, ভোটাধিকার পাওয়া যায়, র‍্যাশন পাওয়ার নথি জুটে যায়। মুদিখানায় চাল-ডাল-তেলের মতো আধার কার্ড, ভোটার কার্ড পাওয়া গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সদ্য শিলিগুড়ির কাছে ফকদইবাড়িতে স্টুডিও ও স্টেশনারি দোকানে পরিচয়পত্র বিক্রির চক্র ফাঁস হয়েছে।

স্টুডিও তো ছবি তুলে দেওয়ার কাজ করে। কিংবা ছবিকে বড়, ছোট করে বানিয়ে দেয়। সেই স্টুডিওতে বসানো রয়েছে বায়োমেট্রিক মেশিন। যেন আধার কার্ড তৈরির কেন্দ্র। ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকায় কেনা যায় আধার বা ভোটার কার্ড। আরেকটু কম মালকড়ি ১০ থেকে ১৫ হাজার দিলে মিলে যাবে প্যান কার্ডও। বাংলাদেশ থেকে আসা দলে দলে মানুষ এভাবে পরিচয়পত্রের ব্যবসার জাদুকাঠিতে রাতারাতি হয়ে যাচ্ছেন ভারতীয় নাগরিক।

নাগরিক পরিচয় অর্জন করতে হয়। জন্মসূত্রে বা দীর্ঘদিন বসবাসের সুবাদে। বৈধ নাগরিকত্বের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা আছে। কিন্তু একদল দুষ্কৃতীর (যারা নাগরিকত্ব নিয়ে ব্যবসা করে, তাদের দুষ্কৃতী বলাই উচিত) কাছে সেই সংজ্ঞার কোনও মর্যাদা নেই। ফলে তারা দেশের সংবিধানকে মান্যতা দেয় না। এভাবে দেশের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব, সর্বজনীন ভোটাধিকার ইত্যাদিকে করে তুলেছে ব্যবসার পণ্য। এই দুর্বৃত্তায়ন দেশের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ংকর, বিপজ্জনক সন্দেহ নেই।

শিলিগুড়ির কাছে স্টুডিওতে ফাঁস হওয়া দুষ্কর্ম কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। দেশজুড়ে এই কারবারের জাল ছড়িয়ে। কোথাও এর পিছনে আছে সংগঠিত চক্রের জাল। কোথাও ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে কয়েকজন এই ব্যবসায় মুনাফার পাহাড় গড়ছে বিনা পুঁজিতে, প্রায় বিনা পরিশ্রমে। শুধু দুষ্টু বুদ্ধি, অনৈতিকতাকে হাতিয়ার করে এই কারবারের জাল অনেক গভীরে পৌঁছে গিয়েছে। প্রায়ই জাল আধার কার্ডের হদিস মিলছে সেই কারণেই।

শুধু বাংলাদেশ নয়, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে গিয়েও একদল মানুষ এভাবে পরিচয়পত্র কিনছেন, ভোটাধিকার নিশ্চিত করছেন। এর পিছনে যেমন জীবিকার তাগিদ আছে, তেমনই আছে রাজনৈতিক চক্রের জাল। বাংলাদেশ থেকে দলে দলে মানুষ রোজগারের আশায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন। প্রায়ই এমন অনুপ্রবেশ ধরা পড়ে। সেই অনুপ্রবেশকারীদের একাংশ ওই কারবারের জালে নিজেদের জড়িয়ে হয়ে যায় বৈধ নাগরিক।

আরেক দল লোককে এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে পাঠানো হয়, নির্দিষ্ট কোনও রাজনৈতিক দলের ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধি করার কুমতলবে। পরিচয়পত্রের কারবারের আবার দু'রকম পণ্য আছে। একধরনের পণ্য হল বৈধ পরিচয়পত্র পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা। তাতে খরচ বেশি। আরেক ধরনের পণ্য হল জাল পরিচয়পত্র পাইয়ে দেওয়া। এতে খরচ কম। বৈধ পরিচয়পত্র জোগাড় তুলনায় কিছুটা কঠিন। যে কাজ রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক প্রশ্রয় না থাকলে সম্ভব নয়।

মাত্র কয়েকদিন আগে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এমনই এক ব্যক্তির কাছে বৈধ পরিচয়পত্রের খোঁজ মিলেছে, যিনি বাংলাদেশে জুলাই অভ্যুত্থানের অন্যতম সৈনিক। তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য ও নেতার সংশ্রবে থেকে তিনি সেই পরিচয়পত্র জোগাড় করেছেন বলে অভিযোগ। তাঁর সেই পরিচয়পত্র অবশেষে বাতিল হয়েছে বটে। কিন্তু এরকম কাণ্ড দেশে ভূরিভূরি। তৃণমূল রাজত্বে শাসকদলের লোকেরা জড়িয়ে যাচ্ছেন এই কারবারে।

বাম আমলেও শাসকদলের একাংশের প্রশ্রয়ে পরিচয়পত্রের কারবার ছিল। সবক্ষেত্রে দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব এতে জড়িত থাকে না বা জানতেও পারে না। কিন্তু দলের একাংশের কারবারে কড়া পদক্ষেপ করে না। আর টাকা দিলে প্রশাসনের একাংশকে যে বশ করা যায়, তাতে সন্দেহ নেই। এতে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে জেনেও অবাধে চলছে এই কারবার। রাজনীতি ও প্রশাসনের লোকদের দায়ও তাই কম নয়।

অমৃতধারা

আমরা ভগবানের মধ্যে কেমনভাবে আছি জানো - যেমন মহাসমুদ্রে মাছেরা সব কিলবিল করে। তাঁকে ছেড়ে আমরা বেঁচে থাকতে পারি না, যেমন মাছেরা জল ছাড়া থাকতে পারে না। ভগবান যেন জল ও আমরা সকলে মাছ। তাঁকে ছেড়ে আমরা বাঁচতে পারি না। তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা। 'ঈশ্বর' 'ঈশ্বর' করছো, কিন্তু কে ঈশ্বর ? ঈশ্বর কি আকাশের উপরে আছেন ? তাঁর কী সেবা করবে ? এই সমস্ত মনুষ্যসমষ্টির মধ্যে তাঁকে দ্যাখো। তাঁকে বলা হয় 'বিরাট-পুরুষ'। পুরুষসূক্তে আছে ঃ 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ'। 'সহস্র' মানে বিশাল বা অনন্ত। তিনি আমাদের চোখ দিয়ে দেখছেন, আমাদের কান দিয়ে শুনছেন। আমাদের সকলের মনের সমষ্টি তাঁর মন (cosmic mind)। আমরা সব (সমস্ত জীব) কি রকম জানো ? যেমন সব ইলেক্ট্রিক ল্যাম্প, কিন্তু ইলেক্ট্রিসিটি আসলে এক।

-স্বামী অভেদানন্দ

আলোচিত

হ্যাঁ, ক্রিকেট বোর্ড আমাকে ক্যাপ্টেন হিসেবে চেয়েছিল। কিন্তু আমিই রাজি হইনি। আমার পক্ষে ৫ টেস্টের সিরিজে টানা খেলা সম্ভব নয়। নিজের পারফরমেন্স ভালো করতে কম ওয়ার্ক লোড নেওয়া উচিত। আমি সবসময় দলকে প্রাধান্য দিই। চাপ কম থাকলেই আমি দেশের হয়ে ভালো খেলতে পারব। - যশপ্রীত বুমরাহ

ভাইরাল

বুর্জ খলিফায় পর্যটকদের গরবা নাচ। বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ইমারতের ১২৪ তলায় কয়েকজন ভারতীয় গানের তালে গরবা নাচছেন। কচিকাঁচা থেকে বয়স্ক সবাই সেই নাচে অংশ নিয়েছেন। পর্যটনস্থলে নাচানাচি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া নেটপাড়ায়।

আজ

২০২১

আজকের দিনে প্রয়াত হন অ্যাথলিট মিলখা সিং।

২০০৯

ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ প্রয়াত হন আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

কেন এত গোপন রাখতে হয় ব্যাপারটা। বড় বয়সে বুঝেছি। আসলে গোপনীয়তা ম্যাজিকের প্রাণ। গোপনীয়তা নষ্ট হলে সব শেষ। আর অন্তর্ঘাত এত বেশি যে প্রায়ই বিপদে পড়ার সম্ভাবনা।

লোকটা মানুষ নাকি ভগবান, বাবা প্রায় বোবা!

পি সি সরকার

আমার তখনকার শোগুলো কীরকম হচ্ছে তা জানার জন্য বাবা লোক পাঠাতেন। ওরা গোপনে শো দেখে এসে রিপোর্ট দিত। এবং বাবার সহকারীদের চোখের দৃষ্টিতেই আমি বুঝতে পারতাম, কীরকম করছি। মনে মনে ভাবতাম, আমি বড় জাদুকর। কিন্তু আবার এও ভাবতাম, বড়ই যদি হব, তাহলে আমার শো করার জন্য লোক আসছে না কেন! কিশোর মনের মধ্যে উঁকি দিল, প্রচার চাই প্রচার। কিন্তু কীভাবে প্রচার করব? আমি যে ম্যাজিক পারি, ম্যাজিক বুঝি, তার জানান দিতে হবে। কিন্তু বিজ্ঞাপন দিতে তো প্রচুর টাকা দরকার। আর আমার হয়ে বলারও কেউ নেই। ঠিক করলাম, ম্যাজিকের উপর লেখা বই নিয়ে নিজেই যাব বিভিন্ন ম্যাগাজিনের অফিসগুলোতে। তখন ছোটদের কাগজ বলতে বোঝাত শুকতারা। আমরা শুকতারা গোগ্রাসে গিলতাম। কলেজ স্ট্রিটের ওদিকে শুকতারার অফিস, তা জেনে নিলাম গ্রুপের বড়দের কাছ থেকে। কিন্তু যাব কী করে? মাধববাবু বললেন, টু-বি বাসে চড়ে গোলদিঘির সামনে নেমে খোঁজ করতে। ওভাবেই বাড়ির কাউকে কিছু না বলে খুঁজে খুঁজে চলে গেলাম শুকতারার ঝামাপুকুর লেনের অফিসে। সম্পাদক মধুসূদন মজুমদার যে 'দৃষ্টিহীন' তা আমার জানা ছিল না। ঘরে ঢুকে পরিচয় দিতেই কাছে ডাকলেন, আর তারপর আমার মুখে হাত বুলিয়ে বললেন— কম বয়সে তোমার বাবারও ঠিক এমন চেহারা ছিল। আমি অবাক হয়ে যাই। ভদ্রলোক হাতের স্পর্শ দিয়ে দেখতে পান নাকি? ওঁকে বললাম, আমার আসার উদ্দেশ্য। আমার লেখা 'ম্যাজিকের কথা' আর্টিকেলটা উনি আমায় পড়ে শোনাতে বললেন। পড়তে শুরু করলাম। ভদ্রলোক সেসব শুনে হেসে ফেললেন। 'ওভাবে নয়, এভাবে লেখো।'

আসলে, ওইটুকু ছেলে নিজে থেকে এসে নিজের লেখা প্রকাশ করতে এসেছে দেখে উনি মনে হয় অবাকই হয়েছিলেন। আমি আরও অবাক হলাম মাস পাঁচেক পর শুকতারায় ওই লেখাটা বেরোতে দেখে। সাহস পেয়ে গেলাম। যেতে আরম্ভ করলাম লোকসেবক, যুগান্তর এবং অন্যান্য দপ্তরে। তখন ওইসব কাগজে ছোটদের বিভাগে আমার ম্যাজিকের লেখা বেরোতে লাগল। সংবাদও বেরোল। অবশ্যই প্রশংসা করে। সারা সপ্তাহ তাকিয়ে থাকতাম নির্দিষ্ট দিনটার দিকে। যেদিন সংবাদ বেরোত সেদিন আমায় পায় কে! সব কেটে কেটে সাজিয়ে রাখতাম। সেই ক্লিপিংগুলো এখনও আমার কাছে আছে। সারা জীবন থাকবে। ওগুলো আমার সম্পদ। আমার ম্যাজিকের খবর কাগজে বেরোচ্ছে— এই সংবাদ বাবার কানেও পৌঁছাল। মনে মনে আমি তখন নিজেকে বলছি, 'হুঁ হুঁ বাবা। আমিও কম নাকি!' আর রোজই ভাবছি, বাবা হয়তো কোনও দিন সকালে মাকে দিয়ে আমাকে ডাকবেন। এবং ম্যাজিক নিয়ে আলোচনায় বসবেন। দু-চারটে ম্যাজিক শেখাবেন। নাঃ, তা আর হল কোথায়! অতএব সেই মহাবিদ্যার সাহায্য নিতে হল। অপেক্ষা করে থাকতাম উনি কখন বাড়ির বাইরে যাবেন। কাউকে কিছু না বলে ওঁর পড়ার ঘরে ঢুকে পড়তাম। জানতাম,

ম্যাজিকের সব গোপন ব্যাপারগুলো উনি ডায়েরির মধ্যে লিখে রাখতেন। বাবা চলে গেলেই বসে পড়তাম ডায়েরি নিয়ে। সাংকেতিক সব শব্দ, আঁকিবুকি। প্রথম প্রথম কিছুই বুঝতাম না। তবে নিজের ডায়েরিতে সেগুলো নোট করে নিই। বারবার দেখি। কিন্তু বোধগম্য হয় না। রাতে নিউ এম্পায়ারে শো দেখতে যাই বাবার। শো দেখার পর আঁকিবুকিগুলো যেন আস্তে আস্তে প্রাণ পেতে লাগল। দিনকয়েক পরে বুঝতে পারলাম, ব্যাপারগুলো কী! তারপর সবার অলক্ষে প্র্যাকটিস করতে করতে সড়োগড়ো হয়ে গেল। শিখে গেলাম বেশকিছু ম্যাজিক। তখন বুঝতাম না, কেন এত গোপন রাখতে হয় ব্যাপারটা। বড় বয়সে বুঝেছি। আসলে গোপনীয়তা ম্যাজিকের প্রাণ। গোপনীয়তা নষ্ট হলে সব শেষ। আর অন্তর্ঘাত এত বেশি যে প্রায়ই বিপদে পড়ার সম্ভাবনা। নন্দীবাবুদের কথা আগেই বলেছি। শুধু নন্দীবাবুরাই নন, ওরকম অনেক মানুষ ছিলেন আমাদের গ্রুপে যারা ম্যাজিকে নিয়মিত পার্ট করতে করতে নিজেদের ম্যাজিশিয়ান ভাবতে শুরু করেছিল। ওদের মনে হল, এ আর কি এমন ব্যাপার! এই জিনিস করে পি সি সরকার যদি দেশ-বিদেশ জয় করতে পারেন, আমরাও তাহলে পারব না কেন? ততদিনে ওদের ধারণা ওরা ম্যাজিকের সবকিছু শিখে ফেলেছে। প্রায় প্রতিবছরই ওদের কেউ না কেউ এসে বাবাকে বলত, 'দাদা, আমি আলাদা শো করছি। আপনি আশীর্বাদ করুন।'

চলে যেত। শুনতে পেতাম, অমুক নিজে শো করা শুরু করেছে। অচিরেই তাদের মোহভঙ্গ হত। কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে আছড়ে পড়ার পর ওরা দেখত, শো চালাতে গিয়ে ঘটিবাটি সব বেচা হয়ে গেছে। না খেয়ে মরতে বসার মতো অবস্থা। এই সময় ওরা দু'রকমভাবে বাঁচার চেষ্টা করত। একদল সোজা এসে ক্ষমা-টমা চেয়ে ঢুকে যেত গ্রুপে। অন্যদল ম্যাজিকের ট্রিকগুলো শিখিয়ে দেওয়ার নাম করে মোটা অঙ্ক রোজগার করতে আরম্ভ করত ম্যাজিশিয়ান হতে ইচ্ছুক কিছু অর্থবান লোকের কাছ থেকে। এভাবেই জন্ম হয়ে গেল বেশ কিছু ম্যাজিশিয়ানের। ওরা আমার বাবার খেলাগুলো কদর্যভাবে দেখাত বিন্দুমাত্র ঋণ স্বীকার না করে। বাবা দুঃখ পেতেন। কিন্তু কিছু বলতেন না। বুঝতে পারতাম, ভিতরে ভিতরে তিনি জ্বলছেন।

শুধু এভাবেই নয়। আরও নানাভাবে তাঁকে হেয় করার চেষ্টা হত। চেষ্টা হত বিপদে বা অপ্রস্তুতে ফেলার। যেমন ধরুন, কোথাও হয়তো শো করতে যাবেন, সকালবেলায় খবর নিয়ে এল এক ভদ্রলোক। কী ব্যাপার? 'আমি অমুক জায়গা থেকে আসছি। আমাকে অমুকে পাঠিয়েছে। আপনাদের আজ ওখানে শো করার কথা ছিল। ওদের প্যান্ডেল কাল রাতে পুড়ে গেছে। শো সাতদিন পরে হবে। এই যে চিঠি।' কী আর করা। গ্রুপের যারা এসেছে তাদের ছুটি হয়ে গেল। বেলা বারোটা নাগাদ সংগঠকদের তরফে ফোন, 'কখন বেরোচ্ছেন?'

'বেরোচ্ছেন মানে? আপনাদের শো তো আজ বাতিল!' 'কী বলছেন? হাউসফুল। এরকম রসিকতা করবেন না দাদা। মরে যাব।' 'না, না। একদমই রসিকতা নয়। সকালে যে একজন এসে বলল...!' বুঝতেই পারছেন, এর পরের সংলাপ। এবং শেষপর্যন্ত যখন আবার সবাইকে জোগাড়যন্ত্র করে বেরোনো হল, তখন শো শুরু হতে ঘণ্টাখানেক বাকি। আমার জীবনেও এরকম ঘটনা ঘটাবার চেষ্টা হয়েছে। একবার আমরা বোম্বাই যাব। দুপুরের গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস। হঠাৎ এগারোটা নাগাদ ফোন। 'ট্রাভেল এজেন্ট বলছি। আপনাদের ট্রেন বাতিল হয়ে গেছে। কালকের ট্রেনের রিজার্ভেশন চেষ্টা করে পাওয়া গেছে। আজ আর হাওড়া স্টেশনে যাওয়ার দরকার নেই।' প্রথমে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। হঠাৎ মনে হল, কোনও ষড়যন্ত্র নয় তো! হাওড়া স্টেশনের এনকোয়ারিতে কেউ টেলিফোন তুললেন না। তুললেও ভরসা পেতাম না। আলোচনা করে আমরা ঠিক করলাম, স্টেশনে যাব। যদি না যায় ট্রেন, ফিরে আসব। কী এমন ক্ষতি হবে তাতে? আমরা তো যাচ্ছিলামই। ভাগ্যিস গেলাম। গিয়ে দেখি, সবকিছু ঠিকঠাক চলছে। গীতাঞ্জলি দাঁড়িয়ে আছে আমাদের জন্য।

বারবার ঠেক খেতে খেতে বাবা ঠিক করলেন, কবে শো, কোথায় শো কাউকে বলবেন না। ধরা যাক, শুক্রবার সকালের বিমান। বাবা বলে দিলেন বৃহস্পতিবার সকালবেলা তোমরা সব আমার বাড়িতে চলে আসবে। কোথায় শো, কীভাবে যাওয়া হবে কিছুই বলতেন না। এটাকে উনি বলতেন, 'স্ট্যান্ডবাই' সিস্টেম চালু। ধরা যাক, গ্রুপের কাউকে বললাম, কাল সকাল সাতটায় চলে এসো। সে বলল, ঠিক আছে। যখন বললাম, সাতটা স্ট্যান্ডবাই কিন্তু এবার সে বেশ সিরিয়াস। শুধু ঘাড় নাড়ল হয়তো। মুখ দিয়ে শব্দ বেরোল না। একবার এরকম স্ট্যান্ডবাই টাইম মিস করেছিলেন বাবার দলের প্রধান সহকারী যতীন চৌধুরী। বিদেশ যাওয়া হবে। যেহেতু উনি বাবার খুব কাছের লোক ছিলেন, তাই জানতেন কবে যাওয়া হবে, কোথায় যাওয়া হবে। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত। যতীনবাবুর পাত্তা নেই। এদিকে ইমিগ্রেশন চেক ইন, কাস্টমস চেক ইন সব করতে সময় লাগবে। তারপর অতগুলো লোকের! বাবা দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বাড়িতে মার কাছে যতীনবাবুর ট্যাক্সিভাড়া রেখে গেলেন। এলেই যেন বিমানবন্দরে চলে যান। বিমানবন্দেরর দিকে যেতে যেতে ওঁরা আলোচনা করছিলেন, নিশ্চয়ই কোনও কারণে দেরি হয়েছে দেখে উনি সোজা বিমানবন্দরেই চলে গেছেন। তখন তো আর সেলফোনের যুগ ছিল না। কিন্তু সেখানে গিয়েও ওঁর পাত্তা নেই। বোর্ডিং পাস নেওয়া হয়ে গেল। বিমান ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। বাবা নিজস্ব প্রভাব খাটিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড় করালেন বিমানকে।

এই সময় দেখা গেল উশকোখুশকো চুলে, ময়লা কাপড় পরে চিন্তিত মুখে যতীনবাবু নামলেন ট্যাক্সি থেকে। বিদেশ যাবেন। অথচ হাতে সুটকেস নেই। তাড়াহুড়ো করে সবকিছু চেকিং-টেকিং করে ঢোকানো হল বিমানে। বিমান আকাশে ওড়ার পর বাবা যতীনবাবুর পাশে যিনি বসেছিলেন, তাঁকে বললেন, ওঁর সিটে গিয়ে বসতে। সবাই অপেক্ষা করছে, এবার বিস্ফোরণ হবে। এতক্ষণ বাবা একটি কথাও বলেননি। এইবার যতীনবাবুর অবস্থা হবে কাহিল। 'দেরি হল কেন?' গলা দিয়ে যেন বুলেট বেরোল। 'এর চেয়ে আর তাড়াতাড়ি পারলাম না।' 'পারলাম না মানে? আপনার জন্য প্লেন মিস হচ্ছিল সবার। আপনি বলছেন, পারলাম না! কী এমন রাজকার্য ছিল আপনার?' 'বললাম তো, বকবেন না। এর আগে পারা সম্ভব ছিল না। ছেলেটার মুখে আগুন দিয়েই চলে এসেছি। এখনও সবটুকু দাহ হয়নি। বাকিটা ওরাই সামলে নেবে।' 'তার মানে?' 'হ্যাঁ, সকালে মারা গেল বড় ছেলেটা।'

বাবা প্রায় বোবা। লোকটা মানুষ না ভগবান!

জনমন জনমত

এত বাংলাদেশি কী করে এদেশে নাগরিকত্ব পান?

বেশ কিছুদিন যাবৎ উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হচ্ছে, শান ভৌমিক নামে এক বাংলাদেশি তরুণ কয়েক বছর ধরে শিলিগুড়িতে অবৈধভাবে বসবাস করছে। এটা ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ, এরই মধ্যে ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের অনেক সরকারি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হয়তো বা পাচার হয়ে গিয়ে থাকতে পারে।

শুধু শান ভৌমিক নয়, শিলিগুড়ির অনেক জায়গাতেই এরকম লোক পাওয়া যাবে। যাঁরা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। কাগজপত্র তৈরি করে দিব্যি ভারতীয় নাগরিক হয়ে গিয়েছেন।

ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের এত বাঘা বাঘা গোয়েন্দা সংস্থা, এত বিএসএফ, এসএসবি আরও কত সিকিউরিটি থাকতে একজন বাংলাদেশি বছরের পর বছর ধরে সব রকমের কার্ড বানিয়ে সব সিকিউরিটি সংস্থাকে ফাঁকি দিয়ে কী করে শহরের প্রাণকেন্দ্রে ফ্ল্যাট কিনে বহালতবিয়তে বসবাস করে? এই যদি আমাদের দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলির হাল হয় তাহলে তো ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করাই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। এই রকম কত যে সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তার কি কোনও হিসেব আছে? এ তো খুব মারাত্মক ধরনের গোয়েন্দা ব্যর্থতা! এতে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাই প্রশ্নের সম্মুখীন।

সমীরকুমার বিশ্বাস
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

সব তদন্ত শেষ প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে

যে কোনও প্রতিষ্ঠান, সংস্থার বৃহৎ পরিসরে অনেকগুলো কর্মপ্রবাহের স্তর থাকে। প্রতিটি স্তরের নিয়মিত ও সুশৃঙ্খল পর্যবেক্ষণ সেই সংস্থার বৃহৎ পরিসরের কর্ম পরিকল্পনাকে দুর্ঘটনা ও ত্রুটি মুক্ত করতে পারে। কিন্তু পরস্পর সম্পর্কযুক্ত যে কোনও এক বা একাধিক কর্ম স্তরের কোনও রকম গাফিলতি থাকলে তা সমগ্র কর্ম পরিকল্পনার ওপর এক মারাত্মক অভিঘাত সৃষ্টি করে।

জল, স্থল, অন্তরীক্ষে জলযান, রেল, বাস, বিমান- প্রতিটি যাত্রাপথে সুষ্ঠু চলাচলের বৃহৎ পরিসরের কর্মকাণ্ড এমনই বহুস্তরীয় কর্ম পরিকল্পনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেখানে যে কোনও স্তরের অবহেলা পুরো সিস্টেমকে ব্যাহত করে।

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কোনও স্তরে ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ বা শৃঙ্খলার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই উপেক্ষা, উদাসীনতার ভবিষ্যৎ পরিণতি 'ভবিতব্য' হয়ে কখনো-কখনো দুর্ঘটনায় পর্যবসিত হয়।

পরপর ঘটে যাওয়া বিভিন্ন দুর্ঘটনা সহ ১২ জুন আহমেদাবাদে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনাও কি সেই ভবিতব্য? যার নেপথ্যে থাকতেই পারে এক বা একাধিক কোনও স্তরের কর্মে গাফিলতি? ঢাকঢোল পিটিয়ে সব দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু হয়, কিন্তু শেষ হয় প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে।

বিগত বেশ কয়েকটি ডোমেস্টিক উড়ান যাত্রার অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণ খুব স্বস্তিদায়ক নয়। সংকীর্ণ প্যাসেজের দুই পাশে অপ্রতুল পরিসরে যাত্রীদের আঁটোসাঁটো হয়ে বসার ব্যবস্থা থেকে শীতাতপ যন্ত্রের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা- বিমানের টিকিটের দামের তুলনায় নিম্নমানের। দুই-আড়াই ঘণ্টার যাত্রাপথে এক কাপ চা 'কমপ্লিমেন্ট' তো নয়ই, বিনিময়ে দেড়শো-দুশো টাকা। অন্যান্য স্ন্যাকসের কথা উল্লেখ না করাই ভালো।

যেখানে প্রাইভেট ব্যবসার এতটা রমরমা সেখানে যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য প্রায় তলানিতে। এরপরের ল্যান্ডিং-টেক অফের ত্রুটিযুক্ত দুরুদুরু বক্ষ তো আছেই।

যেখানে বোয়িং বিমান এয়ার ইন্ডিয়ার মতো সফিস্টিকেটেড উড়ানের এই হাল, সেখানে অন্যান্য তথাকথিত 'লো কস্ট' (যদিও সাধারণের নাগালের বাইরে) প্রাইভেট ডোমেস্টিক উড়ান সংস্থার কথা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। শুধু কি গন্তব্যে খুব কম সময়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই অর্থ এবং জীবনের মূল্য দিয়ে এই ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াত?

গৌতমেন্দু নন্দী
নতুনপাড়া, জলপাইগুড়ি।

মেলা, যানজটে হাসপাতালে যেতে সমস্যা

মেলা আমাদের জনজীবনে বিশেষ প্রভাব ফেলে। নানাবিধ মেলার মাঝে এক্সপোমেলা অন্যতম আকর্ষণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক ছোঁয়ায় যার জুড়ি মেলা ভার। আনন্দ বিনোদনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে এই মেলা।

ইসলামপুর শহরের নিউটাউনে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও এক্সপোমেলা এসেছে। সেই মেলার আকর্ষণে প্রতিদিনই ভিড় হচ্ছে। মেলা ঘিরে শহরের বিভিন্ন মোড়ে যানজট হচ্ছে। যেমন আইটিএস মোড়, তিনপুল, রামকৃষ্ণপল্লি প্রভৃতি জায়গায় ব্যাপক যানজটের ফলে বিভিন্ন অসুবিধা হচ্ছে পথচলতি মানুষজনের।

নানাবিধ অসুবিধার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অসুবিধা, এক্সপোমেলার ঢিলছোড়া দূরত্বে রয়েছে সুপারস্পেশালিস্ট হাসপাতাল। এই হাসপাতালে কোনও রোগী বা অন্তঃসত্ত্বাকে নিয়ে যেতে ভয়ংকর ভিড়ের জন্য অসুবিধা হচ্ছে।

এলাকাজুড়ে শুধু যানজট নয়, হাজার হাজার অবৈধ দোকাপাটের রমরমা। এসব দেখে অবাক হতে হচ্ছে প্রশাসনের উদাসীনতায়। একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় যেখানে হাসপাতাল রয়েছে সেখানে যানজট নিয়ন্ত্রণের কোনও রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি কেন? এমনও পরিস্থিতি হয়েছে যে, অন্তঃসত্ত্বা বেদনায় ছটফট করছেন, অথচ ভিড় সামাল দেওয়ার কেউ নেই। এক্ষেত্রে কোনও অঘটন ঘটলে দায় কে নেবে। শুধুমাত্র প্রশাসনের গাফিলতির জন্য সাধারণ মানুষকে ভুগতে হচ্ছে।

পম্পা দাস
থানা কলোনি, ইসলামপুর।

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৬৯

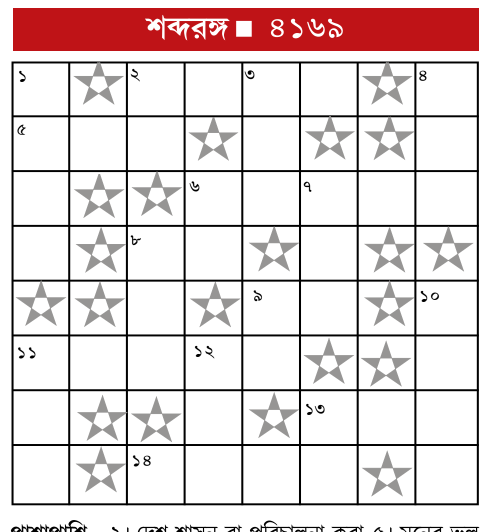

পাশাপাশি : ২। দেশ শাসন বা পরিচালনা করা ৫। মনের ভুল বা মায়া ৬। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ৮। সমাজমাধ্যমের ভাষায় জোরে হাসা ৯। কৃত্রিম আচরণ, জলে বা হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো ১১। উৎসবে হঠাৎ বাধা ১৩। কপালের ওপরে ও পাশে ছোট কোঁকড়ানো চুল ১৪। সাহিত্যিক চারুচন্দ্র চক্রবর্তীর ছদ্মনাম।

উপর-নীচ : ১। যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছে ২। বড়শি বা অঙ্কুশ ৩। আকারে বড় হাঁস ৪। সকলের জন্য কল্যাণকর ৬। বিজেপি অথবা তৃণমূল ৭। মাটির তৈরি বড় সরা ৮। লোভাতুর বা লুব্ধ দৃষ্টি ৯। সত্যি নয়, কৃত্রিম আচরণ ১০। অভিমান জনিত স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য কলহ ১১। প্রতারণা বা কপটতা ১২। ভারতীয় একটি তারবাদ্য ১৩। বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি।

সমাধান ■ ৪১৬৮

পাশাপাশি : ১। আলুভাতে ৩। কাপাস ৫। আছাড়িপিছাড়ি ৬। নব্যতা ৭। বাবলা ৯। কথোপকথন ১২। নালিক ১৩। কটকার।

উপর-নীচ : ১। আকিঞ্চন ২। তেরছা ৩। কাহ্নপা ৪। সকড়ি ৫। আতা ৭। বান ৮। লাগাতার ৯। কল্পনা ১০। পলক ১১। থমক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

দিল্লিতে উদ্বেগে ইরানি ছাত্ররা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন : যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের খবর শুনে মন ভারাক্রান্ত হয়ে আসে। হাজার হাজার মাইল দূরে থেকেও বুক ধড়ফড় করে, চোখে ঘুম নামে না। ঠিক এমনই অবস্থা দিল্লিতে পড়াশোনা করা ইরানি পড়ুয়াদের।

দিল্লির ইরান কালচারাল হাউস সোমবার তাদের দরজা খুলে দিয়েছিল ভারতে বসবাসকারী ইরানি নাগরিকদের জন্য। উদ্দেশ্য একটাই, একসঙ্গে বসে উদ্বেগ ভাগ করে নেওয়া। ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া। দেশের মাটিতে যখন বোমা পড়ছে, মানুষ মারা যাচ্ছে, তখন বিদেশের মাটিতে থাকা প্রবাসীরা খুঁজে পেলেন এক টুকরো আশ্রয়। যেখানে শুধু চোখের জল আর নীরব প্রার্থনাই সম্বল।

কালচারাল হাউসের এক কোণে রাখা হয়েছে একটি কনডোলেন্স রেজিস্টার। যেটি থাকে ইরানি দূতাবাসে। কিন্তু পরিস্থিতি এমনই, এবার সেই শোকপত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে মানুষের আরও কাছাকাছি।

সেখানে কেউ লিখেছেন, 'আমার ভাই ফোন করেনি তিনদিন, শুধু প্রার্থনা করছি, ও যেন বেঁচে থাকে।' আরেকজনের লেখা, 'ইজরায়েলের ক্ষোভ আমাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আমরা শান্তি চাই।' একজন লিখেছেন, 'আমি চাই, পৃথিবী যুদ্ধহীন হোক।'

চারপাশে একটা নিঃশব্দ চাপা কষ্টের আবহ। ছোট ছোট বাচ্চা, তরুণ-তরুণী, অধ্যাপক থেকে শুরু করে বিভিন্ন পেশার লোকজন সবাই একসাথে এসে জড়ো হচ্ছেন দিল্লির মান্ডি হাউসের ইরান কালচারাল হাউসে।

ভারতে বর্তমানে প্রায় ৮ হাজার ইরানি ছাত্রছাত্রী রয়েছেন। দিল্লি, হায়দরাবাদ, বারাণসী, আলিগড়, পুনে এবং চেন্নাইয়ে মেডিকেল, ফার্মাসি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ইসলামিক স্টাডিজ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাঁদের বড় অংশ। দিল্লিতে আছেন ২ হাজার ইরানি পড়ুয়া। তাঁদের পরিবার রয়েছে তেহরান, ইস্পাহান, কোম বা শিরাজে। যেখানে ইজরায়েল সরাসরি আঘাত হেনেছে।

জামিয়া হামদার্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি স্কলার মোহাম্মদ আমিন ফেইজি বলেন, 'একটা অদ্ভুত অসহায়তা। ফোনে মা'র গলা শুনতে পাই না। কখনও কখনও ফোনটাই আসে না। ইন্টারনেট বন্ধ। অথচ চোখ তো ফোনের স্ক্রিনেই পড়ে আছে।'

দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সেহের এব্রাহিমই। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে স্নাতকোত্তরে পড়াশোনা করছেন। টানা দু'দিন তেহরানে থাকা পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি। ইরান কালচারাল হাউসে এসেছেন যদি কোনওভাবে যোগাযোগ করতে পারেন পরিবারের সঙ্গে।

ইরান কালচারাল হাউস এখন আর শুধুই সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নয়, এই মুহূর্তে তা হয়ে উঠেছে প্রতিরোধ, শোক, সংহতি ও প্রার্থনার মঞ্চ। কেউ কোরান পাঠ করছেন, কেউ কবিতা লিখে পড়ছেন নিজের ভাষায়, কেউ নীরবে মোমবাতি জ্বালাচ্ছেন। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা একজন মধ্যবয়সি ব্যক্তি বলেন, 'ইরানিরা কখনও মাথা নীচু করে না। আমরাও করব না। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলেও, মনটা আমার জন্মভূমিতেই রয়েছে।' ইরান কালচারাল হাউসের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা ফারিদ ফারিদাসর বলেন, 'ইরানের মাটিতে হামলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক সমাজের উচিত এর নিন্দা করা। এই হামলার দায় ইরানের নয়, ইজরায়েল আমাদের ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালাচ্ছে। আমরা শুধু প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছি।'

এদিকে ইরান আর ইজরায়েল দুই দূতাবাসের নিরাপত্তায় কড়াকড়ি শুরু করেছে দিল্লি পুলিশ।

একযোগে বাতিল ৭ উড়ান

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন : একদা আকাশের মহারাজার এখন রীতিমতো গলদঘর্ম দশা। গত বৃহস্পতিবার আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনের গ্যাটউইকগামী এআই-১৭১ ড্রিমলাইনারটি ওড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মেঘানিনগরে ভেঙে পড়ে। ভয়াবহ ওই দুর্ঘটনায় বিমানের ২৪১ জন সহ মোট ২৭৯ জন প্রাণ হারান। ওই দুর্ঘটনার পর টাটাদের মালিকানাধীন এয়ার ইন্ডিয়ার যাত্রী পরিষেবা রীতিমতো বড়সড়ো প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড়িয়েছে। শুধুমাত্র মঙ্গলবারই আমেদাবাদ-লন্ডন, দিল্লি-প্যারিস, মুম্বই-স্যান ফ্রান্সিসকো সহ মোট সাতটি আন্তর্জাতিক উড়ান একযোগে বাতিল করেছে এয়ার ইন্ডিয়া। স্যান ফ্রান্সিসকোগামী বিমানটি ছাড়া প্রত্যেকটিই বোয়িংয়ের বি ৭৮৮ ড্রিমলাইনার বিমান।

মূলত যান্ত্রিক ত্রুটি এবং উড়ানের অভাবের কারণেই এই অবস্থা বলে এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছে তারা। যাত্রীরা যাতে নিজেদের গন্তব্যে

নাজেহাল 'মহারাজা'

পৌঁছোতে পারে সেজন্য বিকল্প ব্যবস্থাও করা হয়েছে বলে সংস্থা জানিয়েছে। পাশাপাশি যাত্রীদের টিকিটের টাকা ফেরত এবং হোটেলে থাকার বন্দোবস্তও করেছে এয়ার ইন্ডিয়া। এদিন যে উড়ানগুলি বাতিল করা হয়েছে সেগুলি হল এআই ১৫৯ আমেদাবাদ-লন্ডন, এআই ১৪৩ দিল্লি-প্যারিস, এআই ১৭৯ মুম্বই-স্যান ফ্রান্সিসকো, এআই ১৭০ লন্ডন-অমৃতসর, এআই ৯১৫ দিল্লি-দুবাই, এআই দিল্লি-ভিয়েনা এবং এআই ১৩৩ বেঙ্গালুরু-লন্ডন।

এই অবস্থায় মঙ্গলবার এয়ার ইন্ডিয়ার সিইও ক্যাম্পবেল উইলসনের সঙ্গে দেখা করে ডিজিসিএ। আহমেদাবাদ দুর্ঘটনার পর এয়ার ইন্ডিয়ার শীর্ষ কর্তার সঙ্গে প্রথম বৈঠকে ড্রিমলাইনার সহ সংস্থার বিমানগুলির সুরক্ষা, রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি উড়ানগুলি যাতে সঠিক সময়ে ছাড়ে সেদিকে নজর দিতে বলেছে ডিজিসিএ। এই ব্যাপারে সমস্ত নিয়মকানুন কঠোরভাবে মেনে চলতে বলা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী মুরলীধর মোহোল জানিয়েছেন, কমিটি তিনমাসের মধ্যে রিপোর্ট দেবে।

এদিকে চূড়ান্ত নাজেহাল হয়েছেন সান ফ্রান্সিসকো থেকে মুম্বইগামী এআই-১৮০ বিমানের যাত্রীরা। সোমবার রাত ১২টা ৪৫ মিনিটে সেটি কলকাতায় অবতরণ করেছিল। সান ফ্রান্সিসকো থেকে মুম্বই সরাসরি আসা-যাওয়া করলেও ইজরায়েল-ইরান সংকট, পাকিস্তানের আকাশসীমা বন্ধের কারণে ইদানীং ওই উড়ানটি কলকাতা হয়ে মুম্বই যায়। সেই কারণে সোমবার রাতেও নেমেছিল উড়ানটি। রাত ২টো নাগাদ সেটি ছাড়ার কথা ছিল। কিন্তু বিমানের বাম ইঞ্জিনে গোলযোগের কারণে সেটি মঙ্গলবার ভোর ৫টা ২০ মিনিট পর্যন্ত ছাড়তেই পারেনি।

শেষমেশ দীর্ঘ হয়রানির শেষে ওই বিমানের যাত্রীদের নামিয়ে নিকটবর্তী হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে বোমাতঙ্কের কারণে কোচি থেকে দিল্লিগামী ইন্ডিগোর একটি উড়ান নাগপুরে জরুরি অবতরণ করে। যাত্রীদের নিরাপদে বিমান থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

আহমেদাবাদ দুর্ঘটনায় নিহত বিমানচালক সুমিত সাভারওয়ালকে শেষশ্রদ্ধা বাবা ও আত্মীয়দের। মঙ্গলবার মুম্বইয়ে।

পাইলটকে চোখের জলে শেষ বিদায়

মুম্বই ও আহমেদাবাদ, ১৭ জুন : কান্না যেন বাঁধ মানছিল না। কারও মুখে কোনও কথা নেই। শুধু একরাশ নীরবতা আর বিষণ্ণ মুখের সারি। গত সপ্তাহে ভয়াবহ আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় যাঁরা মারা যান, তাঁদের মধ্যে ছিলেন অভিশপ্ত এআই-১৭১ ড্রিমলাইনারের পাইলট ক্যাপ্টেন সুমিত সাভারওয়াল (৫৬)। মঙ্গলবার সকালে তাঁর মৃতদেহের কফিন পৌঁছোয় মুম্বইয়ের পোয়াইয়ের জলবায়ু বিহারে। ততক্ষণে সেখানে ভিড় জমিয়েছেন সুমিতের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী, পাড়া-প্রতিবেশী সহ বহু চেনা-অচেনা মানুষ। সকলের চোখেমুখে তখন স্বজনহারার যন্ত্রণা স্পষ্ট।

ছেলের মরদেহবাহী শকটকে জড়িয়ে দাঁড়িয়েছিলেন দুঃখ-শোকে বিধ্বস্ত সুমিতের ৮৮ বছরের বৃদ্ধ বাবা। কেউ চোখের জল মুছছেন। কেউ কেউ সুমিতের বাবাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। আহমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনায় ২৭৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত ১৩৫ জনের দেহ শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। ১০১ জনের মৃতদেহ বা দেহাংশ পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে আহমেদাবাদ সিভিল হাসপাতাল। ক্যাপ্টেন

দেহাবশেষ
শনাক্ত : ১৩৫
হস্তান্তরিত : ১০১

সাভারওয়ালের ৮২০০ ঘণ্টা বিমান চালানোর অভিজ্ঞতা ছিল। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, রানওয়ে থেকে ওড়ার পরই যান্ত্রিক গোলযোগ টের পান তিনি। মে ডে জারি করেও শেষরক্ষা করতে পারেননি ক্যাপ্টেন সাভারওয়াল। বৃদ্ধ বাবার দেখাশোনা করার জন্য অবসর নেওয়ার চিন্তাভাবনা করছিলেন সুমিত। ঊষা তালওয়াদেকার নামে এক প্রাক্তন কেবিন ক্রু সদস্য বলেন, 'সুমিত সবসময় লো প্রোফাইল থাকতেন। আপাদমস্তক ভদ্রলোক ছিলেন উনি। কোনও ইগো ছিল না। সবসময় হাসিখুশি থাকতেন।'

জলবায়ু বিহারে আবাসনের মন্দিরে প্রার্থনার পর সুমিতের কফিন নিয়ে যাওয়া হয় চাকালা শ্মশানে। সেখানেই তাঁর শেষকৃত্য হয়। এদিকে একটি নতুন ভিডিও সামনে এসেছে। ২১ সেকেন্ডের ওই ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, যে মেডিকেল কলেজের বিল্ডিংয়ে ড্রিমলাইনারটি ভেঙে পড়েছিল তার ব্যালকনি থেকে কলেজ পড়ুয়া এবং কর্মচারীরা লাফ দিচ্ছেন। ভয়াবহ আগুন ও কালো ধোঁয়ায় চারপাশ ঢেকে গিয়েছে।

ওডিশায় ছাত্রীকে গণধর্ষণ, ধৃত ১০

ভুবনেশ্বর, ১৭ জুন : এক কলেজছাত্রী বন্ধুর সঙ্গে ঘুরতে গিয়েছিলেন ওডিশার গঞ্জাম জেলার গোপালপুর সমুদ্রসৈকতে। তাঁরা দু'জনে সৈকতের একটু নির্জন স্থানে বসে গল্প করছিলেন। ওই সময় ১০ তরুণের হাতে গণধর্ষণের শিকার হন ছাত্রী। রবিবার রাতের ঘটনা। পুলিশ ১০ জনকে আটক করেছে। ঘটনায় আরও কেউ জড়িত কি না পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে।

অভিযুক্তরা প্রথমে তরুণীকে লক্ষ্য করে অশ্লীল কথাবার্তা বলতে শুরু করে। তরুণীর বন্ধু তাতে আপত্তি জানালে তাঁকে মারধর শুরু করে। অভিযোগ, তারপর তারা তরুণীকে টেনে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ চালায়।

গোপালপুর সমুদ্রসৈকত পর্যটকদের কাছে খুব প্রিয়। সাধারণ মানুষেরও পছন্দের জায়গা। ওই কলেজছাত্রী বন্ধুকে নিয়ে ১৫ জুন সন্ধ্যায় সেখানে গিয়েছিলেন। সেই সময় তিনটি বাইকে চেপে ১০ জন সেখানে এসে ওই কাণ্ড ঘটায়। দুষ্কৃতীরা চলে যাওয়ার পর নির্যাতিতা ও তাঁর বন্ধু কোনওরকমে সেখান থেকে বেরিয়ে থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে গোপালপুর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে যায়। তরুণীর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ট্রান্সকে হেনস্তা, খুন অভিযুক্ত

চেন্নাই, ১৭ জুন : রূপান্তরকামী এক তরুণীকে যৌন হেনস্তা করেছিলেন বছর পঞ্চাশের এক ব্যক্তি বলে অভিযোগ। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে তরুণী ক্ষিপ্র হয়ে প্রৌঢ়ের ওপর চড়াও হন। এর মধ্যে তাঁর সঙ্গী ফিরে এসে প্রৌঢ়কে বেদম প্রহার করেন। প্রহৃত ওই ব্যক্তি সমুদ্রসৈকতে অচৈতন্য অবস্থায় পড়েছিলেন। পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তামিলনাড়ুর মেরিনা সমুদ্রসৈকতে ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার। পুলিশ রূপান্তরকামী, তাঁর সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করেছে।

ধৃত দু'জনকেই সোমবার ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের বিচারবিভাগীয় হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন। দু'জনকেই পুঝল কেন্দ্রীয় কারাগারে রাখা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তরুণী ও তাঁর সঙ্গীকে পুলিশ আটক করে। তাঁরা দোষ স্বীকার করলে গ্রেপ্তার করা হয়।

ইনফ্লুয়েন্সার হত্যাকে সমর্থন

চণ্ডীগড়, ১৭ জুন : পঞ্জাবের ভাটিন্ডায় সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার কাঞ্চন কুমারীর হত্যাকাণ্ড নিয়ে বিতর্কের ঝড় বইছে। অকাল তখত সাহিবের প্রধান গ্রন্থী জ্ঞানী মালকিত সিং সোমবার এই হত্যাকে 'যথাযথ' বলে সমর্থন করেন।

'কমল কৌর ভাবি' নামেও পরিচিত ছিলেন কাঞ্চন। তাঁর বিরুদ্ধে অশ্লীলতা ছড়ানোর অভিযোগ এনে গ্রন্থী বলেন, 'এই ধরনের মানুষদের এরকম পরিণতিই হওয়া উচিত... কিছুই ভুল হয়নি।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের উচিত অশ্লীল গান না শোনা। যারা শিখ সমাজকে বদনাম করে, তাদের এই ধরনের শাস্তিই দেওয়া উচিত।' কাঞ্চনের দেহ ১১ জুন ভাটিন্ডার আদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্কিং লটে তাঁর গাড়ির ভিতরে পাওয়া যায়। পুলিশ জানায়, তাঁকে গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত ৫

লখনউ, ১৭ জুন : উত্তরপ্রদেশের মহোবার শ্রীনগর এলাকায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ জন নিহত এবং ৩ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। সোমবার দুপুর প্রায় ১টা ৩০ মিনিটে নানৌরা গ্রামের কাছে শ্রীনগর-বেলাতাল রোডে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানিয়েছে, দ্রুতগতির চার চাকার গাড়ির সঙ্গে একটি মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

কিভে রুশ হামলায় হত ১৫

কিভ, ১৭ জুন : রাশিয়া সোমবার রাতভর ইউক্রেনের রাজধানী কিভে ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে। এই হামলায় অন্তত ১৫ জন নিহত হয়েছেন এবং ৪৪ জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন ইউক্রেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইগোর ক্লাইমেঙ্কো। তিনি জানান, কিভ শহরের বিভিন্ন এলাকায় মোট ২৭টি স্থানে হামলা চালানো হয়েছে। এর মধ্যে আবাসিক ভবন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো রয়েছে। একটি আবাসিক ভবনে অন্তত ৩০টি আবাসন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ফুটেজে দেখা গিয়েছে, একটি ড্রোন সরাসরি একটি উঁচু আবাসনে আঘাত হানছে। এই হামলায় শহরের সলোমিয়ানস্কি ও স্বিয়াতোশিনস্কি জেলায় সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। রুশ আক্রমণের জবাব দিয়েছে কিভও। যদিও ইউক্রেনের ছোড়া শতাধিক ড্রোন ধ্বংস করা হয়েছে বলে দাবি রাশিয়ার।

কিভ সহ ইউক্রেনের বিভিন্ন শহরে সোমবার রাত থেকে হামলা চালায় রুশ বাহিনী। একের পর বোমারু ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়ে ইউক্রেনের মাটিতে। ক্লাইমেঙ্কো বলেন, সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার সকালের মধ্যে মোট ৪৪০টি ড্রোন এবং ৩২টি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছে তাদের ওপর। অন্য দিকে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, গত রাতে রাশিয়ার আকাশ প্রতিরক্ষা বিভাগ ১৪৭টি ইউক্রেনীয় ড্রোন হানা প্রতিহত করেছে এবং সেগুলিকে ধ্বংস করেছে।

গাজায় হত ৩৪

গাজা, ১৭ জুন : গাজায় ফের রক্তপাত ঘটাল ইজরায়েল। সোমবার খাদ্য সহায়তাকেন্দ্রের কাছে ইজরায়েলি বাহিনীর গুলিতে অন্তত ৩৪ জন প্যালেস্তিনীয় নিহত হয়েছেন। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন বেশ কয়েকজন শিশু ও মহিলা। গাজার স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, এটি এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে প্রাণঘাতী হামলা, যা প্রায় প্রতিদিনই ত্রাণশিবিরগুলিকে নিশানা করে ঘটানো হচ্ছে। এই খাদ্য বিতরণকেন্দ্রগুলি পরিচালনা করছে গাজা হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশন (জিএইচএফ)। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সোমবার খুব ভোরে ইজরায়েলি সেনা দক্ষিণ গাজার রাফা কেন্দ্রে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে গুলি চালায়। রাফা কেন্দ্রটি অঞ্চলটির অন্যতম ব্যস্ত ত্রাণ বিতরণ স্থান। যদিও ইজরায়েলি সেনাবাহিনী এই নির্দিষ্ট দিনের ঘটনার বিষয়ে কিছু বলেনি। তারা আগেই জানিয়েছে, যে কেউ সেনা অবস্থানের কাছাকাছি গেলেই তারা 'সন্দেহভাজন' হিসাবে নিশানায় চলে আসে সশস্ত্র বাহিনীর।

তেহরান থেকে সরছেন ভারতীয়রা

তেহরান, ১৭ জুন : ইরানে ইজরায়েলি হামলার তীব্রতা বাড়তেই সেখান থেকে নাগরিকদের সরিয়ে নিতে শুরু করেছে ভারত। বিদেশমন্ত্রকের হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে ইরানে প্রায় ১০ হাজার ভারতীয় রয়েছেন। তাঁদের বড় অংশ পড়ুয়া। মূলত তেহরান ও তার আশপাশের এলাকাগুলিতে রয়েছেন তাঁরা। মঙ্গলবার সকালে ভারতীয়দের তেহরান ছেড়ে নিরাপদ জায়গায় সরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল সেখানকার ভারতীয় দূতাবাস। সেইমতো পড়ুয়া ও কর্মসূত্রে তেহরানে থাকা ভারতীয়রা শহর ছাড়তে শুরু করেছেন।

ইজরায়েলের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার মধ্যেই এদিন প্রায় ৬০০ ভারতীয় পড়ুয়াকে ১৪৮ কিলোমিটার দূরে কুওম শহরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ১১০ জনকে সড়কপথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আর্মেনিয়ায়। এছাড়া হাজারের বেশি ভারতীয় নিজেদের উদ্যোগে তেহরান থেকে দূরে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ শহরগুলিতে চলে গিয়েছেন। তবে এখনও কয়েক হাজার ভারতীয় ইরানের রাজধানীতে আটকে রয়েছেন। তাঁদের জন্য আরও বাসের বন্দোবস্ত করা হচ্ছে দূতাবাসের তরফে।

শহিদ বেহেস্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় পড়ুয়া শেখ আজহান বলেন, 'প্রতিটি বাসে ৪০ জন করে পড়ুয়াকে কাছের শহরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তবে রাস্তায় প্রচণ্ড যানজট। বহু মানুষ শহর ছেড়ে যেতে চাইছেন। আমরা রাস্তায় আটকে রয়েছি।' জাকির শেখ নামে এক ছাত্রের বক্তব্য, 'আমরা ভারতীয় দূতাবাসের আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। আমাদের তেহরানের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তবে ভারতে কবে ফিরতে পারব সে ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি।' তাঁদের বাসে জম্মু ও কাশ্মীর, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের পড়ুয়ারা রয়েছেন বলে জাকির জানিয়েছেন।

মাঝপথে জি৭ বৈঠক ছেড়ে ফিরছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। কানাডায়।

'সব সময় ভুল করেন ম্যাক্রোঁ'

অটোয়া, ১৭ জুন : কানাডায় চলতি জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে ছায়া ফেলেছে ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধ। সম্মেলনে যৌথ বিবৃতিতে ইরানকে পরমাণু অস্ত্রমুক্ত করার পক্ষে সওয়াল করা হয়েছে। কিন্তু সেই বিবৃতি জারি হওয়ার আগেই দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন ট্রাম্প। তাঁর আচমকা ওয়াশিংটনে ফেরার কারণ ব্যাখ্যা করে হোয়াইট হাউস। স্বাভাবিকভাবে ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তন নিয়ে জল্পনা ছড়িয়েছে। যা উসকে দিয়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। আর তাঁর অনুমানে ক্ষুব্ধ হয়েছেন ট্রাম্প। এতটাই যে ফরাসি প্রেসিডেন্টকে উল্লেখ করেই সামাজিক মাধ্যমে বড়সড়ো পোস্ট করেছেন।

ম্যাক্রোঁ বলেছিলেন, 'আমার মনে হয় না মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হবে। তবে আমেরিকা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ওরা যুদ্ধবিরতির চেষ্টা করবে। অবস্থার যাতে অবনতি না ঘটে সেজন্য ইজরায়েলের ওপর চাপ তৈরি করবে।' সেই উদ্দেশ্যেই ট্রাম্প তড়িঘড়ি আমেরিকায় ফিরে গিয়েছেন বলে জানিয়েছেন ম্যাক্রোঁ। ফরাসি নেতার মন্তব্য সম্পর্কে ফিরতি বিমানে অবগত হন ট্রাম্প।

তারপরেই ট্রুথ সোশ্যালে তাঁর নয়া পোস্ট, 'ভুল! তিনি জানেন না কেন আমি এখন ওয়াশিংটনে যাচ্ছি। যুদ্ধবিরতির সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। সবচেয়ে বড় কথা, ইচ্ছাকৃতভাবে হোক বা না হোক, ইমানুয়েল সবসময় ভুল করেন।'

সমন এড়ালেন রবার্ট ভদরা

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন : ফের ইডির সমন এড়ালেন ওয়েনাডের কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরার স্বামী রবার্ট ভদরা। পলাতক অস্ত্র ব্যবসায়ী সঞ্জয় ভাণ্ডারীর সঙ্গে সম্পর্কিত একটি মানি লন্ডারিং মামলায় তাঁকে তলব করেছিল ইডি। কিন্তু মেয়ের গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রবার্ট ভদরা বর্তমানে দেশের বাইরে রয়েছেন। মঙ্গলবার ফের তাঁকে সমন পাঠিয়েছে ইডি। এর আগে ১০ জুন ইডি দপ্তরে আসার জন্য সমন পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেবারও সমন এড়িয়ে গিয়েছিলেন ভদরা।

কানাডায় মোদি, খালিস্তানি ক্ষোভ

ক্যালগারি (কানাডা), ১৭ জুন : জি৭ বৈঠকে যোগ দিতে মঙ্গলবার সকালে কানাডার ক্যালগারিতে পৌঁছোলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি কানানাস্কিসে ওই বৈঠকে অন্যান্য বিশ্বনেতাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। ক্যালগারিতে পৌঁছে মোদি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'জি৭ বৈঠকে বিভিন্ন নেতার সঙ্গে সাক্ষাত করার পাশাপাশি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ইস্যুতে আমার চিন্তাভাবনা তুলে ধরব।' জি৭ নেতাদের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতেও কথা বলবেন মোদি। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান কানাডার আধিকারিকরা। প্রবাসী

জি৭ বৈঠকে যোগ

ভারতীয়রাও তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান।

তবে অভ্যর্থনার পাশাপাশি প্রবল বিক্ষোভের আঁচও রয়েছে মোদির এই কানাডা সফরে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কানানাস্কিসে খালিস্তানি চরমপন্থীরা ইতিমধ্যে জড়ো হয়েছেন। বৈঠকস্থলের বাইরে তাঁরা মোদি বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অবশ্য মোদি আসার আগে থেকেই খালিস্তানি সংগঠনগুলি বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। এবার জি৭ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর যোগদান ঘিরে প্রবল সংশয় তৈরি হয়েছিল। একেবারে শেষমুহূর্তে তাঁকে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি। তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর পর থেকেই ক্ষোভের পারদ চড়ছে কানাডার খালিস্তানিদের মধ্যে। বস্তুত খালিস্তানপন্থী নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর খুনের পর থেকেই কানাডা-ভারত টানাপোড়েন চরমে ওঠে। ভারতে 'বলকানাইজেশন'-এর ডাক দিয়েছে ওই সংগঠনগুলি। বর্ডম্যান এও জানিয়েছেন, কিছু প্রতিবাদী ভারতের জাতীয় পতাকা ছিঁড়ে দিয়েছে। শিখস ফর জাস্টিস নামে ভারতে নিষিদ্ধ একটি সংগঠন

কানাডায় বিমানবন্দরে মোদিকে অভ্যর্থনা। মঙ্গলবার।

এই পরিস্থিতিতে জি৭ বৈঠকে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রীর কানাডায় আগমন ঘিরে রীতিমতো তেতে উঠেছে খালিস্তানি সংগঠনগুলি।

কানাডার সাংবাদিক ড্যানিয়েল বর্ডম্যান জানিয়েছেন, ক্যালগারিতে লাগাতার মোদি বিরোধী প্রতিবাদ, বিক্ষোভ দেখাচ্ছে খালিস্তানি সংগঠনগুলি। মোদির হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি বন্ধ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নিকে আর্জিও জানিয়েছে তারা। সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর রাজনীতিতে ইতি টানার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে। খালিস্তানি সংগঠনগুলির এহেন প্রতিবাদ, বিক্ষোভের নিন্দা করেছে পাটনা সাহিব গুরুদোয়ারা তখত। এদিকে মোদিকে কানাডায় স্বাগত জানিয়ে ভ্যাঙ্কুভারের জনপ্রতিনিধি ডালাস ব্রডি বলেন, এই সফরের মাধ্যমে ভারত-কানাডা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নত করার একটি সুযোগ এসেছে। এদিকে কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে কটাক্ষ করেছে।

বছরে ১০০ পরমাণু বোমা চিনের

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন : ইরানের পরমাণু শক্তিধর দেশ হওয়া ঠেকাতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে ইজরায়েল। এ ব্যাপারে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকারকে সমর্থন করছে আমেরিকা ও পশ্চিমী দেশগুলি। এদিকে কিছুটা নীরবেই নিজেদের পরমাণু অস্ত্রের ভাঁড়ার ভরিয়ে চলেছে চিন। সোমবার প্রকাশিত স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস ইনস্টিটিউটের (এসআইপিআরআই) রিপোর্ট বলছে, গত একবছরে ১০০টি পরামাণু ওয়ারহেড তৈরি করে ফেলেছে চিন। ২০২৪-এ তাদের কাছে এ ধরনের ৫০০টি পারমাণবিক অস্ত্র ছিল। বর্তমানে সেই সংখ্যা ৬০০-য় পৌঁছে গিয়েছে। বাৎসরিক পরমাণু অস্ত্রের বিস্তারে আমেরিকা, রাশিয়াকেও ছাপিয়ে গিয়েছে শি জিনপিংয়ের সরকার।

এসআইপিআরআই-এর হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে সবচেয়ে বেশি পরমাণু ওয়ারহেড রয়েছে রাশিয়ার কাছে। সংখ্যাটা ৪,৩০৯। দ্বিতীয় আমেরিকা। তাদের কাছে রয়েছে ৩,৭০০টি পরমাণু বোমা। তৃতীয় চিন। এরপর যথাক্রমে রয়েছে ফ্রান্স (২৯০), ব্রিটেন (২২৫), ভারত (১৮০) এবং পাকিস্তান (১৭০)। ইজরায়েলের কাছে রয়েছে ৯০টি পরমাণু ওয়ারহেড। আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা কিম জং উনের উত্তর কোরিয়ার কাছেও ৫০টি পরমাণু ওয়ারহেড রয়েছে বলে এসআইপিআরআই জানিয়েছে।

পারমাণু শক্তিধর অধিকাংশ দেশই নিজেদের পরমাণু অস্ত্রের ভাঁড়ার ভরাতে ব্যস্ত। তবে এক্ষেত্রে বাকিদের টেক্কা দিয়েছে চিন। ভারতের ৩ গুণের বেশি পরমাণু ওয়ারহেড মজুত করে ফেলেছে তারা। ভারতের অপারেশন সিঁদুর নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে রিপোর্টে। এসআইপিআরআই-এর এক শীর্ষ গবেষকের মতে, ভারত-পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সংঘর্ষের সময় বিভিন্ন মাধ্যমে পরমাণু কাঠামোয় হামলা নিয়ে নানা গুজব ছড়ানো হচ্ছিল। এই ধরনের বিভ্রান্তি একটি প্রচলিত যুদ্ধকে পারমাণবিক সংকটে পরিণত করতে পারে।

আশা কুহকিনী, তিহারে উপলব্ধি খালিদের

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন : দিল্লি হিংসার ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত তিহার জেলে বন্দি সমাজকর্মী ও গবেষক উমর খালিদ তাঁর পাঁচ বছরের বন্দিজীবনের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন একটি চিঠিতে। তাঁর কারাবাসের কাহিনীতে নিঃসঙ্গ লড়াইয়ের কথা উঠে এসেছে।

খালিদ লেখেন, রুশ লেখক ফিওদর দস্তয়ভস্কির বই 'দ্য হাউস অফ দ্য ডেড' পড়ে তিনি অবাক হয়েছেন যে, ১৫০ বছর আগে জারের রাশিয়ার জেলজীবনের সঙ্গে আজকের ভারতীয় জেলের কত মিল! দস্তয়ভস্কির বই থেকে 'আমরা বেঁচে থাকলেও জীবিত নই, আবার কবরেও যাইনি, তবুও মৃত' পংক্তিটি উদ্ধৃত করে খালিদ বলেছেন, লেখকের এই উপলব্ধি যেন আজকের তিহারেও প্রতিধ্বনিত হয়।

২০২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে তিনি তিহার জেলে বন্দি। দিনের পর দিন তিনি অপেক্ষা করে থেকেছেন আগামী কোনও জামিন শুনানির দিকে চেয়ে। সেই ছোট ছোট দিন গোনাই তাঁকে টিকিয়ে রেখেছে। তাঁর মতে, বন্দিদের জীবনে আশা বলতে কিছু নেই। একজন মুক্ত মানুষ আশায় বাঁচেন, কিন্তু কাজও করেন। আর বন্দিদের আশায় বেঁচে থাকাই যেন একমাত্র কাজ। দস্তয়ভস্কির উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লেখেন, 'বিনা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। আশা না থাকলে, মানুষ ভিতরে ভিতরে এক দানবে পরিণত হয়।'

খালিদের মতে, জেলে আশা রাখা বিপজ্জনক কাজ। যত বেশি আশা, ভেঙে পড়ার ঝুঁকিও তত বেশি। তাই তিনি চেষ্টা করেন আশাহীন থাকতে। তবু তিনি বলেন, আশার শক্তি এতই প্রবল যে, সবচেয়ে নিরাশ পরিস্থিতিতেও বন্দিরা সেটাই আঁকড়ে থাকেন। এক সহবন্দির কথা লিখেছেন খালিদ। ওই বন্দি গত ২৯ বছর ধরে

জেলে রয়েছেন। মৃত্যুদণ্ড থেকে রাষ্ট্রপতির ক্ষমায় তিনি মুক্তি পান। তবে শর্ত ছিল- জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জেলেই থাকতে হবে।

এই বন্দি সম্পর্কে খালিদ লেখেন, 'ওরা প্রধানমন্ত্রীকে মেরেছিল। কিন্তু আমি তো কাউকে মারিনি।' তিনি হয়তো আশা করছেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দণ্ডও হালকা হবে। খালিদ দস্তয়ভস্কির উক্তি টেনে বলেন, কারাগারে যারা অনেক বছর পার করেছে, তারা আর পালানোর চেষ্টা করে না। তারা আশা করে, হয়তো একদিন আদালত তাদের মুক্তি দেবে।

খালিদ লিখেছেন, এই পাঁচ বছরে অনেক কিছু বদলেছে। মানুষ পিএইচডি করে চাকরি পায়, প্রেম করে বিয়ে করে, সন্তানের বাবা-মা হয়, গাজায় গণহত্যা 'স্বাভাবিক' হয়, বাবা-মা বুড়িয়ে যান। এই সময় কি মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়?

বাবু ভাইয়া কি ফিরছে?

অক্ষয়কুমার খুব ব্যস্ত। স্কাই ফোর্স, কেসরি চ্যাপ্টার ২, হাউসফুল ৫—কোনওটা হিট বা সুপার হিট। বছরটা ভালো কাটছে তাঁর। আসছে কন্নাপ্পা—এই কন্নড় ছবিতে তিনি শিবের ভূমিকায়। যাই হোক, হেরা ফেরি ৩ কোন অবস্থায় আছে, জানতে চান সকলেই। সম্প্রতি অক্ষয় কুমারকে এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন, 'যা হচ্ছে তা সকলের চোখের সামনেই হচ্ছে। আমি ফিঙ্গার ক্রশ করে রেখেছি। আশা করে আছি। আমি চাই সব ঠিক হয়ে যাক। আমি নিশ্চিতভাবেই আপনাদের বলছি, সব ঠিক হবেই।'

অক্ষয়ের এই কথায় মনে হচ্ছে পরেশ রাওয়ালের সঙ্গে তাঁর বিরোধ কি তাহলে মিটল? ছবির বাবু ভাইয়া মানে পরেশ রাওয়াল ছবি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরই এই বিরোধের শুরু, বিতর্কও। তাঁর বিরুদ্ধে ছবির প্রযোজক অক্ষয় মামলা পর্যন্ত করেছেন কারণ ছবির চুক্তি সাক্ষর করে, টিজার শুটিং করে তিনি ছবি ছেড়েছেন, এতে তাঁর আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। তাই ২৫ কোটির ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা হয়েছে। সাইনিং অ্যামাউন্ট পরেশ ফেরতও দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, তিনি ছবির চিত্রনাট্য পাননি, ছবির নাম নিয়েও পুরনো প্রযোজক ফিরোজ নাডিয়াডওয়ালার সঙ্গে বর্তমান প্রযোজকের মামলা চলছে। তাই এই অনিশ্চয়তার মধ্যে তিনি থাকতে চান না। কিন্তু পরেশকে ফেরাতে চান অনুরাগীরা। অনুরোধও আসছে। পরেশও সম্প্রতি এক পোস্টের উত্তরে বলেছেন, হেরা ফেরির তিনজন হিরো মানে নিজেকেও তিনি এখনও ছবির হিরোই ভাবেন। ফলে পরেশ ফিরছেন কিনা, আগ্রহ থেকেই যাচ্ছে। তার থেকেই অক্ষয়কে এই প্রশ্ন

দীপিকার বিপরীতে জেনেলিয়া

সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার 'স্পিরিট' ছবিতে ৮ ঘণ্টা কাজ করার দাবি করে পরিচালকের রোষের মুখে পড়েন তিনি। ছবি থেকে বাদও পড়েন দীপিকা পাড়ুকোন। অনেকে অবশ্য বলছে, ছবিতে মাত্রাতিরিক্ত সাহসী দৃশ্যে থাকতে হবে, তাই দীপিকা সরে গিয়েছেন। তবে গহরাইয়াঁ ছবিতে তাঁর সাহসী দৃশ্যে অভিনয়ই তাঁকে সন্দীপের ছবিতে নিয়ে এসেছিল। যাই হোক, এরপর অনেকেই দীপিকার এই দাবিকে সমর্থন করেছেন নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। এখন জেনেলিয়া দেশমুখ, চিত্রাঙ্গদা সিং দীপিকার বিপরীতে দাঁড়িয়েই কথা বলেছেন। তিনি এখন ব্যস্ত তাঁর ছবি 'সিতারে জমিন পর'-এর প্রচার নিয়ে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, '৮ ঘণ্টা কাজ করায় অসুবিধে হয়, তবে তা অসম্ভব নয়। আমি ১০ ঘণ্টাও কাজ করেছি। অনেক সময় পরিচালক তা বাড়িয়ে ১২-১৩ ঘণ্টাও করতে বলেন। এটা খারাপ নয়, তা করা যায় তবে অন্য জায়গায় বোঝাপড়া ঠিক রাখতে হবে। পুরো একদিন বা দু দিন কাজ করলে অন্য কাজকর্মে অ্যাডজাস্টমেন্টটা জরুরি।'

আবার চিত্রাঙ্গদা সিং বলেছেন, 'সবটাই নির্ভর করে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওপর। পরিচালক-অভিনেতার সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে পরিচালক কাজের শিডিউল বদলাতে পারেন, তবে অনেক সময় সেটা সম্ভব হয় না কারণ সময় এবং টাকার দিকটাও দেখতে হয়।' দীপিকার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'দীপিকা অনেক বড় স্টার, অভিনেত্রী। তাঁর কাজের সময়ের ক্ষেত্রে তিনি কোনও শর্ত রাখতেই পারেন, এ তাঁর অধিকার।' উল্লেখ্য, স্পিরিট থেকে দীপিকা বেরিয়ে যাওয়ার পর তাঁর জায়গায় এসেছেন তৃপ্তি ডিমরি। নায়ক প্রভাস। অন্যদিকে দীপিকা সম্ভবত আল্লু অর্জুন ও অ্যাটলির সঙ্গে এএ২২xএ৬ ছবিটি করবেন।

একনজরে সেরা ৫

অক্ষয় বললেন

অক্ষয়কুমারের আগামী ছবি জলি এলএলবি ৩। ছবি নিয়ে তিনি বলেছেন, প্রথম দুটো ভাগের মতো এই ভাগেও বাস্তব ঘটনা আছে। সহ অভিনেতা আরশাদ ওয়ার্সি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ওর সঙ্গে কাজ করে ভালো লেগেছে। পরিচালক সুভাষ কাপুর প্রসঙ্গে বলেছেন, আমি ওঁর ফ্যান। আড়াই মাসে শুটিং শেষ হয়েছে। মুক্তি ১৯ সেপ্টেম্বর।

আশ্রমে জ্যাকলিন

হাউসফুল ৫-এর প্রচার ও মুক্তির ব্যস্ততা থেকে বিরতি নিয়ে জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ সময় কাটালেন শ্রীশ্রী রবিশংকরের কাছে। অন্য সন্ন্যাসীদের ও ভক্তদের সঙ্গে তিনি সময় কাটান, নিজের ছবি ইন্সটায় পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, আমার অন্তর ভরে গিয়েছে গুরুদেব, আপনার পথ নির্দেশনা ও আলোর প্রদর্শনের জন্য। ধন্যবাদ।

পরিণত প্রেম

আর মাধবন ও ফতিমা সানা শেখ অভিনীত আপ জ্যায়সা কোই মুক্তি পাবে নেটফ্লিক্সে ১১ জুলাই। ছবিতে এক সংস্কৃত শিক্ষক ও ফরাসি প্রশিক্ষক—এই দুই বিপরীতমুখী ব্যক্তিত্বের প্রেম দেখা যাবে যা প্রমাণ করবে ভালোবাসা বয়স, ঐতিহ্য বা কোনও নিয়ম মানে না। পরিণত প্রেমের এই ছবির পরিচালক মীনাক্ষী সুন্দরেশ্বর।

পাইরেসিই কারণ

সলমন খানের সিকান্দর ১০০ কোটির ব্যবসা করেই থেমে গিয়েছিল। তার কারণ খুঁজতে নির্মাতা ফিরোজ নাডিয়াডওয়ালার সংস্থা একটি সমীক্ষা করে। তার রিপোর্ট বলেছে, মুক্তির আগের দিনই ছবির পাইরেটেড কপি লিক হয়েছিল পাইরেটেড ওয়েবসাইটে। এতে ক্ষতি হয় ৯১ কোটি। নির্মাতারা এই পরিমাণ ইনসিয়োরেন্স দাবি করে কেস ফাইল করেছেন।

গোলমাল ৫

রোহিত শেট্টির কমেডি-অ্যাকশন গোলমাল ৩-এর শুটিং শুরু হবে আগামী বছর মার্চ-এপ্রিলে, মুক্তি ২০২৭-এ। রোহিত, রাকেশ মারিয়ার বায়োপিক শেষ করে গোলমাল শুরু করবেন। নতুন একগুচ্ছ লেখক এর গল্প আর চিত্রনাট্য লিখছেন, যা সম্ভবত চলতি বছর সেপ্টেম্বরেই শেষ হবে। ছবিতে অজয় দেবগণ, তুষার কাপুর, আরশাদ ওয়ার্সি প্রমুখ আছেন।

প্রিয়াংকা চোপড়ার শোক

কাছের মানুষকে হারালেন প্রিয়াংকা চোপড়া। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলে শোকপ্রকাশ করলেন তিনি। রমন রাই হান্ডা, পরিচয়ে প্রিয়াংকার পিসেমশাই হন। প্রিয়াংকার পিসি কামিনীকে নিয়ে দিল্লিতেই থাকতেন তিনি। তাঁর দুই মেয়ে মান্নারা আর মিতালি। মান্নারা বিগ বস-এও অংশ নিয়েছিলেন।

কয়েকদিনের স্বল্প রোগভোগের পরে রমন রাই হান্ডা আচমকা প্রয়াত হন। খবর পেয়ে মুম্বই থেকে তাঁর মেয়েরাও এসে উপস্থিত হয়েছেন। শেষকৃত্যের ছবিও পোস্ট করেছেন তাঁরা।

এর পরই প্রিয়াংকা নিজেও তাঁর তরফে শোক সংবাদ পোস্ট করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'তুমি সবসময় আমার হৃদয়ে থাকবে। এবার শান্তিতে বিশ্রাম নাও ফুফাজি'।

স্বরা ভাস্করকে প্যালেস্তাইনে পাঠাচ্ছে নেটপাড়া?

আবার একবার ট্রোলড হলেন স্বরা ভাস্কর। গাজার সমর্থনে পোস্ট করে ট্রোলড হলেন তিনি। বেশ কয়েকটি বামপন্থী দল মিলে মুম্বইয়ে গাজায় গণহত্যার প্রতিবাদে সম্মেলনের আহ্বান করেছিল। সেই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আর্জি জানিয়ে পোস্টটি শেয়ার করেছিলেন স্বরা। আর এর পরেই নেটপাড়া খেপে ওঠে।

একজন লেখেন, 'আপনি ফিলিস্তিনে চলে যান। এখানে কেন আছেন?' কেউ লেখেন যে, পহেলগাঁও হামলা আর অপারেশন সিঁদুরের সময় স্বরার পোস্ট কোথায় ছিল? কেন তিনি একটা কথাও লেখেননি? কেউ আবার বলছেন যে, পাকিস্তানে আর বাংলাদেশে হিন্দু হত্যার সময় তিনি চুপ কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর অবশ্য দেননি স্বরা ভাস্কর।

তবে এইবারই প্রথম না। এর আগেও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের হয়ে পোস্ট করেছিলেন স্বরা। তখনো তাঁকে ট্রোলড হতে হয়। যদিও আন্তর্জাতিক ইস্যু নিয়ে বরাবরই সরব তিনি, কিন্তু দেশীয় প্রসঙ্গে তাঁকে সেভাবে কিছু বলতে দেখা যায় না।

রথযাত্রা দেখলেন আমির খান

ছবির প্রচারে কী-ই না করতে হয়! আমির খানকেও রথে আসতে হল। না না, রথ টানেননি তিনি। টানা দেখলেন। ডান্স বাংলা ডান্স শো-র মঞ্চে রথ এল এবার। আর দূর মুম্বইয়ে বসে সে দৃশ্য দেখলেন আমির খান। এই শো-র বিশেষ পর্বে কনীনিকা এসেছেন। নাচলেন তিনি। অন্য প্রতিযোগীরাও নাচল তাঁর সঙ্গে। রথযাত্রার বিশেষ এই পর্বে জগন্নাথদেব, প্রভু বলরাম আর দেবী সুভদ্রাকে নিয়ে রথ চলল চ্যানেলের এই শো-র মঞ্চে। সে দৃশ্য লাইভ দেখলেন আমির খান।

শুধু দেখলেন না তিনি। নাচের প্রশংসা করলেন। রথযাত্রার শুভেচ্ছা জানালেন সকলকে। হাতজোড় করে জগন্নাথদেবকে প্রণাম করলেন। যদিও আমিরের এই কাজের সমালোচনা শুরু হয়ে গেছে। তা যে হবে, সে কথা আমিরও নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু প্রচারের এই গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চটাকে হাতছাড়া করতে চাননি আমির খান। 'সিতারে জমিন পর'-এর প্রোমোশনের জন্য এভাবেই একের পর এক চমক আনছেন আমির।

প্রিমিয়ারে গৌরীর সঙ্গে আমির

সিতারে জমিন পর ছবির বিশেষ প্রদর্শনীতে আমির খান প্রেমিকা গৌরী স্প্রাটের সঙ্গে এলেন, সঙ্গে ছিলেন নিক্কত খান হেগড়ে। ছবির মুক্তি ২০ জুন। সে উদ্দেশে নির্মাতারা মুম্বাইয়ে ছবির বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। সেখানেই এই তিনজনকে একই গাড়িতে আসতে দেখা যায়। আমির ও গৌরী পাশাপাশি বসেছিলেন। পরে ছবির অন্যতম অভিনেত্রী জেনেলিয়া ডিসুজা তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। ছবিতে এই প্রথম অভিনয় করতে দেখা যাবে আমিরের মা জিনাত হুসেনকে। আমিরের দিদি নিক্কতও এই প্রথম অভিনয় করছেন ছবিতেই। ছবির পরিচালক আরএস প্রসন্ন।

ইডি'র জেরায় সোনু, উর্বশী

একটি অনলাইন জুয়ার ওয়েবসাইটের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে সোনু সুদ ও উর্বশী রাওতেলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। এই বেটিং অ্যাপ ও অন্য একটি নিষিদ্ধ বেটিং প্ল্যাটফর্মের প্রচারে তাঁদের কি ভূমিকা জানার জন্য এই জিজ্ঞাসাবাদ বলে জানা গিয়েছে। ইডির বক্তব্য, এই অ্যাপ ও প্ল্যাটফর্ম নানা সেলেবদের দেখিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে প্রচুর টাকা তোলে। এর আগে হরভজন সিং, যুবরাজ সিং, সুরেশ রায়নাকেও জেরা করা হয়েছে। গত মার্চে হায়দরাবাদে ২৫ জন সেলেবের বিরুদ্ধে এই একই অভিযোগে এফআইআর করা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রকাশ রাজ, বিজয় দেবারাকোন্ডা প্রমুখ।

শুটিংয়ে ফিরলেন শাহরুখ

শাহরুখ খান শুটিংয়ে ফিরলেন। তাঁর মাচো লুক, নতুন হেয়ারস্টাইল, এমনিতেই চর্চার বিষয় হয়েছে, তার ওপর নিরাপত্তার বলয়ে তাঁর এই শুটিং চর্চা বাড়াল। এটি জেলের অ্যাকশন দৃশ্য। ২১ জুন পর্যন্ত চলবে। জানা গিয়েছে, এক বিদেশি জেলে তিনি অ্যাকশন দৃশ্য করেছেন। এই অ্যাকশন দৃশ্যে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর বিপরীতে ছিল কিছু দুষ্টু লোক। আর সেই কারণেই অ্যাকশন। অ্যাকশনের কোরিয়োগ্রাফি করতে তিনজন বিদেশি স্টান্ট বিশেষজ্ঞকে আনা হয়েছে। দৃশ্যটিতে ২০০ স্টান্ট পারফর্মার থাকবেন। শাহরুখ ছবিতে আন্ডারওয়ার্ল্ডের লোক বা মাফিয়া জাতীয় কেউ কিনা তা অবশ্য জানা যায়নি, তবে এই চরিত্রের জন্য তিনি নিজের শারীরিক পরিবর্তন করেছেন।

অবশেষে জটমুক্ত সিতারে

আমির খানের ছবির অগ্রিম বুকিং বন্ধ করে দিতে হয়েছিল হঠাৎ করেই। কারণ আমিরের সঙ্গে সেন্সর বোর্ডের দড়ি টানাটানি। সেন্সর বোর্ড চায়, এ ছবির দু-একটা দৃশ্যে কাঁচি চালানো হোক। আমির খান তা চান না। সেই নিয়ে অনড় দু-পক্ষই। অবশেষে জটিলতা কেটেছে। সেন্সর বোর্ড থেকে ছাড়পত্র পেল 'সিতারে জমিন পর'। এবার খুলে দেওয়া হল অগ্রিম বুকিং।

একটি সিঙ্গল স্ক্রিনের কর্ণধার জানিয়েছেন, 'আমিরের ছবির জন্য দর্শক অপেক্ষা করে আছেন। শহরের অধিকাংশ সিঙ্গল স্ক্রিনে চারটে করে শো-তে চলবে আমিরের এই ছবি। শাহরুখ খান বা সলমন খানের ছবির ক্ষেত্রে অগ্রিং বুকিং খুলে দেওয়া হয় ছবি মুক্তির চার দিন আগে। সেই নিরিখে এই ছবির অগ্রিম বুকিং খুলতে দেরি হল। তবে টিকিট বিক্রি হবে দারুণ, সেটা আশা করছেন সকলেই।'

টাকা নেই, শুটিং বাতিল

এই ঘটনা ঘটেছে ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গলের শুটিংয়ে। সূত্রের খবর, গত ছ মাসে তিনটি শুটিং শিডিউল বাতিল হয়েছে। ফিরোজ নাডিয়াডওয়ালা প্রযোজিত এই ছবির জন্য অভিনেতারা যে নির্ধারিত ডেট দিয়েছেন, তা বাতিল হওয়ায় তাঁরা ওই দিনগুলোয় বাড়িতে বসে থাকতে বাধ্য হয়েছেন। বলা হচ্ছে শুটিংয়ের দরকারি জিনিসপত্র এবং টাকার অভাবে শুটিং বাতিল হচ্ছে। ফলে, অনেক তারকাই ছবি ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন, অন্য অভিনেতারা আসছেন সেই জায়াগায় এবং এটা বারবার হচ্ছে। আবার অনেকে এই ফ্র্যাঞ্চাইজির লাভের কথা ভেবে এবং ফ্র্যাঞ্চাইজিকে ভালোবেসে থেকে গিয়েছেন। গত একবছর ধরে শুটিং চলছে, অনেক খরচই হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে অনেক তারকা এবং তাঁদের কর্মচারীরা পারিশ্রমিক পাননি। শুটিং বাতিলের ফলে অভিনেতাদের নির্ধারিত ডেট অন্য কোথাও দেওয়াও যাবে না। তাই তাঁরা যেকোনও ভাবে শুটিং শেষ করতে চাইছেন।

ছোট্ট তারা

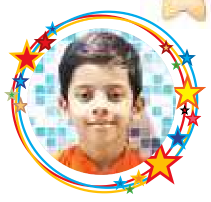

প্রিয়ম সাহা দিনহাটার মাউন্ট ডার্জ স্কুলের প্রথম শ্রেণির ছাত্র। আবৃত্তি এবং ছবি আঁকায় পুরস্কার জিতেছে সে। গান করতে ভালোবাসে প্রিয়ম।

প্রচণ্ড গরমে একটু গলা ভিজিয়ে নেওয়া। কোচবিহার-তুফানগঞ্জ সড়কের পাশে। মঙ্গলবার। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

ভয়ে দোতলাতেই উঠলেন না পরিদর্শক দলের সদস্যরা

আতঙ্কের ভবানীগঞ্জ বাজার

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৭ জুন : রাজ্যের নির্দেশে মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগমের ৮ সদস্যের বিশেষজ্ঞ দল কোচবিহারের ভবানীগঞ্জ বাজার পরিদর্শনে আসে। বাজারের বেশকিছু ভবন এতটাই বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে যে দোতলায় ওঠার সাহস পেলেন না দলের সদস্যরা। ঝুলে থাকা চাঙড়, বেরিয়ে থাকা লোহার রড, দোতলার বসে যাওয়া বারান্দা দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তাঁরা। দলের পক্ষে এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কুন্তল দেব শিকদার বলেন, 'নিগমের নির্দেশে আমরা বাজার পরিদর্শনে এসেছি। বাজারের বেশকিছু ভবন খুবই বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। পরীক্ষানিরীক্ষা করতে হবে। সেই অনুযায়ী এস্টিমেট হবে। আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট জমা দেব।' কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরজ ঘোষ বলেন, 'দলের সদস্যরা বাজার ঘুরে দেখেছেন। বাজারের যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে, সেগুলি আমরা তাঁদের কাছে তুলে ধরেছি।'

বাজারের উদীচী এক্সটেনশন বিল্ডিংয়ের অবস্থা এতটাই বেহাল যে, বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যরা ভবনের দোতলায় উঠতে সাহস পাননি। একজন উঠতে গেলে অন্যরা তাঁকে নামিয়ে দেন। এই পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীরা কীভাবে ওঠা-নামা করছেন, তা দেখে অবাক হন তাঁরা। উদীচী মূল বিল্ডিংয়ে উঠে তাঁরা দেখেন, বারান্দার একটা বড় অংশ ভেঙে বসে গিয়েছে। তা দেখে তাঁরা আঁতকে ওঠেন। বাজারের বিভিন্ন ভবন পরিদর্শন করে কমবেশি একই চিত্র তাঁদের চোখে পড়ে। পরিদর্শন শেষে কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির অফিসে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন দলের সদস্যরা। ব্যবসায়ীরা তাঁদের জানান, এত বড় বাজারে যেখানে কম করে ২০টি শৌচাগার থাকার কথা। সেখানে রয়েছে মাত্র ৪টি। সেগুলিও কার্যত ব্যবহারের অযোগ্য। এছাড়া বাজারে নিকাশি ব্যবস্থা, পানীয় জলের ব্যবস্থা ঠিকঠাক নেই। আগুন লাগলে তা নেভানোর জন্য জলের কোনও রিজার্ভার নেই বাজারে। ব্যবসায়ীরা আরও জানান, বাজার পুরসভার নিয়ন্ত্রণে। পুরসভা শুধু কর নেয়, কিন্তু সংস্কার করে না। পরে দলের সদস্যরা বাজারের সমস্যা নিয়ে পুর কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও আলোচনা করেন। পুরসভার থেকে বাজারের ম্যাপ চেয়ে নেন তাঁরা।

পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'ওঁরা আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। বাজারের ম্যাপ চেয়েছেন। সেটা আমরা তাঁদের দিয়েছি। আমরা তাঁদের সবরকমভাবে সহযোগিতা করব।'

এদিনের পরিদর্শনে এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কুন্তল দেব শিকদার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার রাজকুমার সাহা, কনসালট্যান্ট স্নেহাশিস সাহা সহ ৮ সদস্য পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন।

ভবানীগঞ্জ বাজার পরিদর্শনে বিশেষজ্ঞ দল। মঙ্গলবার। ছবি : জয়দেব দাস

বেহাল চিত্র

- মঙ্গলবার ৮ সদস্যের বিশেষজ্ঞ দল কোচবিহারের ভবানীগঞ্জ বাজার পরিদর্শনে আসে
- উদীচী মূল বিল্ডিংয়ে উঠে তাঁরা দেখেন, বারান্দার একটা বড় অংশ ভেঙে বসে গিয়েছে
- বাজারের বিভিন্ন ভবন পরিদর্শন করে বিপজ্জনক চিত্র তাঁদের চোখে পড়ে
- পরিদর্শন শেষে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন দলের সদস্যরা
- পুর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা, বাজারের ম্যাপও চেয়ে নেন তাঁরা

অপরাধে হাত পাকাচ্ছে নাবালকরা

নেশার টাকা জোগাড়ে চুরি

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১৭ জুন : নেশার টাকা জোগাড়ে চুরিতে হাত পাকাচ্ছে নাবালকরা। এমনই খবর দিনহাটা থানা সূত্রে। মাদক কেনার টাকা জোগাড়ের জন্য সাইকেল চুরির পাশাপাশি বিভিন্ন দোকানেও চুরি করছে নাবালকরা। এমনকি মাঝেমধ্যে মন্দিরের বাসনপত্রও চুরি করছে তারা। বিষয়টি নিয়ে চিন্তায় পুলিশও। কয়েক মাস ধরে দিনহাটা শহরের চওড়াহাট বাজারে ব্যাংকের সামনে থেকে সাইকেল চুরি বেড়েছে। রাতের শহরে বিভিন্ন দোকানে ছোটখাটো চুরি হচ্ছে। বেশিরভাগ চুরির কিনারা করতে গিয়ে যোগ মিলছে নাবালকদের। আর এতেই উদ্বেগে দিনহাটা থানা। নাবালকদের কারা পরিচালিত করছে, এর পেছনে কোন চক্র কাজ করছে, সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সম্প্রতি টিউশন পড়তে গিয়ে শহরের দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীর সাইকেল চুরি যায়। চুরি যাওয়া সেই সাইকেল নিয়ে মঙ্গলবার এক তরুণ ভবানী হল রোডের মোবাইলের দোকানে এলে ছাত্রীটি সাইকেল চিনতে পেরে দোকানদারদের বিষয়টি জানায়। জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়ে ওই তরুণ জানায়, বৌবাজার সংলগ্ন এলাকার একটি ছেলের থেকে সে ১১৫০ টাকায় সাইকেলটি কিনেছে। সেই সূত্র ধরে সাইকেল চুরির ঘটনায় দুজনকে ধরা হয়। যাদের একজন একাদশ, অপরজন অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। জিজ্ঞাসাবাদে তারা চুরির কথা স্বীকার করে। মূলত নেশা ও অনলাইনে জুয়ার খেলার জন্য টাকা জোগাড়ে তারা চুরি করে বলে জানায়। তাদের এই স্বীকারোক্তিতে উদ্বিগ্ন সকলে। ছাত্রীটির বাবা স্বপন সাহার কথায়, 'এত অল্পবয়সি ওই ছেলেগুলি যে এই কাজ করতে পারে তা ভাবতেই পারিনি। পুলিশে খবর না দিয়ে ওদের পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছি আমরা।'

থানা সূত্রের খবর, সাইকেল চুরির পাশাপাশি নাবালকরা নেশা ও জুয়ার টাকা জোগাড়ে রাতে বিভিন্ন দোকানেও চুরি করছে। এমনকি অনেক সময় মন্দিরের বাসনপত্রও নিয়েও চম্পট দিচ্ছে। আইসি জয়দীপ মোদক জানালেন, মাসখানেক আগে একটি মিষ্টির দোকানে চুরির কিনারা করতে গিয়ে চারজন নাবালককে ধরা হয়েছিল। পরবর্তীতে তাদের হোমে পাঠানো হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষার আলো না থাকায় নাবালকরা অপরাধে যুক্ত হয়ে পড়ছে বলে মনে করা হচ্ছে।

কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ চিরঞ্জীব রায় বলছেন, 'কৈশোরে ভালোমন্দের বিচার করা মুশকিল। তার ওপর যদি কোনও নাবালক এই বয়সে নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে, তাহলে এই বোধ আরও লোপ পায়। সেকারণে পরিবারকে এবিষয়ে আরও বেশি সচেতন হতে হবে। নাবালকের আচরণ বুঝতে হবে। যদি সন্দেহজনক মনে হয় সেক্ষেত্রে কাউন্সেলিং করানো যেতেই পারে।'

মাদকের টানে

- সাইকেল চুরির পাশাপাশি নাবালকরা নেশা ও জুয়ার টাকা জোগাড়ে রাতে বিভিন্ন দোকানেও চুরি করছে
- এমনকি অনেক সময় মন্দিরের বাসনপত্রও নিয়ে চম্পট দিচ্ছে
- বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষার আলো না থাকায় নাবালকরা অপরাধে যুক্ত হয়ে পড়ছে বলে মনে করা হচ্ছে

ছবি : এআই

বিকল জলের পাম্প

কোচবিহার, ১৭ জুন : এমনিতে এই গরমে সকলের হাঁসফাঁস অবস্থা। তার ওপর গত দু'দিন ধরে কলেজে জলের পাম্প বিকল হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পানীয় জল নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন শহরের ঐতিহ্যবাহী এবিএন শীল কলেজের দ্বিতীয় সিমেস্টারের পড়ুয়ারা। যদিও সমস্যা সমাধান করতে পুরসভার পক্ষ থেকে পানীয় জলের ট্যাংক ক্যাম্পাসে পাঠানো হয়েছে। এবিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষ নিলয় রায় বলেন, 'জলের পাম্পটি পুড়ে গিয়েছে। বিষয়টি পূর্ত দপ্তরকে জানিয়েছি। শীঘ্রই এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।' বর্তমানে প্রায় ১১০ জন পড়ুয়া কলেজে আসছেন। পাম্পটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পানীয় জল পেতে সমস্যা হচ্ছে পড়ুয়াদের।

পুলিশের অভিযান

কোচবিহার, ১৭ জুন : বাইকে 'মডিফায়েড সাইলেন্সার পাইপ' লাগানোর বিরুদ্ধে মঙ্গলবার অভিযানে নামল জেলা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ। এদিন বেশ কয়েকজন বাইকচালককে আটক করে জরিমানা করা হয়। ট্রাফিক বিভাগের ওসি সুরেশ দাস বলেন, 'বাইকে মডিফায়েড সাইলেন্সার থাকলে তীব্র আওয়াজ হয়। ফলে শব্দ দূষণের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের অসুবিধা হয়।'

সুরাইয়াকে শুভেচ্ছা

কোচবিহার, ১৭ জুন : মঙ্গলবার অভিনেত্রী সুরাইয়া পারভিনকে শুভেচ্ছা জানাতে তাঁর দক্ষিণ খাগড়াবাড়ির বাড়িতে আসেন এনবিএসটিসি-র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল খেতমজদুর সংগঠনের জেলা সভাপতি খোকন মিয়াঁ, পুঁটিমারি ফুলেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান আলোনা ইয়াসমিন প্রমুখ। সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া 'রাস' ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে সুরাইয়াকে।

অগ্নিকাণ্ড এড়াতে বাজার সংস্কার দাবি

তুফানগঞ্জের রানিরহাট বাজার।

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ১৭ জুন : বছর দেড়েক আগের কথা। শর্টসার্কিটের জেরে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল একসঙ্গে চার-চারটি দোকান। তবে ওই ঘটনাই প্রথম নয়। তার আগেও অগ্নিকাণ্ডের সাক্ষী থেকেছেন তুফানগঞ্জ-রানিরহাট বাজারের ব্যবসায়ীরা। তখন বাজারের মাঝে একটি রিজার্ভার থাকলে দমকলকর্মীদের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সুবিধে হত বলে মত নাগরিকদের। সেইজন্যে বহুদিন ধরে তাঁরা একটি রিজার্ভার তৈরির দাবি জানিয়ে আসছেন। অভিযোগ, এ ব্যাপারে মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির দাবির পরেও বাজারের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে শীতঘুম কাটছে না রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির (আরএমসি)। যদিও, এ প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা আরএমসি দপ্তরের সম্পাদক দেবনাথ মণ্ডলের আশ্বাস, 'সমস্যাগুলি সরেজমিনে গিয়ে দেখে আসা হয়েছে। চেষ্টা চলছে দ্রুত সমাধান করার।'

এই নিয়ে মঙ্গলবার রানিরহাট বাজারের সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে মহাকুমা শাসকের ঘরে একটি বৈঠক হয়। মহকুমা শাসক বাপ্পা গোস্বামী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দেবনাথ মণ্ডল, ব্যবসায়ী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক জগবন্ধু সাহা, বিশ্বজিৎ দে প্রমুখ। সেখানে মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি তুলে দেওয়ার পর আরএমসি জেলা সম্পাদককে পুরো বাজার ঘুরে দেখান ব্যবসায়ীরা। সমিতির যুগ্ম সম্পাদক জগবন্ধু সাহা বলেন, 'দোকানগুলি অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠার কারণে জতুগৃহে পরিণত হয়েছে। যার দরুন দুর্ঘটনা ঘটে গেলে ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হবে। আমাদের না খেয়ে মরতে হবে। এ ব্যাপারে নিয়ন্ত্রিত বাজার কমিটির (আরএমসি) আধিকারিকদের জানানোর পরেও সদুত্তর মিলছে না।'

তুফানগঞ্জ শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত এই রানিরহাট বাজার। কথিত আছে, ১৮৬০ সালে রাজা চিলারায়ের আমলে, উত্তর অন্দরান ফুলবাড়ির দুর্গের রানির সুবিধার্থে হাটটি নির্মিত হয়। তার থেকেই নামকরণ হয় রানিরহাট বাজার। জামাকাপড়, মুদিখানা, বাসনপত্র ও মাছমাংস থেকে শুরু করে প্রায় সাড়ে ছয়শোর ওপর দোকান রয়েছে সেখানে। মহকুমার সবচেয়ে বড় বাজারটিতে, শহর তো বটেই, দূরদূরান্ত থেকেও মানুষ ছুটে আসেন। সেখানে সবসময় থিকথিকে ভিড় লেগেই থাকে। অথচ দেড় শতাধিক বছরের পুরোনো এই বাজারটির পরিকাঠামো একেবারে ভেঙে পড়ায় স্থানীয়রা প্রশ্ন তুলছেন।

এদিন চক বাজারে ঢুকতেই দেখা গেল রাস্তা আটকে ব্যবসায়ীরা সাজিয়ে রেখেছেন মালপত্র। তার কিছু দূর এগোতেই চোখে পড়ল দোকানে সাজানো কার্টুন থেকে শুরু করে চটের থলে। পাশের এক দোকানের উনুনে তখন চলছে আগুনে মিষ্টি তৈরির কাজ। দোকানগুলিতে না আছে নিজস্ব কোনও অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র, না আছে অগ্নিসুরক্ষা ব্যবস্থা। অল্প জায়গায় ঘিঞ্জি দোকানপাট থাকার কারণে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করছেন দমকল থেকে ব্যবসায়ীরা। এ ব্যাপারে তুফানগঞ্জ দমকলকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক গৌতম সাহার বক্তব্য, 'নিরাপত্তার কথা না ভেবে দাহ্যবস্তু দোকানে অবাধে সঞ্চয় করছেন ব্যবসায়ীরা। প্রতিটি দোকানে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাও একেবারে ঝুঁকিপূর্ণ। বাজারের ভিতরে রিজার্ভার না থাকায় দমকলকেন্দ্রের নিজস্ব রিজার্ভারই একমাত্র ভরসা। এই পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ সজাগ না হলে কোনওমতেই ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো সম্ভব নয়।'

পাড়ায় পাড়ায়

হলদিবাড়ি

পথকুকুরের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ

হলদিবাড়ি, ১৭ জুন : হলদিবাড়ি পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের পিডব্লিউডি মোড়ে সবসময় দাঁড়িয়ে থাকে একপাল পথকুকুর। পথচলতিদের অভিযোগ, এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় পথকুকুরগুলি এগিয়ে আসে। বাইকচালকদের পেছনে বহুদূর পর্যন্ত ধাওয়া করে। কামড় দিয়ে পোশাক ছিঁড়ে নেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে। পিডব্লিউডি মোড় ছাড়াও স্টেশন চত্বর ও পুরসভার সামনে পথকুকুরদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী।

পথকুকুরের ভয়ে অনেকে হাতে একটা লাঠি নিয়ে রাস্তায় বের হচ্ছেন। এলাকাবাসীর

অভিযোগ, যেদিকে হাঁটতে বেরোচ্ছি সেদিকে পথকুকুরের অত্যাচার। বিশেষ করে ভোরে ও রাতের দিকে এই সমস্যা বেশি হয়। স্থানীয় বাসিন্দা মলয় দাসের কথায়, 'শহরে পথকুকুরের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরসভার উচিত একটা ব্যবস্থা করা।

যদিও হলদিবাড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান শংকরকুমার দাস বলেন, 'এই সমস্যার সমাধান করার মতো পরিকাঠামো আমাদের নেই।'

তথ্য : অমিতকুমার রায়

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	–	১
এ নেগেটিভ	–	২
বি পজিটিভ	–	১
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	১
এবি নেগেটিভ	–	১
ও পজিটিভ	–	০
ও নেগেটিভ	–	০

মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	–	১২
এ নেগেটিভ	–	৩
বি পজিটিভ	–	২০
বি নেগেটিভ	–	২
এবি পজিটিভ	–	৬
এবি নেগেটিভ	–	২
ও পজিটিভ	–	৩৩
ও নেগেটিভ	–	২

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	–	১৯
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	২
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	২০
এবি নেগেটিভ	–	১
ও পজিটিভ	–	০
ও নেগেটিভ	–	১

স্ল্যাব ভেঙে মরণফাঁদ

কোচবিহার, ১৭ জুন : দেশবন্ধু মার্কেটের নালার ওপর পাতা স্ল্যাবগুলো ভেঙে মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। সেখানে নিয়মিত সান্ধ্যকালীন বাজার বসে। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, বহুদিন যাবৎ স্ল্যাবগুলোর উপরে বড় বড় গর্ত হয়ে রয়েছে। কোথাও আবার স্ল্যাব উধাও। সেই জায়গাগুলিতে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে বাঁশ দিয়ে কোনওমতে জোড়াতালি দেওয়া হয়েছে। সেখানে দুর্ঘটনা ঘটছে বলেও তাঁদের অভিযোগ। এবিষয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের বক্তব্য, 'খোঁজ নিতে হবে।'

সিলভার জুবিলি অ্যাভিনিউ থেকে দেশবন্ধু মার্কেটে মাছ বাজারের ভিতরে ঢুকতে গেলে দেখা যাবে সেখানে বিরাট এক গর্ত হয়ে রয়েছে। উলটোদিকেই একাধিক দোকান থাকায় ওখানে লোকজনের যাতায়াত সবসময়ই বেশি। ওখানকার ব্যবসায়ী মানস ঘোষ, দীপঙ্কর কুণ্ডুরা জানিয়েছেন, দিনের বেলা তাঁরা ওই গর্তটা নিয়ে রীতিমতো আতঙ্কে থাকেন। সন্ধ্যাবেলা ওই গর্তের ওপর কাঠ দিয়ে গর্ত ঢেকে শাকসবজির দোকান দেওয়া হয়। তবে শুধু এই একটি গর্ত নয়, বিভিন্ন স্ল্যাবের মধ্যেই রয়েছে, আরও বেশ কয়েকটি গর্ত। এমনকি কয়েক জায়গায় তো সরু স্ল্যাব উধাও হয়ে গিয়েছে।

দেশবন্ধু মার্কেট বাজার সমিতির সেক্রেটারি অনির্বাণ সাহা বলেন, 'এই গর্তগুলোতে মাঝেমধ্যে দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। ক'দিন আগেই একজন পড়ে গিয়েছিলেন সেখানে।' স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, পুরসভার চেয়ারম্যানকে এবিষয়ে তাঁরা মৌখিকভাবে জানিয়েছেন, চিঠিও দিয়েছেন। কিন্তু এক বছর পার হওয়ার পরও পুরসভার নজর নেই। তাঁদের দাবি, দ্রুত পুরসভা এবিষয়ে নজর দিলে ব্যবসায়ী সহ ক্রেতাদেরও সুবিধা হবে।

ক্লাসরুমে ঝুলছে চাঙড়, বিপদের আশঙ্কায় পড়ুয়ারা

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৭ জুন : কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ উচ্চবিদ্যালয়ের ওল্ড বিল্ডিংয়ের বেহাল দশা। ক্লাসরুম, বারান্দায় ঝুলছে চাঙড়। মাঝেমধ্যে আবার সিঁড়ির ঘরের চাঙড় খসে পড়ছে। সংস্কারের অভাবে স্টাফ রুম এবং প্রধান শিক্ষকের ঘরের বেশ কিছু জায়গায় লোহার রড বেরিয়ে এসেছে। এ নিয়ে সবসময়ই আতঙ্কে থাকতে হয় ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, 'ওল্ড বিল্ডিংটি পরীক্ষা করার জন্য আমরা ইতিমধ্যে আবেদন করেছি। চাঙড় মাঝেমধ্যেই খসে পড়ায় আমরাও ভয়ে রয়েছি। বিষয়টি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে জানানো হয়েছে।' এবিষয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সমরচন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে কাগজপত্র পাঠিয়ে দেব।'

সম্প্রতি ওল্ড বিল্ডিংয়ের সিঁড়ির ঘরের চাঙড়ের বেশ কিছুটা অংশ খসে পড়ে। সেসময় সেখানে কোনও পড়ুয়া না থাকায় দুর্ঘটনা ঘটেনি। ভবনটির এই পরিস্থিতিতে যথেষ্টই চিন্তিত সকলে। পাশাপাশি স্কুলে পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। বৃষ্টি হলেই জল চুইয়ে পড়ে বিজ্ঞান বিভাগের ল্যাবে।

মঙ্গলবার ওল্ড বিল্ডিংয়ে যেতেই চোখে পড়ল, মেঝেতে বড় বড় গর্ত। চাঙড় ঝুলছে। বেশ কিছু জায়গায় বেরিয়ে এসেছে লোহার রড। মাঝেমধ্যেই সিঁড়ির ঘরের ছাদ থেকে চাঙড় খসে পড়ে বলে জানালেন প্রধান শিক্ষক। এই পরিস্থিতির পরও কেন ওই অংশটি বন্ধ করে দেওয়া হয়নি তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যদিও এব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

সপ্তম শ্রেণির ক্লাসরুমে ঢুকে ছাদের দিকে তাকাতেই দেখা গেল, বিপজ্জনকভাবে বেশ কিছুটা জায়গায় চাঙড় ঝুলছে। পেছনের দেওয়াল স্যাঁতসেঁতে। ক্লাস চলাকালীন কোনও ছাত্রের মাথায় চাঙড় ভেঙে পড়লে তার দায় কে নেবে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন অভিভাবকরাও। সপ্তম শ্রেণির এক পড়ুয়া জানাল, 'ক্লাস চলাকালীন মাঝেমধ্যেই ওপর থেকে ধুলো পড়ে। একবার তো পেছনের দিকে চাঙড়ও ভেঙে পড়েছে। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।'

এদিন ভাইপোকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য বিদ্যালয়ে এসেছিলেন প্রফুল্ল রায়। তাঁর কথায়, 'দীর্ঘদিন ধরে ভবনটির এই পরিস্থিতি। কোনও কারণে দুর্ঘটনা হলে তার দায় কে নেবে? গরম পড়লেও মাঠের ঘাস পরিষ্কার হচ্ছে না। বিষয়গুলি কর্তৃপক্ষের দেখা উচিত।'

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ উচ্চবিদ্যালয়

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ উচ্চবিদ্যালয়ের ওল্ড বিল্ডিংয়ের বেহাল দশা। খসে পড়ছে চাঙড়। ছবি : জয়দেব দাস

> ওল্ড বিল্ডিংটি পরীক্ষা করার জন্য আমরা ইতিমধ্যে আবেদন করেছি। চাঙড় মাঝেমধ্যেই খসে পড়ায় আমরাও ভয়ে রয়েছি। বিষয়টি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে জানানো হয়েছে।
>
> **সুব্রত চক্রবর্তী**, *প্রধান শিক্ষক*

বিদেশের মাটিতে উজ্জ্বল অভীকের প্রতিভা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জুন : ২০২২ সালে মাধ্যমিকে রাজ্যে চতুর্থ। ২০২৪ সালে উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম। এবার বিশ্বের দরবারে গিয়েও প্রতিভা দেখাচ্ছেন আলিপুরদুয়ারের ছেলে অভীক দাস। বর্তমানে তিনি বেঙ্গালুরুতে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের ছাত্র। সেখান থেকেই সম্প্রতি স্পেনের বার্সেলোনায় ফিজিক্স লিগ অ্যাক্রস নিউমেরাস কান্ট্রিস ফর কিক-অ্যাস স্টুডেন্টস (প্ল্যাঙ্কস) প্রতিযোগিতার জন্য গিয়েছিলেন অভীক সহ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের চার পড়ুয়া। গোটা বিশ্বের প্রতিযোগীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে অভীকদের দল। এই খবর আলিপুরদুয়ারে পৌঁছাতেই খুশির আমেজ সেখানে।

বার্সেলোনায় অন্য পড়ুয়াদের সঙ্গে অভীক।

বর্তমানে অভীক মুম্বইয়ে একটি সামার প্রোজেক্টের জন্য গিয়েছেন। সেখান থেকেই ফোনে বললেন, 'বিদেশে গিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া সত্যিই খুশির এবং গর্বের। এর আগেও প্ল্যাঙ্কসে আমাদের ইনস্টিটিউট অংশ নিয়েছিল। এত বছরে সর্বোচ্চ সপ্তম স্থান ছিল। এবছর আমরা ষষ্ঠ স্থানে নিয়ে গেলাম।'

প্ল্যাঙ্কস প্রতিযোগিতার জন্য প্রথমে একটি বাছাই পর্বের প্রতিযোগিতা হয়েছিল অনলাইনে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পড়ুয়ারা পদার্থবিদ্যার এই প্রতিযোগিতার জন্য অংশ নিয়েছিলেন। বাছাই পর্বে বেঙ্গালুরু ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স থেকে অভীকদের চারজনের দল মূল পর্বের জন্য বাছাই হয়। চারজনকেই একসঙ্গে মূল পর্বের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। ওই পরীক্ষা হয়েছিল চার ঘণ্টার।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অভীক সহ ওই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া অন্যদের। অভীকের বাবা প্রবীর দাস বলেন, 'এই প্রথম ও বিদেশে গিয়ে এরকম প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করল। আমরা গর্বিত ওর জন্য।'

ছয় মাস পর কিশোরী উদ্ধার

শামুকতলা, ১৭ জুন : ছয় মাস ধরে নিখোঁজ এক কিশোরীর খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছিল শামুকতলা থানার পুলিশ। তদন্তে জানা যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় হওয়া ফালাকাটা এলাকার এক তরুণ কিশোরীর প্রেমিক। সে তাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। অবশেষে সোমবার নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন থেকে গ্রেপ্তার হল ওই তরুণ। কিশোরীকেও উদ্ধার করা হয়েছে। শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে জানান, কিশোরীকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তার শারীরিক পরীক্ষা করা হচ্ছে। এরপর কাউন্সেলিংও করা হবে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ধৃত তরুণের মেয়েটিকে বাইরে পাচার করার কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। সংসার করার উদ্দেশ্যেই তারা বাইরে পালিয়েছিল। তবে এছাড়া ধৃতের আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল কি না তা জানতে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

কিশোরী নিখোঁজ হওয়ার পরই মেয়েটির বাবা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তদন্তকারী পুলিশ অফিসার প্রশান্ত বর্মন বলেছেন, 'আমরা তদন্তে নেমে তরুণের খোঁজ পাচ্ছিলাম না। মোবাইলের সূত্র ধরে জানতে পারি যে, ওরা ভিনরাজ্যে লুকিয়ে রয়েছে। পরে বোঝা যায় যে ওরা আলিপুরদুয়ারে ফিরেছে। এরপরই নজরদারি শুরু করে তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়।'

সংঘাতের আগুন

ইজরায়েলি হানায় জ্বলছে তেহরানের তৈল পরিশোধনাগার। মঙ্গলবার।

বসবে ৫০৫টি লাইট

ঝলমলে হবে কোচবিহার

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৭ জুন : কোচবিহার শহর খুব শীঘ্রই আলোর রোশনাইয়ে ভাসতে চলেছে। পুরসভা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শহরে নতুন করে পাঁচ শতাধিক লাইট বসতে চলেছে। এর জন্য গ্রিন সিটি প্রকল্পে আনুমানিক ২ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা অনুমোদন পেয়েছে পুরসভা। লাইট বসানো নিয়ে মঙ্গলবার টেন্ডার ডাকে পুরসভা। পুরসভা কর্তৃপক্ষের আশা, সবকিছু ঠিক থাকলে পুজোর আগেই শহর আলোর রোশনাইয়ে ভাসবে।

পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'শহরে ৫০৫টি অক্টোপোলে সমসংখ্যক লাইট বসানো হবে। শহরের বিভিন্ন বড় রাস্তার ধারে অক্টোপোল বসিয়ে এই লাইটগুলি লাগানো হবে।'

শহরে বর্তমানে লক্ষাধিক লোক বসবাস করেন। রাজ আমল থেকে কোচবিহারে অসংখ্য বড় বড় সোজা ও চওড়া রাস্তা রয়েছে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শহরে লোকসংখ্যার পাশাপাশি আগের থেকে যানবাহনও বেড়েছে বহুগুণ। এই অবস্থায় শহরের রাস্তাগুলি সবসময় যানজটে ভরা থাকে। জেলায় সব কিছুর উন্নয়ন হলেও রাস্তায় আলোর সংখ্যা সেভাবে বাড়েনি।

রাতের বেলা শহরের বড় বড় রাস্তার বিভিন্ন অংশে এখনও পর্যাপ্ত আলোর অভাব লক্ষ করা যায়। ফলে রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে বাসিন্দাদের অনেকেরই সমস্যা হয়। এই অবস্থায় শহরের কেশব রোড, রেল গুমটি থেকে চাকির বাজার পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন রাস্তায় বেশি করে লাইট লাগানোর দাবি বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের। শহরের ম্যাগাজিন রোডের বাসিন্দা বিপুল নন্দী বলেন, 'শহরে যদি অতিরিক্ত লাইট বসানো হয় তাহলে রাতের বেলায় চলাচলেও যেমন সুবিধা হবে তেমনি শহরও অনেক সুন্দর হয়ে উঠবে।'

কাজের সময় বদলের দাবি

নাগরাকাটা, ১৭ জুন : প্রচণ্ড গরমে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়াতে অসমের চা বাগানের শ্রমিকদের কাজের সময় পরিবর্তন করেছে সেখানকার শ্রম দপ্তর। একইরকম হাঁসফাঁস পরিস্থিতি উত্তরঙ্গের ডুয়ার্স-তরাইয়েও। এমন আবহে এখানেও কাজের সময় বদলের দাবি জোরালো হতে শুরু করেছে। যদিও চা বণিকসভাগুলি জানাচ্ছে, সরকারিভাবে কোনও নির্দেশিকা তাদের কাছে আসেনি। শ্রমিক সংগঠনগুলির কাছ থেকেও কোনও প্রস্তাব মেলেনি।

অসমের বাগানগুলিতে কাজের রীতি সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। সেটা আপাতত বদল করে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত করা হয়েছে। ডুয়ার্স-তরাইয়ে কাজ শুরু হয় সকাল ৭টা থেকে। সাড়ে ৭টা পর্যন্ত কিছু বাগান কাজে যোগ দিতে অনুমতি দেয়।

পড়ুয়াশূন্য

প্রথম পাতার পর

আজ তিনি রোগভোগে বাড়িতে শয্যাশায়ী। স্কুলের বর্তমান দশায় আরও কষ্ট পাচ্ছেন, 'আমার নিজের হাতে তৈরি করা স্কুলটিকে যে করেই হোক টিকিয়ে রাখতে হবে। সুস্থ থাকলে এই স্কুলটিকে বন্ধ হতে দিতাম না।' শিক্ষক কিশোর রায় বললেন, '১৯৯২ সাল পর্যন্ত এই স্কুল থেকেই প্রাথমিক স্তরের পড়াশোনা করেছি। খুব ভালো পড়াশোনা হত। শিক্ষকরাও খুব যত্ন করে পড়াতেন।' এই স্কুলের ছাত্র তথা আইনজীবী শুভময় সরকারেরও একই বক্তব্য।

অথচ স্কুলে পরিকাঠামোর কোনও ঘাটতি ছিল না। শ্রেণিকক্ষের দেওয়ালে স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধি, কাজী নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো মনীষীদের ছবি জ্বলজ্বল করছে। রয়েছে দেওয়ালজুড়ে মূল্যবান সমস্ত বাণী। অন্যান্য পরিকাঠামোও ঠিকঠাক। তবুও স্কুলের এহেন হাল কেন? অন্দরান ফুলবাড়ি হরিরধাম হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অমরেন্দ্র বসাক বললেন, 'বর্তমানে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর সাধারণ মানুষদেরও ভরসা নেই। তাই দিন-দিন ছাত্রসংখ্যা কমতে শুরু করেছে।' তুফানগঞ্জ টাউন বিদ্যাসাগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক অরিন্দম রায়ের বক্তব্য, '২০০৮ সাল থেকে গত জানুয়ারি মাস পর্যন্ত এই স্কুলে শিক্ষকতা করেছি। শেষের কয়েক বছর একাই ছিলাম। ২০০৮ সালে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১২৫ ছিল। তারপর থেকে প্রতিবছর কমতে কমতে এবছর শূন্য হয়েছে। বেসরকারি স্কুলের সংখ্যা বাড়ছে। শিক্ষক ঘাটতি থাকার কারণে অভিভাবকরা ছাত্রভর্তি করাতে চাইতেন না।' এক শিক্ষকের কথায়, 'শিক্ষকদের দিয়ে ভোটের কাজ করানোয় তাঁরা পঠনপাঠনে সময় দিতে পারছেন না। এসব কারণেই সরকারি বিভিন্ন স্কুলে পড়ুয়াদের সংখ্যা কমছে।'

ওবিসি তালিকা

প্রথম পাতার পর

রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত বিচারাধীন মামলায় সুপ্রিম কোর্টে সমস্ত বিষয় জানানো হয়েছে এবং শীর্ষ আদালত রাজ্যকে কাজ চালিয়ে যেতে বলেছে বলে মন্তব্য করায় বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা প্রশ্ন করেন, 'আপনারা বিজ্ঞপ্তির কথা বলেছেন?'

অ্যাডভোকেট জেনারেল উত্তর দেন, শীর্ষ আদালতে তালিকা জমা দেওয়া হবে। উত্তরের জন্য অপেক্ষা করা উচিত। এই মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, এটা জনস্বার্থ মামলা হিসেবে বিবেচনা করা দরকার। নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকে রয়েছে। এরপর রাজ্যের সিদ্ধান্ত সঠিক প্রমাণিত হলে সমস্যা তৈরি হবে।

বিচারপতি মান্থা পালটা প্রশ্ন করেন, 'আপনাদের পদক্ষেপ ঠিক কী? বিজ্ঞপ্তিতে আদালতের নির্দেশ মানা হয়েছে কি? লেজিসলেটিভ প্রসেস মেনেছেন?' বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী অ্যাডভোকেট জেনারেলকে বলেন, 'আপনি আমাদের রায় নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা কেন দিচ্ছেন? প্যান্ডোরার বাক্স খুলছেন। সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে ব্যাখ্যা করুন। রায়ে স্থগিতাদেশ দিতে বলুন। ৬৬টি জনগোষ্ঠীকে নিয়ে তো কিছু বলা হয়নি।'

বিধানসভায় বিষয়টি পেশ করা হয়েছে বলে দাবি করে অ্যাডভোকেট জেনারেল জানান, অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক বিধানসভায় উল্লেখ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা আলোচনায় অংশ নিয়েছেন। এ কথা শুনে ডিভিশন বেঞ্চ প্রশ্ন করে, 'বিধানসভায় পেশ করার আগে বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করে দিলেন?' অ্যাডভোকেট জেনারেল উত্তর দেন, ড্রাফট প্রকাশ হয়েছে, গেজেট প্রকাশিত হয়নি।

আদালতের মঙ্গলবারের রায়ে অসন্তুষ্ট আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আপনাদের রায়ে কিছু অস্পষ্ট অংশ রয়েছে।' মূল মামলাকারীদের আইনজীবী এস শ্রীরাম বলেন, 'আদালত আইন বুঝে রায় দিয়েছে।' শীর্ষ আদালতে ১৫ জুলাই এই মামলার শুনানি রয়েছে। তারপর ২৪ জুলাই হাইকোর্টে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। তবে ৩১ জুলাই পর্যন্ত নতুন তালিকা সহ সমস্ত বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ থাকবে।

এদিকে, শিক্ষামন্ত্রীর উদ্বোধন করা পোর্টালে বুধবার সকাল ১০টা থেকে পড়ুয়ারা কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। আদালত স্পষ্ট করেছে, আগে তালিকাভুক্ত ৬৬টি জনগোষ্ঠী নিয়ে কোনও আপত্তি নেই। ২০১০ সালে বাম সরকার ৪১টি মুসলিম ও ১টি অমুসলিম সম্প্রদায়কে ওবিসি চিহ্নিত করে। ২০১২ সালে ৩৪টি মুসলিম ও ১টি অমুসলিম সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করা হয়। এই ৭৭টি জনগোষ্ঠী আদালতের প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

অ্যাডভোকেট জেনারেলের আদালতের বক্তব্য সর্বৈব মিথ্যা দাবি করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তাঁর অ্যাডভোকেট লাইসেন্স বাতিল করার আর্জি জানিয়ে মামলা করবেন বলেছেন।

প্রেমিকার ঘরে গুলিবিদ্ধ

তৃণমূল কর্মীর মৃত্যুতে রহস্য

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৭ জুন : প্রেমিকার বাড়িতে এসে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ইটভাটার মালিক তৃণমূলের এক সক্রিয় কর্মীর। পুলিশ জানায়, মৃতের নাম সাদ্দাম হোসেন (২৯)। তাঁর বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার রাঙ্গাইপুর গ্রামে। মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধন্দে রয়েছে তাঁর পরিবার। মঙ্গলবার দুপুরে বাংলা-বিহার সীমানার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। চাঁচলের এসডিপিও সোমনাথ সাহা বলেন, 'সম্পর্কের টানাপোড়েনে তরুণ নিজেই আত্মঘাতী হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

টানাপোড়েন

- মৃত সাদ্দাম ইটভাটার মালিক, তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন
- ওই মহিলার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল সাদ্দামের বলে পুলিশের দাবি
- সম্পর্কের টানাপোড়েনে তরুণ নিজেই আত্মঘাতী হয়েছেন বলে পুলিশ দাবি করেছে
- ওই ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে ব্যবহৃত অবৈধ পিস্তলটি

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো বাড়ি থেকে বেরিয়ে ইসলামপুর গ্রামে ইটভাটায় যাওয়ার সময় ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের খোকরা গ্রামে গৃহবধূ শালিখা খাতুনের বাড়িতে যান সাদ্দাম। ইদানীং ওই বাড়িতে তাঁর অবাধ যাতায়াত ছিল। রাঙ্গাইপুরের সাদ্দামের বাড়ির অদূরে গোলা মোড়ে একসময় পোশাক সেলাই করতেন ওই মহিলা। সেখানে যাতায়াতের সুবাদে মহিলার সঙ্গে সাদ্দামের পরিচয়। মহিলা তৃতীয় বিয়ে করলেও থাকতেন খোকরায় বাপের বাড়ির পাশে। সেখানে তৃতীয় স্বামী মাঝেমধ্যে আসতেন। সাদ্দামও নিয়মিত যেতেন। সাদ্দামের দুটি কন্যাসন্তান এবং শালিখার একটি কন্যাসন্তান রয়েছে।

এদিন শালিখার বাড়িতে গিয়ে সেখানেই তিনি গুলিবিদ্ধ হন। গুলি লাগে মাথার ডান দিকে। গুরুতর আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে চাঁচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহার নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে যায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। শুরু হয় তদন্ত। কেউ গুলি চালিয়েছে। কেন গুলি চালানো হয়েছে। প্রেমিকার বাড়িতে কেনই বা এসেছিলেন সাদ্দাম। তবে কি সম্পর্কের টানাপড়েন নাকি পরকীয়ার কারণ? এমন নানা প্রশ্ন উসকে দিয়েছে এই ঘটনার পর। সম্পর্কের টানাপোড়েনে তরুণ নিজেই মাথার বাঁ দিকে গুলি করে আত্মঘাতী হয়েছেন বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান। ওই ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে ব্যবহৃত অবৈধ পিস্তলটিও। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ওই মহিলা এবং তাঁর স্বামীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। জেলা পুলিশ দাবি করেছে, গুলি চালিয়ে সাদ্দাম আত্মঘাতী হয়েছেন। ওই মহিলার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল তাঁর। এদিন সাদ্দাম গিয়ে ওই মহিলাকে তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্য জোর করেছিলেন। মহিলা যেতে রাজি না হওয়াতেই সাদ্দাম আত্মঘাতী হয়েছেন বলে পুলিশের দাবি।

সাদ্দামের কাকা সাদিকুল ইসলাম বলেন, 'সকালে ওকে বাড়িতে দেখেছিলাম, তারপরে কিছুক্ষণ পর শুনি সাদ্দামের গুলি লেগেছে। কী হয়েছে, সেটা পুলিশই খুঁজে বের করুক।'

যদিও সাদ্দামের দাদা ওয়েস আলির কথায় সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছে। দাদা ওয়েসের দাবি, 'আমরা জানতাম ওই মহিলাকে আমার ভাই বাড়ি তৈরি করার সময় ইট সহ অন্যান্য নির্মাণসামগ্রী দিয়ে সাহায্য করেছিল। তার টাকা পাওনা ছিল। সেই টাকা আদায়ের জন্যই ওই মহিলার বাড়িতে যায় ভাই।'

খুলে গেল সেই বেতাব ভ্যালি। বাইরে অপেক্ষা পর্যটকদের। অনন্তনাগে মঙ্গলবার।

প্রশাসনের দ্বারস্থ কেএলও লিংকম্যানরা

কোচবিহার, ১৭ জুন : চাকরির দাবিতে মঙ্গলবার কোচবিহার জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হল কেএলও লিংকম্যান ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। কর্মসূচিতে এদিন বিহারি কার্জি, রতন অধিকারী সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের দাবি, জেলায় তাঁরা দুই শতাধিক সদস্য রয়েছেন। ২০২০ সালে আবেদন করার পর ২০২১ সালে তাঁদের পুলিশ ভেরিফিকেশন হয়। এরপর তাঁদের কাগজপত্রও জমা নেওয়া হয়েছে। এরপরও তাঁদের একাধিকবার পুলিশ ভেরিফিকেশন ও কাগজপত্র দেখা হয়। কেএলও লিংকম্যান নির্মল ঈশোর বলেন, 'সবকিছু হয়ে যাওয়ার পরেও চাকরি আজ দেব, কাল দেব বলে প্রশাসন দিনের পর দিন আমাদের ঘোরাচ্ছে। কিন্তু চাকরি হচ্ছে না। সে কারণে চাকরির কী অবস্থা সেটা জানতে আমরা আজ এসেছিলাম। দাবি পূরণে জেলা শাসকের দপ্তরে আমরা আমাদের দাবিপত্রও জমা দিয়েছি।'

নেতানিয়াহুর

প্রথম পাতার পর

আওয়াজে ভয় পেয়ে সরে যেতে দেখা যায়। তৎক্ষণাৎ ধোঁয়ায় ভরে যায় টেলিভিশন কেন্দ্রের স্টুডিও।

ইজরায়েলের শক্তপোক্ত আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আয়রন ডোমকে ব্যর্থ করে প্রথমদিকে সাফল্য পেয়েছিল ইরান। একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নাকাল হয় তেল আভিভ। ইজরায়েলের খোদ প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে পর্যন্ত বাংকারে আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু লড়াইয়ের চতুর্থ দিন থেকে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ চলে যেতে থাকে ইজরায়েলের হাতে। ইরানের শীর্ষ নেতাকে আশ্রয় নিতে হয়েছে বাংকারে। মঙ্গলবার পঞ্চম দিনে পরিস্থিতি অনেকটাই ইরানের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

যদিও কোণঠাসা হয়েও হার মানতে নারাজ তেহরানের শাসকরা। মাথানত করা কিংবা যুদ্ধ বন্ধের কোনও ইঙ্গিত নেই তাঁদের পক্ষ থেকে। বরং পালটা ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় তেল আভিভে ইজরায়েলি গুপ্তচর সংস্থা মোসাদের সদর দপ্তরের ব্যাপক ক্ষতি করতে সফল হয়েছে ইরান। জেরুজালেম ও তেল আভিভ লক্ষ্য করে ইরানের ছোড়া ৫০টি ক্ষেপণাস্ত্রের অধিকাংশ আয়রন ডোমে প্রতিহত হলেও কয়েকটি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করেছে। তেল আভিভে ধ্বংস হয়েছে একটি বাস ডিপো। বেশ কয়েকটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এরপর তেহরানে আরও বিপদ বাড়বে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। তিনি তেহরানের বাসিন্দাদের সরে যেতে বলেছেন। একটি ভাইরাল ভিডিওতে (উত্তরবঙ্গ সংবাদ যার সত্যতা যাচাই করেনি) দেখা যাচ্ছে তেহরান থেকে বাইরে যাওয়ার এক রাস্তায় ১০ কিমিজুড়ে শুধু গাড়ির সারি। সবাই প্রাণভয়ে পালানোর চেষ্টা করছেন। তেহরান খালি করার পরামর্শ দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, 'আমি ইরানকে পরমাণু চুক্তিতে সই করতে বলেছিলাম। ওরা তা করেনি। আমি আবার বলছি, ইরানের পরমাণু অস্ত্র রাখার অধিকার নেই।' কানাডায় জি৭ সম্মেলনের মাঝপথে আচমকা তাঁর দেশে ফিরে যাওয়ার পথে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'আমরা যুদ্ধবিরতির চেয়ে ভালো কিছুর চেষ্টা করছি। সমস্যার স্থায়ী সমাধান চাইছি।'

সেই সমাধান কী, তা অবশ্য খোলসা করেননি। বরং ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ইরান-ইজরায়েলের যুদ্ধবিরতির লক্ষ্যে পদক্ষেপ করতেই তিনি ফিরে গিয়েছেন বলে মন্তব্য করায় বেজায় চটেছেন ট্রাম্প। ট্রুথ সোশ্যালে তিনি লিখেছেন, 'ভুল! তিনি জানেন না কেন আমি ওয়াশিংটনে যাচ্ছি। ওঁর বাজে বকার অভ্যাস আছে।'

মঙ্গলবার সারাদিন তেহরানজুড়ে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। অনবরত বেজেছে সাইরেন। ভারত প্রথম ধাপে ৬০০ জন পড়ুয়াকে তেহরান থেকে ১৪৮ কিলোমিটার দূরে কোম শহরে সরিয়ে নিয়েছে। ১১০ জনকে সড়কপথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আর্মেনিয়ায়। বাকি পড়ুয়া ও নাগরিকদের দ্রুত তেহরান ছাড়ার পরামর্শ দিয়েছে ভারতীয় দূতাবাস। নিজ নিজ দেশের নাগরিকদের একই পরামর্শ দিয়েছে আমেরিকা, পোল্যান্ড ও চিন। গত সপ্তাহে ইজরায়েলের হামলায় ইরানি সেনার এলিট ফোর্স রেভলিউশনারি গার্ডের কমান্ডার হোসেন সালামি এবং সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অফ স্টাফ মহম্মদ হোসেন বাগেরির পর মেজর জেনারেল শাদমানির মৃত্যু ইরান সরকার ও সেনাবাহিনীর পক্ষে বড় ধাক্কা। যদিও তাঁর মৃত্যু নিয়ে ইরান মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত সরকারিভাবে কিছু জানায়নি।

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি বজায় রাখার কথা বলেও ইজরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছে জি৭। এই গোষ্ঠীর আমেরিকা, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, ব্রিটেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন যৌথ বিবৃতিতে বলেছে, 'ইরানের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র থাকা অনুচিত।' বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আত্মরক্ষার প্রশ্নে আমরা ইজরায়েলের পাশে আছি।' পশ্চিমী দেশগুলির সমর্থন পাওয়ায় আরও আত্মবিশ্বাসী ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী।

নেতানিয়াহু বলেন, 'আমরা এই সংঘর্ষকে বেশিদিন টেনে নিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী নই। দ্রুত রাশ টানা দরকার।' শুধু আকাশপথে নয়, মঙ্গলবার হামলা হয়েছে ইরানি রেভলিউশনারি গার্ড পরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান সেপাহ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে। ইজরায়েলি হ্যাকারবাহিনী প্রিডেটরি স্প্যারো ওই ব্যাংকের ডেটাবেস হ্যাক করে বহু গুরুত্বপূর্ণ নথি মুছে দিয়েছে।

পরকীয়া নিয়ে সরগরম বৌবাজার

শিলিগুড়ি, ১৭ জুন : পরকীয়ার অভিযোগ ঘিরে মঙ্গলবার দিনভর তুলকালাম কাণ্ড চলল সমরনগর বৌবাজার এলাকায়। বাবার সঙ্গে এলাকারই এক মহিলার দীর্ঘদিন ধরেই নাকি পরকীয়া চলছে, এমন অভিযোগে ওই দম্পতির ছেলে ওই মহিলাকে সতর্কও করেছিলেন। শেষমেশ দম্পতির মেয়ের শ্বশুরবাড়ির উলটোদিকে থাকা ওই মহিলার বাড়ি থেকে স্বামী বের হতেই পাড়ার মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড বাঁধালেন স্ত্রী। ওই মহিলা ও তাঁর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া ব্যক্তির স্ত্রী চুলোচুলিতে জড়িয়ে পড়েন। দুই তরফেই অভিযোগ দায়ের হওয়ায় ঘটনার তদন্ত শুরু করছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়া ওই ব্যক্তির পরিবার উত্তর সমরনগর এলাকাতেই থাকে। কিছুটা দূরেই রয়েছে তাঁদের মেয়ের শ্বশুড়বাড়ি। ওই শ্বশুড়বাড়ির উলটোদিকেই মেয়ে ও স্বামীকে নিয়ে থাকেন অভিযুক্ত মহিলা। ওই ব্যক্তির ছেলের অভিযোগ, 'ওই মহিলা এর আগেও পাড়ার একাধিক লোকের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছে। গত কয়েকমাস ধরে সে বাবার সঙ্গে সম্পর্ক বাড়াতে শুরু করে। বাড়িতে অশান্তিও শুরু হয়।' ছেলের কথায়, 'কিছুদিন আগে আমি ওই মহিলাকে বলি, আমার বাবার থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য। কিন্তু ওই মহিলা বলতে থাকে, আমার বাবা নাকি ওই মহিলার পাতানো দাদা। আমি পরিষ্কার বলি, কোনও সম্পর্কই না রাখার জন্য।' এরপরেও দুজনের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল বলে অভিযোগ।

ওই ব্যক্তির স্ত্রী ও ছেলে পরিকল্পনা নেয়, দুজনকেই তাঁরা হাতেনাতে ধরবেন। এরপর সোমবার মেয়ের বাড়ি যাচ্ছি বলে ওই ব্যক্তি বাড়ি থেকে বের হন।

চুলোচুলি দেখলেন পড়শিরা

ওই ব্যক্তির স্ত্রী খবর দেন মেয়েকে। মেয়ের নজরে আসে, বাবা তাঁর বাড়িতে না ঢুকে ওই মহিলার বাড়িতে ঢুকছেন। খবর পেয়ে ওই ব্যক্তির স্ত্রী পাড়ার মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে ওই মহিলার বাড়ির বাইরের অপেক্ষা করতে থাকেন। ওই ব্যক্তি বের হতেই তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েন। ঘটনায় ওই ব্যক্তিও স্ত্রী ও প্রতিবেশীদের হাতে মারধর খান বলে অভিযোগ। চুলোচুলি হয় ওই ব্যক্তির স্ত্রী ও ওই মহিলার মধ্যে।

ওই মহিলার অবশ্য অভিযোগ, 'অতর্কিতে ওরা আমার বাড়িতে হামলা চালায়। আমাকে ও আমার মেয়ের গায়েও ওরা হাত দিয়েছে।'

চলতি কা নাম 'রেলগাড়ি'

প্রথম পাতার পর

দুর্ঘটনার পর ওয়াকি-টকি বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন সিআরএস। তারপর সংখ্যাটা ৭২ থেকে ১০০-এর কাছাকাছি হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা অনেক কম। অন্যদিকে, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে ৩৭৭টি ওয়াকি-টকির প্রয়োজন হলেও ২০২৪ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত ছিল মাত্র ১৬৯টি। দুর্ঘটনার পর মাত্র এক জোড়া ওয়াকি-টকি বাড়ানো হয়েছে।

যেদিন দুর্ঘটনা ঘটেছিল, সেদিন নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে ১৮টি মালগাড়ি রওনা হয়েছিল বিভিন্ন গন্তব্যে। ওই মালগাড়িগুলির কোনও ক্রু'র কাছেই ওয়াকি-টকি ছিল না। রেলকর্মীরাই জানাচ্ছেন, বর্তমানে যা পরিস্থিতি তাতে এখনও একাধিক ট্রেনের ক্রুদের ওয়াকি-টকি দেওয়া হয় না। রেলের দেওয়া সিইউজি সিম ব্যবহার করেই কাজ চালাতে হচ্ছে লোকোপাইলট এবং ট্রেন ম্যানেজারদের।

দুর্ঘটনায় ১১ জনের মৃত্যুর খবর পেয়ে সেদিন নির্মলজোতে ছুটে গিয়েছিলেন মেডিকেল মোড়ের বাসিন্দা রতন রায়। পেশায় গাড়িচালক রতন বলছেন, 'খুব কাছ থেকে দেখেছিলাম, লাশগুলো কীভাবে টেনেহিঁচড়ে বের করা হচ্ছিল। অথচ সেই মানুষগুলো কি কখনও ভেবেছিলেন, সেটাই তাঁদের শেষযাত্রা হবে? না, আমরা কেউই সেটা ভাবি না। কিন্তু রেল যেভাবে চলছে বলে শুনছি, তাতে এরপর নিশ্চিত ভয় হবে ট্রেনে উঠতে। এত টাকা দিয়ে টিকিট কেটে এটাই কি আমাদের প্রাপ্য?'

রাঙ্গাপানির সেই দুর্ঘটনার কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রথমে মালগাড়ির লোকোপাইলট এবং সহকারী লোকোপাইলটকে দোষী সাব্যস্ত করে দিয়েছিল ভারতীয় রেল বোর্ড। কিন্তু মাসখানেক বাদে সিআরএস ৫২ পাতার যে রিপোর্ট পেশ করেন, সেখানে রেলের পরিকাঠামোর খামতির কথাই তুলে ধরা হয়। উত্তরবঙ্গ সংবাদ অবশ্য তার আগেই দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ হিসেবে একাধিক বিষয় তুলে ধরেছিল। সব থেকে বড় গাফিলতি ছিল স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং ব্যবস্থার প্রশিক্ষণে। এই ব্যবস্থায় কী করে ট্রেন চালাতে হয়, চালকদের ৯০ শতাংশই এখনও তা জানেন না। অভিযোগ, যাঁরা অন্য ডিভিশন থেকে এসেছেন সেরকম হাতেগোনা কয়েকজন চালক ছাড়া কাটিহার ডিভিশনের অন্য চালকদের স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালে ট্রেন চালানো কিংবা বিফল হলে কী করতে হবে সেই সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা নেই।

আলিপুরদুয়ারে রেলের যে প্রশিক্ষণ স্কুল রয়েছে, সেখানে হাতেকলমে এসব শেখানোর কথা ছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ কোনও প্রশিক্ষণ হয়নি বলেই দাবি লোকোপাইলটদের একাংশের।

এখানেই শেষ নয়। এক বছর আগেই সিআরএস কবচ প্রযুক্তি চালু করার কথা উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু এখনও কাটিহার ডিভিশনে কবচ প্রযুক্তি চালুই করা যায়নি। আর এতেই প্রশ্ন উঠছে যাত্রীসুরক্ষা নিশ্চিত করতে রেলের সদিচ্ছা নিয়ে।

সুকান্তপল্লির বাসিন্দা অভিষেক বসাকের কথায়, 'কোচবিহারে চাকরিসূত্রে নিয়মিত ট্রেনে যাতায়াত করতে হয়। গত কয়েক বছরে এত ট্রেন দুর্ঘটনা দেখেছি ও শুনেছি, যাতে সবসময় একটা ভয় তো কাজ করেই। রেল আসলে কোনওদিনই সেভাবে যাত্রীসুরক্ষার কথা ভাবেনি।'

আইপিএলের সময়ই নেতৃত্ব ছাড়ার সিদ্ধান্ত বুমরাহর

লিডস, ১৭ জুন : চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। নিয়েছিলেন পরামর্শ। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সঙ্গেও আলোচনা করেছিলেন।

শুধু তাই নয়, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের সঙ্গেও কথা বলেছিলেন তিনি। আর তারপরই জাতীয় দলের নেতৃত্ব ছাড়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছিলেন জসপ্রীত বুমরাহ। কারণ, তিনি বুঝে গিয়েছিলেন পাঁচ টেস্টের দীর্ঘ সিরিজের ধকল তাঁর শরীর নিতে পারবে না। তাই ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণেই টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট অধিনায়কত্ব থেকে সরে যান বুমরাহ।

শুক্রবার থেকে লিডসের হেডিংলের মাঠে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের টেস্ট সিরিজ। প্রথম টেস্টের আগে আজ লন্ডন থেকে ভারতীয় দল পৌঁছে গিয়েছে লিডসে। কোচ গৌতম গম্ভীরও নয়াদিল্লি থেকে পৌঁছে গিয়েছেন লিডসে। বুধবার থেকে হেডিংলের মাঠে চূড়ান্ত পর্বের অনুশীলন শুরু করছে টিম ইন্ডিয়া। তার আগে আজ স্কাই স্পোর্টসে প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার দীনেশ কার্তিককে একান্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছেন বর্তমান ক্রিকেট দুনিয়ার সেরা বোলার। জাতীয় দলের নেতৃত্ব গ্রহণ না করার সিদ্ধান্তের রহস্য ফাঁস করে বুমরাহ বলেছেন, 'আমার সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনও বিতর্ক বা রূপকথার গল্প খুঁজবেন না। বিরাট-রোহিতদের অবসরের সিদ্ধান্তের আগেই আমি বিসিসিআইয়ের সঙ্গে কথা বলেছিলাম।

যে ফিজিও ও চিকিৎসকরা আমার পিঠের চোটের সময় থেকে জড়িয়ে, তাঁদের সঙ্গেও কথা বলি। তার পরই ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কথা বিবেচনা করে জাতীয় দলের নেতৃত্ব না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই আমি।'

আইপিএলের মাঝেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছিলাম আমি। কারণ, আমি বুঝে গিয়েছিলাম পাঁচ টেস্টের ধকল নিতে হলে আমার ক্রিকেট কেরিয়ারের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে।' শুক্রবার থেকে হেডিংলে ক্রিকেট মাঠে

স্কোয়াডে যুক্ত হলেন হর্ষিত রানা

শুভমান গিল ইতিমধ্যেই টিম ইন্ডিয়ার নতুন অধিনায়ক হয়েছেন। তাঁর ডেপুটির দায়িত্বে রয়েছেন ঋষভ পন্থ। শুক্রবার থেকে হেডিংলে স্টেডিয়ামে নয়া পরীক্ষা শুরু হচ্ছে টিম ইন্ডিয়ার। তার আগে আজ বুমরাহ বলেছেন, 'সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনার পরই টিম ইন্ডিয়ার নয়া অভিযান শুরুর আগে একজন অধিনায়কের দায়িত্ব সম্পর্কেও মুখ খুলেছেন বুমরাহ। বলেছেন, 'বিসিসিআই আমায় দলের অধিনায়ক হিসেবে ভেবেছিল। কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমার মনে হয়েছিল, অধিনায়কত্ব একটা বিশেষ দায়িত্ব।' সেই দায়িত্ব পালন করতে বুমরাহ তৈরি ঠিকই। কিন্তু দলের অধিনায়ক হিসেবে না থেকে লিডারশিপ গ্রুপের অংশ হওয়ার পরিকল্পনা করে ফেলেছেন তিনি। বুমরাহর কথায়, 'অধিনায়কের দায়িত্ব একজনেরই থাকে। কিন্তু একটা দলের লিডারশিপ গ্রুপে অনেকেই থাকেন। আপাতত আমি সেটাই করতে চাই। কারণ, যদি অধিনায়কের দায়িত্ব নিয়ে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টকে গুরুত্ব না দিয়ে সব টেস্ট খেলার কথা ভাবি, তাহলে আমার বাকি কেরিয়ার নিয়ে সংশয় তৈরি হতে পারে।'

জাতীয় দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে বুমরাহর। তিনি জানেন নেতৃত্বের গুরুত্বের কথাও। এই দায়িত্বের জন্য তিনি অতীতে কঠিন পরিশ্রমও করেছেন। কিন্তু একইসঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির দাবিও মেনে নিয়েছেন বুমরাহ। আসন্ন সিরিজে মোট কয়টা টেস্টে বুমরাহ খেলতে পারবেন, স্পষ্ট নয়। কিন্তু হেডিংলেতে প্রথম টেস্টে খেলার জন্য তৈরি বুমরাহ। ভারতীয় পেসারের কথায়, 'সিরিজের কটা টেস্ট খেলতে পারব, জানি না। আপাতত প্রথম টেস্টের জন্য আমি তৈরি। বাকিটা সময়ের উপরই ছেড়ে দেওয়া ভালো।'

এদিকে, আজ সরকারিভাবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে হর্ষিত রানাকে দলের সঙ্গে যুক্ত করার কথা জানিয়ে দিয়েছে। প্রাথমিকভাবে হর্ষিত বিলেত সফরের সিনিয়ার দলে ছিলেন না। ১৯ নম্বর সদস্য হিসেবে তাঁকে টিম ইন্ডিয়ার স্কোয়াডে যুক্ত করা হল।

হেডিংলেতে সবুজের সমারোহ

রুট, স্টোকসদের হুংকার শার্দূলের

লিডস, ১৭ জুন : অপেক্ষা আর কয়েক ঘণ্টার। চূড়ান্ত কাউন্ট ডাউনও শুরু হয়ে গিয়েছে। শুক্রবার থেকে লিডসের হেডিংলের মাঠে শুরু হয়ে যাচ্ছে ভারত বনাম ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজ।

তার আগে আজ দুই দলই লিডসে পৌঁছে গিয়েছে। আগামীকাল থেকে শুভমান গিলদের অনুশীলন শুরু হচ্ছে হেডিংলে স্টেডিয়ামে। যেখানে বাইশ গজে সবুজের সমারোহ। ঘাসে ঢাকা পিচ। যেখানে শুরু থেকে জোরে বোলারদের দাপটের অপেক্ষা। এমন কঠিন পরিবেশে বিলেতের মাটিতে ক্রিকেটীয় চ্যালেঞ্জ সামলানোর আগে বেন স্টোকস, জো রুটদের উদ্দেশ্যে আজ হুংকার ছেড়েছেন ভারতীয় অলরাউন্ডার শার্দূল ঠাকুর। বলেছেন, 'ইংল্যান্ডের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলাটা সবসময়ই চ্যালেঞ্জিং। এখানকার পরিবেশ, পিচ সবই ভিন্ন। কখনও আকাশ মেঘলা থাকে, আবার কখনও রোদ থাকে। সঙ্গে সারাদিনই হাওয়া চলে। এমন পরিবেশের চ্যালেঞ্জ সামলানোর জন্য দল হিসেবে আমরা তৈরি।'

শুভমান গিলের নেতৃত্বে নয়া শুরুর অপেক্ষায় টিম ইন্ডিয়া। শুক্রবারই হতে চলেছে পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলা ভারতীয় ক্রিকেটের শুভ মহরত। তার আগে প্রতিপক্ষকে সতর্ক করে দিয়ে শার্দূল আজ বলেছেন, 'আমরা নতুন শুরু করতে চলেছে। নয়া সিরিজের পাশে ভারতীয় দলও পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে। অনেক তরুণ উঠে আসছে। ইংল্যান্ডও এখন ভিন্ন ধরনের খেলছে। এমন দলের বিরুদ্ধে বাইশ গজের চ্যালেঞ্জ নিতে আমরা তৈরি। ইংল্যান্ডকে চমকে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে আমাদের। সেটা মাঠে করে দেখাতে হবে।' অতীতে বিলেতে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে শার্দূলের। তিনি ভালোই জানেন ইংলিশ কন্ডিশনের কথাও। সেই অভিজ্ঞতা থেকে অতীত ও বর্তমানের মেলবন্ধন ঘটিয়ে শার্দূল আজ বলেছেন, '২০২১

চেনা দায়। আলাদা করা যাচ্ছে না হেডিংলের পিচ ও আউটফিল্ডকে।

সালের সিরিজে ইংল্যান্ডে আমরা খারাপ করিনি। সিরিজ জিততে না পারলেও আমরা কয়েকটি ম্যাচ জিতেছিলাম। বর্তমান দলের ক্ষমতা রয়েছে বিপক্ষকে চমকে দেওয়ার। দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলে ইংল্যান্ডকে চমকে দেওয়ার জন্য আমরা তৈরি।'

আত্মবিশ্বাসী শার্দূলের হুংকারের পাশে হেডিংলের বাইশ গজ নিশ্চিতভাবে চিন্তা বাড়িয়েছে ভারতীয় শিবিরের। পিচে ঘাস রয়েছে ভালোরকম। সঙ্গে শুরুর আর্দ্রতাও। হেডিংলের পিচ কিউরেটার রিচার্ড রবিনসন আজ বলেছেন, 'উইকেটে ঘাস রয়েছে ঠিকই। কিন্তু খেলার আগে ঘাস আরও কাটা হবে। লিডসে এখন প্রবল গরম। তাই পিচে বেশি করে জল দেওয়া হচ্ছে। খেলার শুরুতে পিচে আর্দ্রতাও থাকবে। যদিও খেলা গড়ানোর সঙ্গে পিচ ব্যাটিংয়ের জন্য সহজ হবে। চতুর্থ-পঞ্চম দিন থেকে বল ঘুরতেও পারে।'

শেষ পর্যন্ত কী হবে, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে হেডিংলের সবুজ পিচের মাঝেও শার্দূলের হুংকার নিশ্চিতভাবেই তাৎপর্যের।

লিডসে পৌঁছোনোর পর ক্যাফেতে বসে নীতীশ কুমার রেড্ডির থেকে তেলুগু ভাষা শেখার চেষ্টা করছেন ধ্রুব জুরেল। মঙ্গলবার।

সিরিজ জয়ী অধিনায়ককে পতৌদি মেডেল

লন্ডন, ১৭ জুন : পতৌদি ট্রফির নাম বদলে তেন্ডুলকার-অ্যান্ডারসন ট্রফি। নতুনভাবে নামাঙ্কিত এই ট্রফির জন্য ২০ জুন থেকে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ইংল্যান্ডের টক্কর নেবে শুভমান গিলের 'নয়া' ভারত। কিন্তু স্বয়ং শচীন তেন্ডুলকার চেয়েছিলেন, ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজে দীর্ঘদিন ধরে জুড়ে থাকা পতৌদির নামকে কোনওভাবে ধরে রাখা হোক। মাস্টার ব্লাস্টারের এহেন ইচ্ছেতে সবুজ সংকেত দিল ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। সিরিজ জয়ী অধিনায়ককে পতৌদির নামাঙ্কিত মেডেল দেওয়া হবে।

শচীনের অনুরোধে সায় ইসিবি-র

ট্রফির নাম পরিবর্তন হওয়ার পর শচীন ব্যক্তিগতভাবে ইসিবি-র সঙ্গে যোগাযোগ করেন। অনুরোধ জানান, যাতে পতৌদির ঐতিহ্য ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের সঙ্গে অক্ষুণ্ণ থাকে। শচীনের ইচ্ছেকে গুরুত্ব দিতে যেখানে আইসিসি-র চেয়ারম্যান জয় শা-ও অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছেন। শেষপর্যন্ত জয়ের হস্তক্ষেপেই সিরিজ জয়ী অধিনায়ককে পতৌদি মেডেল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসিবি। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি সূত্র জানিয়েছে, শচীন নিজে ইসিবি-র কাছে অনুরোখ রেখেছিল, যাতে ভারত-ইংল্যান্ড দ্বৈরথে পতৌদির নাম জুড়ে থাকে। জয় শা-ও সেই আলোচনায় মতামত রেখেছিলেন। তারপরই পতৌদির নামাঙ্কিত মেডেল দেওয়ার সিদ্ধান্তে সিলমোহর পড়ে।

গিলে রোকো-র ছায়া দেখছেন বাটলার

লিডস, ১৭ জুন : পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট। শুক্রবার থেকে ভারতীয় ক্রিকেটে শুরু হতে চলেছে শুভমান গিল জমানা।

শুভমানের নেতৃত্ব ভারতীয় ক্রিকেটকে কোন পথে নিয়ে যাবে, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে শুভমানের সাফল্য নিয়ে মজে রয়েছেন তাবড় ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। জস বাটলার, গ্রাহাম গুচ, দীনেশ কার্তিকরা ইতিমধ্যেই শুভমানের নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেটে সাফল্যের দিশা দেখছেন। শুধু তাই নয়, কিংবদন্তি প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক গুচ মনে করছেন, নেতা শুভমান যদি তাঁর ব্যাটিংয়ের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারেন, তাহলে নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জটা সহজ হয়ে

পারফর্ম করো : গুচ

যাবে। বাটলার আবার শুভমানের মধ্যে দুই প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার ছায়া দেখছেন।

কোহলি মানেই ছিল আগ্রাসন। ব্যাটিংয়েও যেমন, নেতা হিসেবেও তেমনই। আবার রোহিত ছিলেন ঠান্ডা মাথায় দলকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কান্ডারি। রোকো জুটির ছায়া শুভমানের মধ্যেও রয়েছে বলে মনে করছেন বাটলার। এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটে বাটলার আজ বলেছেন, 'শুভমান দুর্দান্ত প্রতিভা। ব্যাট হাতে শুভমানের স্কিলের কথা সবারই জানা।' রোহিত-কোহলিদের সঙ্গে দীর্ঘসময় খেলেছেন বর্তমান ভারতীয় দলের টেস্ট অধিনায়ক শুভমান। তাঁদের নেতৃত্বের ধরন নেতা শুভমানের মধ্যে দেখার আশায় বাটলার। তাঁর কথায়, 'আইপিএলে অধিনায়ক হিসেবে শুভমানকে আমরা দেখেছি। কিন্তু আইপিএল আর জাতীয় দলের নেতৃত্ব এক নয়। বিলেতের মাটিতে অধিনায়ক শুভমানকে দেখার অপেক্ষায় রয়েছি আমি।' ক্রিকেটার হিসেবে বাটলার রোহিত-কোহলিদের বিরুদ্ধে খেলেছেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই বাটলারের মনে হচ্ছে, 'রোকো জুটির ছায়ায় বেড়ে উঠেছে শুভমান। ফলে আমি নিশ্চিত রোকো জুটির ছায়া শুভমানের নেতৃত্বে দেখা যাবে।'

বাটলার যখন মনে করছেন শুভমানের মধ্যে রোকো জুটির ছায়া দেখা যাবে। তখন কিংবদন্তি প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়ক গুচের ভাবনা একটু ভিন্ন। তাঁর মনে হচ্ছে, শুভমান যদি ব্যাট হাতে সফল হতে পারেন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে, তাহলে নেতা হিসেবে নতুন ভারত অধিনায়কের কাজটাও সহজ হবে। গুচের কথায়, 'ভারতীয় ক্রিকেটে প্রতিভার অভাব নেই। নয়া সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এখন ভারতীয় ক্রিকেট। আমার মনে হয়, ২৫ বছরের তরুণ শুভমানকে জাতীয় দলের অধিনায়ক করা ভালো সিদ্ধান্ত। ও যদি ব্যাট হাতে সফলভাবে নিজের কাজটা করতে পারে, তাহলে অধিনায়কত্বের চ্যালেঞ্জটাও সহজে সামলে নিতে পারবে ও।' তুলনায় অভিজ্ঞ ও সিনিয়ার হিসেবে জসপ্রীত বুমরাহ ও ঋষভ পন্থকে পাশে পাওয়া শুভমানের জন্য আশীর্বাদ হতে পারে বলে মনে করছেন গুচ।

বাটলার, গুচের তুলনায় অনেক কাছ থেকে শুভমানকে দেখেছেন কার্তিক। তাঁরা পরস্পরের বিরুদ্ধে ও একসঙ্গে খেলেছেনও। এহেন শুভমান নেতৃত্বের দায়িত্ব সম্পর্কে প্রবলভাবে সচেতন বলে মনে করছেন ডিকে। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটারের শুভমান সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ হল, 'শুভমান দুর্দান্ত ক্রিকেটার। পজিটিভ ভাবনার ছেলে। ওকে আমি কাছ থেকে দেখেছি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, শুভমান ভালোই জানে ও বোঝে জাতীয় দলের নেতৃত্ব বিষয়টা কেমন। মনে হয় না খারাপ করবে ও।'

সহ অধিনায়ক ঋষভ পন্থ ও অধিনায়ক শুভমান গিল জুটির ওপর অনেকাংশে নির্ভর করবে ইংল্যান্ডে ভারতের ভাগ্য।

গড়াপেটা রুখতে উদ্যোগ আইএফএ-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুন : কলকাতা ফুটবল লিগে গড়াপেটা রুখতে 'ইন্টিগ্রিটি অফিসার' নিয়োগ করছে আইএফএ।

সাম্প্রতিক অতীতে কলকাতা লিগে একাধিকবার মাথাচাড়া দিয়েছে গড়াপেটার ছায়া। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বছর খানেক আগে অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তিকে আজীবন নির্বাসিতও করে আইএফএ। তারপরও ওই ব্যক্তিকে কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের একটি ম্যাচে মাঠে দেখা গিয়েছিল। তা নিয়ে শোরগোল পড়ে যায় ময়দানে। ঘটনায় কালীঘাট

জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে লিগের ডার্বি

স্পোর্টস লাভার্সকে শোকজ করা হয়। শাস্তিস্বরূপ প্রাথমিকভাবে কালীঘাটের ক্লাবটিকে আর্থিক জরিমানা করার পরিকল্পনা থাকলেও মঙ্গলবার আইএফএ-র কার্যকরী সমিতির সভায় তা বাতিল করা হয়। পরিবর্তে তাদের আইএফএকে জানাতে বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে একইরকম কোনও ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না। অন্যথা আইএফএ যা শাস্তি দেবে তা মাথা পেতে গ্রহণ করতে হবে। তবে ভবিষ্যতে গড়াপেটা রুখতে 'ইন্টিগ্রিটি অফিসার' নিয়োগ করছে আইএফএ। প্রাক্তন ফুটবলার তথা অবসরপ্রাপ্ত পুলিশকর্মী সুরজিৎ দে-কে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, আসন্ন প্রিমিয়ার লিগের উদ্বোধনী ম্যাচের জন্য কলকাতায় কোনও মাঠ পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে যা পরিস্থিতি জেলার কোনও মাঠেই হয়তো লিগের উদ্বোধন হবে। সেখানে এবারেও জমকালো অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। সূচি প্রকাশিত না হলেও, জানা গিয়েছে লিগে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ হতে পারে জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে।

ম্যাথিউজকে বিদায়ি বার্তা রোহিতের

মুশফিক-শান্তর শতরানে এগিয়ে বাংলাদেশ

শতরানের পর উল্লাস নাজমুল হোসেন শান্তর।

গল, ১৭ জুন : গত সপ্তাহে শেষ হয়েছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ২০২৩-'২৫ পর্ব। ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে প্রথমবার টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব উঠেছে দক্ষিণ আফ্রিকার হাতে।

মঙ্গলবার শ্রীলঙ্কা-বাংলাদেশ সিরিজ দিয়ে শুরু হয়ে গেল টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ২০২৫-'২৭ পর্ব। প্রথম দিনের পর চালকের আসনের নাজমুল হোসেন শান্তরা। দিনের শেষে তাদের স্কোর ২৯২/৩। ক্রিজে অধিনায়ক শান্ত (অপরাজিত ১৩২) ও মুশফিকুর রহিম (অপরাজিত ১০৫)।

অথচ দিনের প্রথম ঘণ্টা ছিল শ্রীলঙ্কার দখলে। পঞ্চম ওভারেই আসিথা ফার্নান্ডো (৫১/১) ফিরিয়ে দেন আনামুল হককে (০)। এরপর অভিষেককারী থারিন্দু রত্নায়েকে (১২৪/২) পরপর দুই বলে সাজঘরের রাস্তা দেখান শাদমান ইসলাম (১৪) ও মোমিনুল হককে (২৯)। ফলে ১৬.১ ওভারে বাংলাদেশের স্কোর হয়ে যায় ৪৫/৩। এরপর শ্রীলঙ্কার বোলারদের আর সুযোগ দেননি শান্ত-মুশফিকুর জুটি। চতুর্থ উইকেটে তাঁরা অপরাজিত ২৪৭ রান জোড়েন।

এদিন ম্যাচ শুরু আগে শেষ টেস্ট খেলতে নামা অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজকে গার্ড অফ অনার দেন সতীর্থরা। ম্যাথিউজের উদ্দেশে একদিনের ক্রিকেটে ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মার বার্তা, 'অসাধারণ টেস্ট কেরিয়ারের জন্য অভিনন্দন। নিজের দেশের একজন সত্যিকারের সেবক তুমি। আমি নিশ্চিত তুমি দেশের জন্য যা করেছো সেটা সবাই উপলব্ধি করবে।'

গোলের পর উচ্ছ্বসিত চেলসির এনজো ফার্নান্ডেজ।

সহজ জয় চেলসির

আটলান্টা, ১৭ জুন : সহজ জয় দিয়ে নতুন ফর্ম্যাটের ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে অভিযান শুরু করল চেলসি। নিজেদের প্রথম ম্যাচে মেজর লিগ সকারের ক্লাব লস অ্যাঞ্জেলেস এফসি-কে ২-০ গোলে হারাল তারা। তবুও হতাশ ব্লুজ ব্রিগেডের কোচ এনজো মারেস্কা। এবার ক্লাব বিশ্বকাপের আয়োজনে কোনও ত্রুটি রাখেনি ফিফা। তবুও হাতেগোনা কিছু ম্যাচ বাদ দিলে সেই অর্থে মাঠই ভরছে না। সোমবার লস অ্যাঞ্জেলেস-চেলসি ম্যাচে সত্তর হাজারের গ্যালারির অর্ধেকও ভরল না। হাজার পঞ্চাশ আসন ফাঁকাই পড়েছিল। যা নিয়ে চেলসি কোচ বলেছেন,

ফাঁকা মাঠ, হতাশ মারেস্কা

'মাঠের পরিবেশটা সত্যিই হতাশ করার মতো। ফাঁকা স্টেডিয়াম। তবে আমরা পেশাদার, আমাদের যে কোনও পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে হবে।'

যদিও ম্যাচে দাপট ছিল চেলসিরই। ৬৬ শতাংশ বলের দখল ছিল ইংল্যান্ডের ক্লাবটির কাছে। ৩৪ মিনিটে পেদ্রো নেটোর গোলে এগিয়ে যায় তারা। দ্বিতীয়ার্ধে দ্বিতীয় গোলটি করেন এনজো ফার্নান্ডেজ।

অন্যদিকে, উত্তেজনায় ভরপুর বোকা জুনিয়ার্স বনাম বেনফিকা ম্যাচ ড্র হল ২-২ গোলে। ম্যাচে লাল কার্ড দেখেন তিন ফুটবলার। এছাড়া এস তুনিসকে ২-০ গোলে হারিয়েছে ফ্ল্যামেঙ্গো।

অভিষেককে নিয়ে চিন্তা বাগানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুন : অভিষেক সিং টেকচামের সবুজ-মেরুনে যোগ দেওয়ার উপর প্রশ্নচিহ্ন। তাঁর সঙ্গে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের কথাবার্তা পাকা হওয়ার পর হঠাৎই বেঁকে বসেন এই সাইডব্যাক। মোহনবাগান ম্যানেজমেন্টের সন্দেহ তাঁকে এফসি গোয়ায় যোগ দিতে বলেন জাতীয় দলের কোচ মানোলো মার্কুয়েজ। শুভাশিস বসু থাকায় তিনি নিয়মিত খেলার সুযোগ পাবেন না, এমনটাই বোঝানো হয় অভিষেককে। তারা জয় গুপ্তাকে ছেড়ে দিচ্ছে বলেই গোয়া চাইছে তাঁকে। শোনা যাচ্ছে, জয়কে নিতে আগ্রহী ইস্টবেঙ্গল। তবে সূত্রের খবর, মেহতাব সিং মোহনবাগানে প্রায় নিশ্চিত হওয়ার পথে। এদিকে, ইস্টবেঙ্গলের নজরে এক স্প্যানিশ স্ট্রাইকার।

ক্যাসের রায় ইন্টার কাশীর পক্ষে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুন : শেষপর্যন্ত কি ইন্টার কাশীকেই আই লিগ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করতে হবে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে? পরিস্থিতি কিন্তু সেদিকেই এগোচ্ছে।

এদিন ক্যাসের তরফে এক নির্দেশিকায় ফেডারেশন আপিল কমিটির সিদ্ধান্তকে বদলে ইন্টার কাশীর পক্ষে দেওয়া হয়েছে। এআইএফএফের তরফে জানানো হয়, তারা ক্যাসের এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়ে কাশীকে ৩ পয়েন্ট দিতে চলেছে। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নামধারী এফসি-র অবৈধ ফুটবলার খেলানোর আবেদনের ভিত্তিতে। এরপরেও ইন্টার কাশীর বিপক্ষে তিন ক্লাব চার্চিল ব্রাদার্স, রাজস্থান ইউনাইটেড ও রিয়াল কাশ্মীর এফসি অবৈধ ফুটবলার খেলানোর অভিযোগ জানায়। ফলে আপিল কমিটি আবারও তিন দলের বিপক্ষে খেলা অবৈধ বিদেশি খেলানোর দায়ে কাশীর পয়েন্ট কেটে নেওয়ায় পয়েন্টের বিচারে চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে সরে যায় তারা।

কিন্তু এই বিষয়টি নিয়েও ক্যাসের দ্বারস্থ হয় ইন্টার কাশী। এই সপ্তাহের শেষের দিকে তারও শুনানি হওয়ার কথা। যা খবর তাতে এই বিষয়টিও ক্লাবের পক্ষেই যাওয়ার সম্ভাবনা। কারণ একজন বেশি বিদেশি তারা খেলিয়েছে, এটাই ছিল অভিযোগ। কিন্তু সিএমএস অর্থাৎ ছাড়পত্র দিয়েছে ফেডারেশন। ফলে সাতজন বিদেশিও যদি কাশী খেলিয়ে থাকে, তাহলেও তার দায় নিতে হবে ফেডারেশনকেই। কারণ অনুমতি তারা দিয়েছে। এই তিন দলের বিপক্ষে পয়েন্ট পেয়ে গেলে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে ইন্টার কাশীই। তাতে আরও একবার মুখ পুড়বে ফেডারেশনের।

বয়স নির্ধারণে নয়া নিয়ম বোর্ডের

মুম্বই, ১৭ জুন : বয়স বিভাগের ক্রিকেটে জালিয়াতি রুখতে নয়া নিয়ম আনতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। এই বছর আইপিএল তারকা বৈভব সূর্যবংশীর বয়স নিয়ে বিতর্ক তৈরি হওয়ার পর কড়া নিয়ম আনতে চলেছে বোর্ড।

পুরোনো নিয়ম অনুযায়ী, টিডব্লিউ৩ (হাড়ের মাধ্যমে বয়স নির্ধারণ) পদ্ধতিতে খুদে ক্রিকেটারদের বয়স নির্ধারণ করা হত এবং সেই পরীক্ষার পরের বছর টিডব্লিউ৩ ফলাফলের সঙ্গে ১ বছর যোগ করে ওই ক্রিকেটারের যোগ্যতা ঠিক হত।

কিন্তু নয়া নিয়ম অনুযায়ী, যদি আগের বছরের টিডব্লিউ৩ পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে ১ বছর যোগ করে কোনও ক্রিকেটারের বয়স যদি বেশি হয় তবে সে দ্বিতীয়বার হাড়ের পরীক্ষা করার সুযোগ পাবে। বর্তমানে অনূর্ধ্ব-১৬ ছেলেদের জন্য হাড়ের বয়সের সীমারেখা ১৬.৫ বছর। মেয়েদের ক্ষেত্রে সেই সীমা ১৫। অর্থাৎ, ২০২৫-'২৬ মরশুমে কোনও অনূর্ধ্ব-১৬ ছেলে ক্রিকেটারের হাড়ের বয়স যদি ১৫.৪ বছর হয় তবে পরের মরশুমে ওই ক্রিকেটারের টিডব্লিউ৩ পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। কারণ সেক্ষেত্রে ১ বছর যোগ করে হাড়ের বয়স হবে ১৬.৪ বছর। কিন্তু ১ বছর যোগ করে হাড়ের বয়স যদি ১৬.৫-এর বেশি হয় তবে ওই ক্রিকেটার দ্বিতীয়বার টিডব্লিউ৩ পরীক্ষার সুযোগ পাবে। বোর্ডের এক সূত্রের মতে, কোনও ক্রিকেটার যাতে বিজ্ঞানের হিসেবের পরিবর্তে পাটিগণিতের হিসেবে সুযোগ না হারায় তাই এই নয়া নিয়ম।

উত্তরবঙ্গে ফুটবল ট্রায়ালে ভাস্কর, অ্যালভিটো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুন : উত্তরবঙ্গের ফুটবলারদের কাছে কলকাতা সহ বড় আসরে খেলার সুযোগ। একটি বেসরকারি সংস্থা অ্যাকাডেমি গড়ার জন্য ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায় ও অ্যালভিটো ডি কুনহাকে উত্তরবঙ্গে পাঠাচ্ছে ফুটবলার তুলতে আনতে। বিভিন্ন জেলায় হবে ট্রায়াল। দার্জিলিংয়ে ২০ ও ২১ জুন, জলপাইগুড়ির বেলাকোবায় ২২, ২৩, ২৪ তারিখ। পরদিন থেকে ২৭ জুন পর্যন্ত আলিপুরদুয়ারে এবং মালবাজারের সেবক গ্রাউন্ডে ২৮ ও ২৯ তারিখ। অনূর্ধ্ব-১৯, ১৭ ও ১৫ বছরের ছেলেরা অংশ নিতে পারবে এই ট্রায়ালে। তাঁদের জেলা লিগ সহ বিভিন্ন টুর্নামেন্টে খেলানোর পরিকল্পনা আছে বলে জানান ভাস্কর।

হাসপাতালে সিএবি সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুন : মাঝরাত থেকে অসহ্য পেটে যন্ত্রণা। সঙ্গে বমি ও পেট খারাপ। এমনই একাধিক উপসর্গ নিয়ে আজ সকালে দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হলেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। আপাতত চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন তিনি। জানা গিয়েছে, সিএবি সভাপতি ডায়ারিয়াতে আক্রান্ত হয়েছেন। সন্ধ্যার দিকে হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, স্নেহাশিসের অবস্থা স্থিতিশীল। আগামী দুই-তিনদিন তাঁকে হাসপাতালে থাকতে হতে পারে বলে খবর। বিকেলের দিকে সিএবি সভাপতিকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

জলপাইগুড়ি দল রওনা আজ

জলপাইগুড়ি, ১৭ জুন : রাজ্য সিনিয়ার অ্যাথলেটিক্স ২০-২২শে জুন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহসচিব উজ্জ্বল দাসচৌধুরী জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতার জন্য ২১ জনের জলপাইগুড়ি দল বুধবার রওনা হবে।

লিগের শেষদিকে বাগান খেলবে নিজেদের মাঠে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুন : দায়িত্ব নিয়ে ক্লাব সচিব সৃঞ্জয় বসু মৌখিক দাবি করলেও আদতে মোহনবাগান মাঠে এখনই কলকাতা লিগের ম্যাচ হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। এমনকি আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত নিজে সবুজ-মেরুন কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে অনুরোধ করেন ম্যাচ করতে দেওয়ার। কিন্তু সদ্য দায়িত্ব নেওয়া কমিটি ইতিমধ্যেই নাকচ করে দিয়েছেন সেই অনুরোধ। অন্য কোনও ম্যাচ তো বটেই নিজেদের ম্যাচও এখনই হচ্ছে না মোহনবাগান মাঠে। এদিন মাঠ সচিবকে নিয়ে মাঠ পরিদর্শনে আসেন সচিব সৃঞ্জয়।

ক্লাবের কলকাতা লিগের দল গঠনের জন্য যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ট্রেনিং গ্রাউন্ডে চলছে ট্রায়াল। গতবারের বেশকিছু ফুটবলারকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবার। দীপেন্দু বিশ্বাস-রাজ বাসফোররাও হয়ত খেলবেন না কলকাতা লিগে। একমাত্র সুহেল আহমেদ বাট নিজে খেলতে চেয়ে কোচ দেগি কার্ডোজোকে অনুরোধ করেছেন বলে তাঁকে হয়ত দলে রাখা হবে। তবে যাঁরাই খেলুন, তাঁদের আপাতত ব্যারাকপুর বা নৈহাটির মতো মাঠে গিয়েই খেলতে হবে। সচিব নিজেই এদিন বলেন, 'মনে হচ্ছিল মাঠটা তৈরি হয়ে যাবে। কিন্তু এখন ভালোভাবে দেখার পর বুঝতে পারলাম মাঠ খেলার জায়গায় আসবে জুলাইয়ের শেষে। কারণ সামনেই বৃষ্টি হওয়ার জন্য মাঠের কাজ ব্যাহত হচ্ছে বারবার। ফলে কলকাতা লিগের শেষেরদিকে কিছু ম্যাচ হয়তো আমাদের মাঠেই দল খেলবে। কিন্তু শুরুতে নয়।' ডুরান্ড কাপের সময়ে এই মাঠ অনুশীলনের জন্য ব্যবহার করার কোনও ভাবনা আছে কিনা, সেই বিষয়েও পরিষ্কার করে কিছু আয়োজকদের তরফে এখনও ক্লাবকে জানানো হয়নি।

এদিকে, এদিন মোহনবাগানে গিয়ে দেখা গেল সবুজ-মেরুন আলোতে সাজিয়ে তোলা হয়েছে ক্লাব। আগামী শনিবার ক্লাব তাঁবুতে নতুন কমিটির হাতে শংসাপত্র তুলে দেবে নির্বাচন পরিচালন কমিটি। সেই উপলক্ষ্যে ক্লাবে কিছু অনুষ্ঠান হওয়ার কথা। এছাড়াও এই সপ্তাহেই সম্ভবত এই বছরের মোহনবাগান রত্ন কে হবেন, তা বেছে নেওয়া হবে। সদ্য প্রাক্তন সভাপতি টুটু বসুর নাম উঠতে পারে আলোচনায়।

বাগান কর্তারা যখন মাঠ নিয়ে ব্যস্ত, সেদিনই ট্রান্সফার ব্যান উঠে গেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। মঙ্গলবার ট্রান্সফার ব্যান উঠে যাওয়ার চিঠি কর্তৃপক্ষের কাছে আসে।

মোহনবাগান মাঠ পরিদর্শনে সচিব সৃঞ্জয় বসু। মঙ্গলবার।

> মনে হচ্ছিল মাঠটা তৈরি হয়ে যাবে। কিন্তু এখন ভালোভাবে দেখার পর বুঝতে পারলাম মাঠ খেলার জায়গায় আসবে জুলাইয়ের শেষে।
>
> **সৃঞ্জয় বসু**

মায়ের সঙ্গে ছুটির মেজাজে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের তারকা ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা।

ফের শীর্ষে স্মৃতি

দুবাই, ১৭ জুন : সিংহাসন পুনরুদ্ধার।

মহিলাদের আইসিসি ওডিআই র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান ফিরে পেলেন স্মৃতি মান্ধানা। ২০১৯ সালের নভেম্বরের পর এই প্রথম ৫০ ওভারের ফরম্যাটে ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় একনম্বরে উঠলেন তিনি। মাঝে দীর্ঘ সময় একনম্বরে ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক লরা উলভারডট। এর মধ্যে একাধিকবার দুই নম্বরে উঠলেও শীর্ষস্থান অধরা ছিল স্মৃতির। সম্প্রতি রেটিংয়ে ১৯ পয়েন্ট হারানোয় দুই নম্বরে নেমে এসেছেন লরা। সেখানে ৭২৭ পয়েন্ট নিয়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ বছরেরও বেশি সময় পর সিংহাসন পুনরুদ্ধার করলেন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের আইকন স্মৃতি মান্ধানা।

সম্প্রতি ত্রিদেশীয় সিরিজে দুরন্ত ছন্দে ছিলেন ভারতের ২৮ বছরের এই ব্যাটার। একটি শতরান সহ ৫টি ইনিংসে মোট ২৬৪ রান করেন। ফাইনালে ১০১ বলে ১১৬ রানের ইনিংস খেলেন। সেই সুবাদে র‍্যাংকিংয়েও শীর্ষে উঠে এলেন। ৭১৯ পয়েন্ট নিয়ে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থানে ইংল্যান্ডের নাতালি সিভার ও উলভারডট।

টেস্ট হয়তো চার দিনের

লন্ডন, ১৭ জুন : ২০২৭-'২৯ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ পর্বে দেখা যেতে পারে চারদিনের টেস্ট ম্যাচ। ছোট দেশগুলি যাতে আরও বেশি সংখ্যক টেস্ট খেলতে পারে সেকথা মাথায় রেখেই চারদিনের টেস্টে অনুমতি দিতে চলেছে আইসিসি। তবে ভারত, ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া প্রথাগত পাঁচদিনের টেস্টই খেলবে।

সূত্রের খবর লন্ডনে সদ্য সমাপ্ত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল চলাকালীন আইসিসি-র আলোচনায় সভাপতি জয় শা নতুন প্রস্তাবে প্রাথমিকভাবে সম্মতি দিয়েছেন। তবে পুরো ব্যাপারটা এখনও আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে।

চারদিনের টেস্টে খরচ এবং সূচির দিক থেকে লাভবান হবে ছোট দেশগুলি। ফলে বেশি সংখ্যক ম্যাচ খেলার সুযোগ থাকবে তাদের সামনে। দিনের সংখ্যা কমলেও ওভার সংখ্যা ৯০ থেকে বেড়ে ৯৮ হতে পারে।

টুটু বসুর নামাঙ্কিত প্যাভিলিয়ন

কলকাতা, ১৭ জুন : টুটু বসুকে বিশেষ সম্মান জানাচ্ছে ভবনীপুর ক্লাব। দক্ষিণেশ্বরের যে মাঠে ভবানীপুরের অনুশীলন হয় তা পুরোপুরি নিয়ে নিয়েছে ময়দানের শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাবটি। ওই মাঠেরই প্যাভিলিয়নের নাম হচ্ছে টুটু, ওরফে স্বপনসাধন বসুর নামে। আগামী ২৯ জুন নবকলেবরে সজ্জিত মাঠ ও প্যাভিলিয়নের উদ্বোধন হবে।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর চার্লি কোম্পানি। ছবি : বিধান ঘোষ

চ্যাম্পিয়ন চার্লি কোম্পানি

হিলি, ১৭ জুন : বিএসএফের ১২৩ ব্যাটেলিয়নের ৬ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল চার্লি কোম্পানি। মথুরাপুর বিওপি সংলগ্ন ফুটবল মাঠে মঙ্গলবার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে ফক্সট্রিট কোম্পানিকে হারিয়েছে।

দেবকুমার ট্রফি শুরু ২ জুলাই

রায়গঞ্জ, ১৭ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দেবকুমার দত্ত ট্রফি রায়গঞ্জ আন্তঃ ক্লাব ফুটবল ২ জুলাই শুরু হবে। সংস্থার সহসচিব কমল রায় জানিয়েছেন, রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠেয় আসরে গ্রুপ 'এ'-তে খেলবে অরবিন্দ স্পোর্টিং ক্লাব, ফ্রেন্ডস অফ দিশা, অ্যাকাডেমি অফ ফুটবল, বেনুভারতী ফুটবল কোচিং, শিবাজি সংঘ ও সুরেন্দ্রনাথ কলেজ। গ্রুপ 'বি'-তে রয়েছে রায়গঞ্জ স্পোর্টস ক্লাব, বীরনগর স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন, রামপুর সূর্য স্মৃতি সংঘ, অশোকপল্লি স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস এবং রায়গঞ্জ অ্যাকর্ড। উদ্বোধনী ম্যাচে নামবে অরবিন্দ এবং দিশা। ফাইনাল ১০ অগাস্ট।

পয়েন্ট ভাগ

বালুরঘাট, ১৭ জুন : অনূর্ধ্ব-১৮ আন্তঃ জেলা ক্রিকেটে মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদ ও সিএবি সচিব একাদশের ম্যাচ বৃষ্টির কারণে বাতিল করা হয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে মুর্শিদাবাদ ২১ ওভারে ৯ উইকেটে ৯২ রান তোলে। মহম্মদ রাজ ২২ রান করে। আশিস কুমার ১৭ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে সিএবি ১২.১ ওভারে ২ উইকেটে ৫০ রান তোলার পর বৃষ্টি নামলে আর ম্যাচ শুরু যায়নি। দুই দলকে ১ পয়েন্ট করে দেওয়া হয়েছে। হর্ষ পান্ডে ২৮ রান করে।

ম্যাচের সেরা স্বর্ণদীপ সাংমা। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

স্বর্ণদীপের হ্যাটট্রিক

কোচবিহার, ১৭ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার মরু ঘোষ ও হরেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত ট্রফি ফুটবল লিগে মঙ্গলবার গারোপাড়া ক্লাব ৩-০ গোলে প্রভাতী ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে ম্যাচের সেরা স্বর্ণদীপ সাংমা হ্যাটট্রিক করেন। তিনি নীলমণি হাজরা ও প্রতিমা হাজরা ট্রফি পেয়েছেন।

জেতালেন প্রতীক

মেখলিগঞ্জ, ১৭ জুন : কুচলিবাড়ি ফুটবল ক্লাবের প্রতিযোগিতায় মঙ্গলবার মৃগিপুর প্রান্তিক যুব সংঘ ১-০ গোলে হারিয়েছে হেলাপাকড়ি ফুটবল ক্লাবকে। গোলস্কোরার প্রতীক রায়। বৃহস্পতিবার মুখোমুখি হবে কুচলিবাড়ি এফসি-বি ও বজরং একাদশ মেখলিগঞ্জ।

জয়ী ইউনাইটেড

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে সোমবার আদিবাসী সুপার ইউনাইটেড ২-১ গোলে মর্নিং সকারকে হারিয়েছে। ভিএনসি মাঠে ইউনাইটেডের কৃষ্ণা এক্কা ও বিনয় কাওয়ার গোল করেন। সকারের গোলটি জিএস রিনুর।